বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com
Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>279 >>06 Sharabon 1430 >>
পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২৭৯ >><< ০৬ই, শ্রাবণ ১৪৩০>>

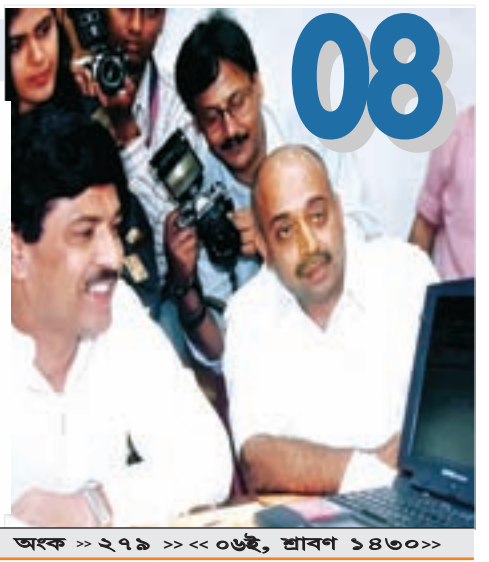

সুইডেনে কোরআন অবমাননার ঘটনায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোর ক্ষোভ প্রকাশ

তেহরান ঃ সুইডেনে কোরআন অবমাননার ঘটনায়, শুক্রবার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলো ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। কেউ কেউ ক্ষোভ প্রকাশের জন্য, জুমা'র নামাজের পর সড়কে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। বৃহস্পতিবার সুইডেনের পুলিশ বিক্ষোভের অনুমতি দিলে, স্টকহোমে বসবাসকারী একজন ইরাকি খ্রিস্টান, ইরাকি দূতাবাসের বাইরে ইসলামের পবিত্র গ্রন্থ কোরআনে লাথি মারে এবং তার ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। এর পর, ইরান, ইরাক এবং লেবাননের ক্ষুব্ধ মানুষ বিক্ষোভের পরিকল্পনা করে। এর কয়েক ঘন্টা আগে, বিক্ষোভকারীরা বাগদাদে সুইডেনের দূতাবাসে বলপূর্বক প্রবেশ করে এবং ঐ ব্যক্তির কোরআন পোড়ানোর হুমকির বিষয়ে তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করতে সেখানে আগুন ধরিয়ে দেয়। সুন্নি শাসিত উপসাগরীয় আরব দেশ সৌদি আরব এবং কাতার কোরআন অবমাননার নিন্দা জানাতে, সুইডেনের কূটনীতিকদের তলব করে। আর, তুরস্কের পররাষ্ট্র মন্ত্রকও এর সমালোচনা করেছে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফ সুইডেনের সেই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। সুইডেনে ইরাকি খ্রিস্টান ব্যক্তিদের দ্বারা সংঘটিত কোরআন অবমাননার এটি দ্বিতীয় ঘটনা। এ ঘটনা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম সালওয়ান মমিকা বলে শনাক্ত করা হয়েছে। প্রকাশ্যে বিক্ষোভ করার অধিকার সুইডেনের সংবিধান দ্বারা সুরক্ষিত। ১৯৭০এর দশকে দেশটিতে ব্লাসফেমি আইন পরিত্যাগ করা হয়। পুলিশের বিবেচনায় কোনো জনসমাবেশকে বড় ধরনের বাধা বা নিরাপত্তা ঝুঁকি বলে মনে না হলে, পুলিশ সাধারণত সমাবেশ করার অনুমতি দেয়। মুসলিমদের পবিত্র গ্রন্থ কোরআন পোড়ানো, তাদের কাছে ধর্মের পবিত্র গ্রন্থের অবমাননা বলে বিবেচিত হয়। অতীতেও কোরআন পোড়ানোর ঘটনা সমগ্র মুসলিম বিশ্বে প্রতিবাদের জন্ম দিয়েছে কোথাও কোথাও তা সহিংসতার রূপ নেয়।

বাজার দর

SENSEX : 66684.26 -887.64
NIFTY : 19745.00 -234.15

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
29.00 °c	24.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18 .35 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .14 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী)
56,850 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়)
59,690 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 82,000 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর
সংক্ষিপ্ত খবর

থাই নির্বাচনে বিজয়ী মুভ ফরওয়ার্ড পার্টি, সরকার গঠনে ব্যর্থ হওয়ার ঘারপ্রান্তে

ব্যাংকক ঃ বিশ্লেষকরা বলছেন, গত মে মাসে থাইল্যান্ডের সাধারণ নির্বাচনে যে দলটি জয়ী হয়েছে দেশটির পরবর্তী সরকার থেকে তাদের বাদ পড়ার ভালো সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের জন্য পার্লামেন্টে পুনরায় অধিবেশন বসতে চলেছে। থাইল্যান্ডের চুলালংকর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক থিটিনান পংসুধীরাক বৃহস্পতিবার ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেন, বর্তমানে এই প্রবণতাই চলছে। বেশিরভাগ পণ্ডিতদের অবাক করে দিয়ে মে মাসের নির্বাচনে রাজনৈতিক ক্ষমতায় রাজপক্ষীয়, সামরিক প্রতিষ্ঠানের কয়েক দশকেরদখলদারিত্ব শিথিল করার প্রতিশ্রুতি ও তরুণদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মুভ ফরওয়ার্ড পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।২০১৪ সালের অভ্যুত্থানে ক্ষমতা দখলকারী সাবেক জেনারেলদের সমর্থনকারী রক্ষণশীল, সামরিকপন্থী দলগুলোকে পরাজিত করে তারা নিম্নকক্ষের ৫০০টি আসনের মধ্যে ১৫১টি আসনে জয় লাভ করে। নির্বাচনের পরের দিনগুলিতে,মুভ ফরওয়ার্ড প্রতিনিধি পরিষদে মোট ৩১২টি আসন অর্জন করে আটদলীয় জোট গঠন করেছিল। তবে দেশটির প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী পিটা লিমজারোয়েনরাত ১৩ জুলাই হাউজ ও সামরিক বাহিনী কর্তৃক নিযুক্ত সেনেটের যৌথ অধিবেশনে প্রযোজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হন। বুধবার তাদের অধিবেশনে,একই সিনেটর এবং রক্ষণশীল আইনপ্রণেতারা ব্যর্থ প্রস্তাবটিদু'বার করা থেকে বিরত থাকার কথা উল্লেখ করে পিটার পক্ষে আবার ভোট দিতে অস্বীকৃতি জানান। বিতর্কের সময়, পিটাকে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করার পক্ষে যারা বিরোধিতা করেছিলেন তারাই মুভ ফরওয়ার্ড দল যে ফৌজদারি বিধির ১১২ অনুচ্ছেদ সংশোধন যা বিতর্কিত রয়্যাল ডিফর্ম্যাশন ল বা রাজতন্ত্রের মানহানি আইন পাল্টানোর অঙ্গীকার করেছিল তাদের বিরুদ্ধে রাজা, তার উত্তরাধিকারী বা প্রতিনিধিকে অপমান করার দায়ে ১৫ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের বিধান রাখে। তবে বিশ্লেষকরা বলছেন, পিটা যেখানে ব্যর্থ হয়েছে সেখানে সফল হতে হলে ফিউ থাইকে যথেষ্ট রক্ষণশীল ও সিনেটরদের মন জয় করতে ব্লক থেকে সরে আসতে হবে।

মণিপুরে কুকি মহিলাদের উপর সহিংসতা ঃ গুজব আর ভুয়ো ভিডিও থেকেই সূত্রপাত

বেঙ্গালুরু ঃ দীর্ঘ আড়াই মাসেরও বেশি সময় ধরে কুকি ও মেনতেই জনজাতি গোষ্ঠীর দাঙ্গায় দীর্ণ উত্তরপূর্ব ভারতের মনিপুর। সম্প্রতি সেখানে কুকি সম্প্রদায়ের দুই মহিলাকে নগ্ন করে প্রকাশ্যে রাস্তায় হাঁটানোর পর গণধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। সেই ঘটনার ভিডিও সমাজ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে উঠেছে সারা দেশ। মণিপুর নিয়ে এই দীর্ঘ সময় পর্যন্ত নীরব থাকা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পর্যন্ত এই ঘটনাকে সমাজের পক্ষে লজ্জাজনক বলে মন্তব্য করেছেন। দেশ জুড়ে তোলপাড় পড়ে যাওয়ার পর গ্রেফতার করা হয়েছে মূল অভিযুক্ত মেইতেই সম্প্রদায়ের হেরোডাস নামে এক যুবক সহ ৪ জনকে। সংবাদ সূত্রে প্রকাশ, মূলত কয়েকটি গুজব, এবং একটি ভুয়ো ভিডিও থেকে এই ঘটনার সূত্রপাত। পুলিশ সূত্রে খবর, কুকি এবং মেইতেই সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হতেই আরও কয়েকজনের সঙ্গে দল বেঁধে ভিডিও কাণ্ডের দুই নিগৃহীতা একটি জঙ্গলে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

সেই সময় মেইতেই গোষ্ঠীর মধ্যে খবর ছড়ায়, বিরোধী কুকিরা তাদের কয়েকজন মহিলাকে গণধর্ষণ করেছে। সেই ঘটনার একটি ভুয়ো ভিডিও'ও ছড়িয়ে পড়ে। এর পরেই বদলা নিতে জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা ওই দলটিকে আক্রমণ করে মেইতেইরা। কুকিদের ওই ছোট্ট দলটিতে ছিলেন মোটে ৫ জন দুজন পুরুষ, এবং ৩ জন মহিলা। এঁদের মধ্যে ৩ জন হলেন একই পরিবারের সদস্য৫৬ বছর বয়সি এক বাবা, তাঁর ১৯ বছরের ছেলে, এবং ২১ বছরের মেয়ে। এছাড়া আরও দুজন মহিলা ছিলেন, যাঁদের বয়স যথাক্রমে ৪২ বছর এবং ৫২ বছর। দায়ের হওয়া এফআইআর অনুযায়ী, ৫ জনের ওই দলটির সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল নংপোকসেকমাই থানার কয়েকজন পুলিশ কর্মীর একটি দলের। প্রাণ বাঁচাতে পুলিশের কাছেই সাহায্য চান ওই ৫ জন। কিন্তু সেই সময় থানা থেকে দুকিলোমিটার দূরে প্রায় ১০০০ মেইতেই জনগোষ্ঠীর একটি দল, যাদের মধ্যে পুলিশও ছিল, তারা হামলা চালিয়ে ওই পুলিশকর্মীদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয় ৫ জন কুকিকে। সূত্রের খবর, উন্মত্ত জনতার হাত থেকে দিদিকে বাঁচাতে গিয়ে ঘটনাস্থলেই নিহত হন ১৯ বছরের যুবক। এরপর তাঁর বাবাকেও খুন করে জনতা। এরপর ২১ বছরের তরুণী সহ দুই মহিলাকে বিবস্ত্র করে গ্রামে ঘোরানো হয়। তারপর গণধর্ষণ করা হয় তাঁদের। তৃতীয় মহিলাকে ধর্ষণ না করা হলেও তিনিও যৌন নিগ্রহের শিকার হয়েছিলেন বলে জানা গেছে। ৪ মে এই ঘটনার পর ১৮ মে দুই নিগৃহীতার পরিবারের তরফে একটি জিরো এফআইআর দায়ের করা হয়। পরে ২১ মে সেই মামলাটি নংপোকসেকমাই থানায় পাঠানো হয়। মণিপুরে জাতিসংঘর্ষের কারণে ৩মে থেকেই বন্ধ ছিল ইন্টারনেট। পরে গত বুধবার সেই ভিডিও ভাইরাল হয় সোশ্যাল মিডিয়ায়।

জাপানের সামুদ্রিক খাবার আমদানিতে বেইজিংএর কড়াকড়ি, টোকিও'র সাথে উত্তেজনা বৃদ্ধি

টোকিও ঃ জাপানের সামুদ্রিক খাবারের ওপর পরীক্ষানিরীক্ষা কঠোর করেছে চীন। ক্ষতিগ্রস্ত ফুকুশিমা পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে শোধিত বর্জ্য পানি প্রশান্ত মহাসাগরে নিস্কাশনের বিষয়ে টোকিওর পরিকল্পনা নিয়ে প্রতিবেশী দেশটির সাথে কূটনৈতিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। এর পর, চীন এই পদক্ষেপ নেয়। জাপান তার ফুকুশিমা দাইচি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে শোধিত জল নিস্কাশনের প্রস্তুতি নিলে এই কড়াকড়ি আরোপ করা হয়। ২০১১ সালের ১১ মার্চ তোহোকু ভূমিকম্প এবং সুনামিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এই পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র। তবে জল সাগরে নিস্কাশনের কোনো তারিখ নির্দিষ্ট করা হয়নি এখনো। জাপান তাদের পরিকল্পনার বিষয়ে চীনের আপত্তি প্রত্যাখ্যান করেছে। আর, বেইজিংকে জাপানের সামুদ্রিক খাবারের ওপর আরোপিত কড়াকড়ি প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, আগস্টের কোনো এক সময় জল নিস্কাশন শুরু করা হবে বলে সময় নির্ধারণ করা হয়েছিলো। এই মাসের শুরুর দিকে আইএইএ টোকিওতে একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করে। প্রতিবেদনে বলা হয়, জল নিস্কাশনের জন্য প্রয়োজনীয় সুরক্ষার মান পূরণ করা হয়েছে। এর পর, আগস্ট মাসকে নিস্কাশনের সময় হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। কিছু বিশেষজ্ঞ, জাপান থেকে সামুদ্রিক খাবার আমদানিতে বেইজিংএর কড়াকড়িকে ফুকুশিমা পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে পরিশোধিত জল বিষয়ক সুরক্ষা সম্পর্কে সন্দেহ জাগানিয়া একটি পদক্ষেপ হিসেবে দেখেন। তবে, টোকিও বলেছে, জল নিস্কাশন প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত সংশ্লিষ্ট ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলার পর পরিশোধিত জল নিস্কাশন শুরু হবে। আইএইএ নিস্কাশনের অনুমোদন দেয়ার পর, ৭ জুলাই দক্ষিণ কোরিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে শোধিত পানি নিস্কাশন বিষয়ক জাপানের সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন জানায়। তবে, দেশটির বিরোধী দলের আইনপ্রণেতারা এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন।

অসম রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের ব্যাপক প্রস্তুতি

অতি শীঘ্র অভিযোগ থাকা বিভিন্ন চিকিৎসালয়, থানা, কারাগার সফর করে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখবে

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি চিকিৎসালয়ে ডাক্তার এবং নার্সদের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ রয়েছে রোগীদের। তবে সেই অভিযোগ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে রোগী কিংবা রোগীর আত্মীয়স্বজনরা কোনো ধরনের ব্যবস্থা খুঁজে পান না। অবশেষে এক্ষেত্রে সরব হয়ে উঠেছে অসম রাজ্য মানবাধিকার কমিশন। অতি শীঘ্র কমিশন অভিযোগ থাকা বিভিন্ন চিকিৎসালয় সফর করে যাবতীয় তথ্য খতিয়ে দেখবে বলে জানালেন মানবাধিকার কমিশনের সদস্য তথা বিজেপি নেতা শান্তনু ভরালী। তিনি বলেন শুধুমাত্র হাসপাতাল নয় বিভিন্ন থানা এবং কারাগার সফর করে কয়দিদের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হবে। তাছাড়া কিন্নরদের বিরুদ্ধে উত্থাপন হওয়া বিভিন্ন অভিযোগ খতিয়ে দেখা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

মহানগরের স্থিত অসম রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের কার্যালয়ে আযোজিত সাংবাদিক বৈঠকে কমিশনের সদস্য তথা বিজেপি নেতা শান্তনু ভরালী বলেন যেকোনো ব্যক্তি এখানে অভিযোগ জানাতে পারেন। শুধুমাত্র ইংরেজিতে অভিযোগ জানাতে হবে বলে কোন কথা নয়। কোনো প্রতিষ্ঠান অনুষ্ঠানে বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে নিজের মাতৃ ভাষায় সেটা লিখে মানবাধিকার কমিশনে দাখিল করা যেতে পারে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। মানবাধিকারে অভিযোগ জানানোর ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের মধ্যে সজাগ এবং সচেতনতা কম রয়েছে। তবে নির্বিধায় যে কোন ব্যক্তি কমিশনে অভিযোগ জানাতে পারবেন বলে তিনি মন্তব্য করেন।

কমিশনের সদস্য শান্তনু ভরালী বলেন অসম রাজ্য মানবাধিকার কমিশন নিজস্বভাবে বহু মামলা দায়ের করেছে। চলতি বছরে এখন পর্যন্ত এক্ষেত্রে ২০ টি মামলা কমিশন নিজস্বভাবে নথিভুক্ত করেছে। তিনি জানান প্রয়াত অসম পুলিশের এসআই জোনমণি রাভার মৃত্যু সম্পর্কে মানবাধিকার কমিশন মামলা রজ্জু করেছে। তাছাড়া গুয়াহাটি মহানগরে প্লাস্টিক ব্যবহার সম্পর্কেও মামলা রজ্জু করা হয়েছে। শান্তনু ভরালী বলেন অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অসমে মানবাধিকার কমিশনে কম মামলা দাখিল হয়েছে। চলতি বছরের মাত্র ৯১ টি মামলা রজ্জু করা হয়েছে। অন্যান্য বছরে এই সংখ্যা ৩০০ থেকে ৪০০ এর মধ্যে থাকে। তিনি জানান। ২০২২-২৩ সালে কমিশনে ২৭০ টি মামলা দায়ের করা হয়েছিল। একইভাবে ২০২১-২২ সালে ২৭৫ টি মামলা, ২০২০-২১ সালে ৩০৪ টি মামলা ২০১৯-২০ সালে ৩১০ টি মামলা রজ্জু করা হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

প্রেম প্রেমিকের জন্য তিনি ঘরবাড়ি ফেলে ছুটে এসেছেন। চার সন্তানকে সঙ্গে এনেছেন

তদন্তে পাকিস্তানি মেয়ে, ভারতীয় ছেলের প্রেমকাহিনি

লখনউ ঃ পাকিস্তানের মেয়ে, ভারতের ছেলে। তাদের প্রেমকাহিনি এখন সাড়া ফেলে দিয়েছে। চার সন্তানকে নিয়ে প্রেমিকের কাছে ভারতে এসেছেন সীমা। সীমার কাহিনি বলিউডের গল্পকেও হার মানায়। অনলাইন গেমসের মাধ্যমে দুইজনের পরিচয়। প্রেম। সীমার স্বামী বিদেশে চাকরি করেন। কিন্তু সীমা তার সঙ্গে থাকতে চান না। পাকিস্তানেও থাকতে চান না। তিনি চার সন্তান নিয়ে নাম বদল করে ভুয়া পরিচয়পত্র নিয়ে পাকিস্তান থেকে নেপালের পোখরা হয়ে সোজা চলে এসেছেন দিল্লি লাগোয়া উত্তরপ্রদেশের শহর গ্রেটার নয়ডায়। তার প্রেমিক শচিনের বাড়িতে।

এরপর পুলিশ তাকে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের দায়ে গ্রেপ্তার করে। শচিনকেও গ্রেপ্তার করা হয় সীমাকে আশ্রয় দেয়ার জন্য। দুজনকেই কোর্ট জামিন দেয়। তারপর তারা একসঙ্গেই থাকছে।

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচী বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন, তারা বিষয়টি সম্পর্কে জানেন। এখন পুরো বিষয়টা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

গত ১৩ মে সীমা সিন্ধু প্রদেশে তার বাসস্থান ছেড়ে বাচ্চাদের নিয়ে নেপালে ঢুকে পোখরা হয়ে নয়ডা আসেন। সেই সময় ভুয়ো নাম ও পরিচয়পত্র ব্যবহার করেছেন তিনি। নিজেকে তিনি প্রীতি বলে পরিচয় দেন। তার সঙ্গে একটা আধার কার্ড ছিল। বাসের চারটি টিকিট কেটেছিলেন তিনি। টাকা কম পড়ায় তিনি 'বন্ধুর' কাছ থেকে টাকা চেয়ে পাঠান।

কাঠমান্ডুর এক হোটেল মালিক জানিয়েছেন, গত মার্চেও শচিন ও সীমা একসঙ্গে হোটেলে আটদিন ছিলেন। সংবাদসংস্থা এএনআইকে হোটেলের মালিক গণেশ জানিয়েছেন, তখন শচিন নিজেকে শিবাংশ বলে পরিচয় দেন। তারা বেশিরভাগ সময় হোটেলের ঘরেই থাকতেন। সন্ধ্যায় বেরিয়ে আবার রাত দশটার মধ্যে হোটেলে ঢুকে যেতেন।

সীমা ও শচিনের দাবি, তাদের পরিচয় হয়েছিল ২০১৯ সালে। অনলাইন গেম পাবজি খেলার সময়। তখন সীমার বয়স ৩০ বছর। শচিনের ২২। সীমার দাবি, প্রেমিকের জন্য তিনি ঘরবাড়ি ফেলে ছুটে এসেছেন। চার সন্তানকে সঙ্গে এনেছেন।

গ্রেটার নয়ডায় শচিনের বাড়ি পৌঁছানোর পর সীমা, শচিনকে গ্রেপ্তার করা হয়। জামিনে মুক্ত হওয়ার পর সীমা হিন্দুধর্ম নিয়েছেন বলেও দাবি করেছেন। তিনি বলেছেন, তার নাম শুধু সীমা। আর বাচ্চাদের নামও বদল করে হিন্দু নাম হয়ে গেছে। তিনি নিরামিষ খাচ্ছেন। বড়দের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করছেন।

পাকিস্তানের তরফ থেকে ইতিমধ্যে জানানো হয়েছে, নিছক প্রেমের টানেই সীমা ভারতে বেআইনিভাবে প্রবেশ করেছে। এর পিছনে আর কোনো কাহিনি নেই। উত্তরপ্রদেশ পুলিশের এটিএস বা সন্ত্রাসবিরোধী শাখা এখন পুরো ঘটনাটা তদন্ত করে দেখছে। শুধুই প্রেম, নাকি এর পিছনে গুপ্তচরবৃত্তি বা অন্য কোনো গল্প আছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ভুয়ো নাম ও পরিচয়পত্র দেখিয়ে ভারতে ঢোকা সন্দেহ আরো বাড়িয়েছে। এই সপ্তাহের গোড়াতেও তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। উত্তরপ্রদেশ পুলিশ জানিয়েছে, সীমার কাছ থেকে পাঁচটি পাকিস্তানি পাসপোর্ট পাওয়া গেছে। তার মধ্যে একটা পাসপোর্ট কখনো ব্যবহার করা হয়নি। একটা পরিচয়পত্রও পাওয়া গেছে।

উত্তরপ্রদেশের ডিসিপিকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, সীমা কি পাকিস্তানি চর, জবাবে তিনি বলেছেন, এখনো কিছুই বলা যাচ্ছে না। দুই দেশের বিষয়। যতক্ষণ উপযুক্ত প্রমাণ না পাওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণ কিছু বলা যাবে না।

বিজেপি কর্মী খুনের অভিযোগে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই মৃতের ছেলে এবং পুত্রবধূকে গ্রেফতার করেছে বামনগোলা থানার পুলিশ

মালদা ঃ বিজেপি কর্মী খুনের অভিযোগে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই মৃতের ছেলে এবং পুত্রবধূকে গ্রেফতার করেছে বামনগোলা থানার পুলিশ । কিন্তু এই ঘটনার পরেও সোমবার দফায় দফায় তুমুল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লো বামনগোলা থানার নালাগোলা পুলিশ ফাঁড়ি সংলগ্ন এলাকায়। এমন কি ওই পুলিশ ফাঁড়ি টিনের ঘেরা সীমানা পাঁচিল ভাঙচুর করে বিজেপির মহিলা কর্মী সমর্থকেরা বলে অভিযোগ । ঝাঁটা নিয়ে এক মহিলা বিজেপি কর্মীকে পুলিশ কর্তাকে তাড়া করতে দেখা যায়। এই পরিস্থিতির মধ্যে নালাগোলা ফাঁড়ির সামনে বিক্ষোভ অবস্থান করেন উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার দলের সাংগঠনিক সভাপতি উজ্জ্বল দত্ত সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে বামনগোলার থানার আইসি বিশাল কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর অভিযোগ, দলের প্রবীণ কর্মী বুড়ণ মুর্মুকে (৬০) তার ছেলে ও পুত্রবধূ মারধর করে শ্বাসরোধ করে খুন করে। এই ঘটনার পিছনে এলাকারই আরো বেশ কয়েকজন তৃণমূল নেতা জড়িত রয়েছে। তাদেরকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে। এই দাবিতে ই সংশ্লিষ্ট পুলিশ ফাঁড়ির সামনে চলে বিজেপির বিক্ষোভ, অবস্থান। উল্লেখ্য , রবিবার সকালে বামনগোলা থানার মদনাবতী গ্রাম পঞ্চায়েতের কন্যাদিঘী এলাকায় শোবার ঘর থেকেই বুড়ণ মুর্মুর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। মৃতের শরীরের একাধিক জায়গায় রক্তের দাগ থাকায় তাকে তার ছেলে ও পুত্রবধূ খুন করেছে বলে অভিযোগ তুলে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে মৃত বৃদ্ধের পুত্রবধূ শর্মিলা মার্ডি মদনাবতী গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রার্থী হয়েছিলেন। কিন্তু নিকটতম বিজেপির প্রার্থীর কাছে ৫৬ ভোটে হেরে যায় শর্মিলা মার্ডি ।যেহেতু বুড়ন মুর্মু এলাকার বিজেপির সক্রিয় কর্মী এবং নির্বাচনে সেই দল থেকেই প্রচার চালিয়েছিল। ফলে তার ছেলে বিপ্লব মুর্মু এবং স্ত্রী শর্মিলা মার্ডি ওই বৃদ্ধকে মারধর শুরু করেছিল। এরপরই রবিবার ওই বৃদ্ধের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। আর তারপর থেকেই ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয় বামনগোলা এলাকায়। বিজেপির অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে মৃতের ছেলে এবং পুত্রবধূকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। কিন্তু বিজেপির অভিযোগ এই খুনের ঘটনায় আরো কয়েকজনের নাম অভিযোগ পত্রে দেওয়া হয়েছিল। যেহেতু ওরা তৃণমূল করে। তাই সেইসব অভিযুক্তদের গ্রেফতার করছে না পুলিশ। আর এরই প্রতিবাদ জানিয়ে বামনগোলা থানার অন্তর্গত নালাগোলা পুলিশ ফাঁড়ির সামনেই বিক্ষোভে সোচ্চার হন স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব।

এদিকে এদিন বিজেপির শতাধিক মহিলা কর্মীরা হাতে দলীয় ঝান্ডা নিয়ে নালাগোলা পুলিশ ফাঁড়ির সামনে এসে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। পরিস্থিতি উত্তাল হতেই ওই পুলিশ ফাঁড়ির টিনের ঘেরা সীমানা পাঁচিল ভেঙে দেওয়া হয়। এমনকি পুলিশের সঙ্গে চলে বিজেপি কর্মীদের রীতিমতো ধস্তাধস্তি। কয়েক ঘন্টা ধরে পুলিশ ফাঁড়ির সামনেই সাংসদ খগেন মুর্মুর নেতৃত্বে চলে বিক্ষোভ অবস্থান।

বিজেপির র উত্তর মালদা সাংসদ কবে মুর্মু বলেন, আমাদের দলের প্রবীণ ওই কর্মীকে পরিকল্পিতভাবে খুন করেছে তৃণমূল। মৃত ছেলে এবং তার স্ত্রী এই ঘটনায় যুক্ত থাকার পাশাপাশি এলাকার আরো কয়েকজন তৃণমূল নেতা জড়িত রয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে আমরা পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছি। কিন্তু পুলিশ অভিযুক্ত বিপ্লব মূর্মু এবং তার শর্মিলা মার্ডিকে গ্রেপ্তার করলেও বাকিদের গ্রেফতার করার আগ্রহ দেখাচ্ছে না। এমনকি পুলিশ এটি পারিবারিক গোলমাল বলে এড়িয়ে যেতে চাইছে। তারই প্রতিবাদে এদিন অবস্থান বিক্ষোভ করা হয়েছে। আগামীতে এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে আরো বৃহত্তর আঃেদালনের নাম হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিজেপি সাংসদ।

যদিও বিজেপির অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছে তৃণমূলের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী । তিনি জানিয়েছেন, পারিবারিক বিবাদের জেরে এই ঘটনাটি ঘটেছে। এখানে তৃণমূলকে মিথ্যা ভাবে বদনাম করা হচ্ছে। বামনগোলা থানার পুলিশ দুইজনকে গ্রেপ্তারের পাশাপাশি পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করার কথাও জানিয়েছেন।

ফের হাতির হানার ঘটনা ঘটলো ডুয়ার্সে

আলিপুরদুয়ার ঃ ফের হাতির হানার ঘটনা ঘটলো ডুয়ার্সে। হাতি হানায় ক্ষতিগ্রস্ত দুটি ঘর। জানা গেছে গতকাল গভীর রাতে পশ্চিম মাদারিহাটে একটি বুনো হাতির দল প্রবেশ করে।জলদাপাড়া জঙ্গল থেকে বুনো হাতি প্রবেশ করে এলাকায় ব্যাপক তাণ্ডব চালায়। বুনো হাতির দল এলাকার বাসিন্দা সুখদেব কার্জি ও আমজাদ হোসেনের ঘর ও রান্না ঘর ভেঙ্গে দেয় এবং ঘরে রাখা জিনিসপত্র ক্ষতি করে। এলাকার বাসিন্দারা জানান ইদানিং ঘন ঘন হাতির হানার ঘটনা ঘটছে পশ্চিম মাদারিহাট এলাকায়। আতঙ্কে রয়েছে এলাকাবাসীরা।

শিলিগুড়ির সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের খুঁটি পুজো সম্পন্ন

শিলিগুড়ি ঃ খুঁটি পুজোর মধ্য দিয়ে দূর্গা পুজোর প্রস্তুতি শুরু করলো শিলিগুড়ির সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব।এবছর তাদের পুজো ৬৯তম বর্ষে পদার্পণ করবে।প্রত্যেক বছরই নতুনত্ব পুজো মন্ডপ বানিয়ে তাক লাগিয়েছে সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব।এবছরও সেই ভাবনা নিয়েই খুঁটি পুজো সম্পন্ন করা হলো।এবছর সাবেকি আনার পাশাপাশি পরিবেশবান্ধব এবং সমাজ বান্ধব মন্ডপসজ্জা করবেন তারা।পাশাপাশি আকর্ষনে থাকছে নয়নাভিরাম কুমারটুলির প্রতিমা। এদিনের খুঁটি পুজোকে কেন্দ্র করে সূর্যনগর মাইকেল স্কুল মাঠে উৎসবের মেজাজে ছিলেন সকল সদস্যরা।২৩ নম্বর ওর্য়াডের কাউন্সিলর লক্ষ্মী পালের উপস্থিতিতে এই খুঁটি পুজো অনুষ্ঠিত হয়।

উত্তরবঙ্গের বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে উত্তরকন্যায় অনুষ্ঠিত হল বৈঠক, উপস্থিত সেচ মন্ত্রী

শিলিগুড়ি ঃ উত্তরবঙ্গের বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলার জেলাশাসক ও আধিকারিকদের সাথে বৈঠক সারলেন রাজ্যের সেচ দপ্তরের মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক। উত্তরকন্যায় অনুষ্ঠিত হয় এই বৈঠক।

সোমবার দুপুরে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের অন্তর্গত উত্তরবঙ্গের শাখা সচিবালয় উত্তরকন্যায় এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলার জেলাশাসক, পুলিশ আধিকারিক, সেচ দপ্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় বন্যা পরিস্থিতি কি রয়েছে তা নিয়ন্ত্রণে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে গেল ১১ বছরের এক নাবালিকা

মালদা ঃ অনুষ্ঠান বাড়িতে এসে গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে গেল ১১ বছরের এক নাবালিকা। ঘটনার প্রায় ৩০ মিনিট পর উদ্ধার দেহ। এরপর হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে ওই নাবালিকাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে মালদার ইংলিশ বাজার ব্লকের মিল্কির খাস খোল এলাকায়। এই ঘটনায় গোটা এলাকা জুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। জানা যায় সোমবার সকালে ওই নাবালিকা তার বাবা শেখ রাব্বুলের সাথে মিল্কির খাস খোল এলাকায় এক অনুষ্ঠান বাড়িতে এসেছিল। অনুষ্ঠান বাড়িতে এসে সঙ্গী সাথীদের সাথে ওই নাবালিকা গঙ্গায় স্নান করতে যায়। সেই সময় গঙ্গায় তলিয়ে যায় তিনজনই। দুজনকে উদ্ধার করা গেলেও প্রায় ৩০ মিনিট পর উদ্ধার হয় ১১ বছরের ওই নাবালিকা জাসমিন খাতুনের দেহ। এরপর স্থানীয় হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। পরে মৃতদেহ মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য নিয়ে আসা হয়।

ভোটে হার জেনে সিপিআইএম কর্মীদের বাড়িতে চড়াও হয় বাড়ি ভাঙচুর ও মারধরের অভিযোগ তৃনমূলের বিরুদ্ধে,জখম পাঁচ,হাসপাতালে চিকিৎসাধীন

মালদা ঃ ভোট শেষেও তৃনমূলের সন্ত্রাসকে কোনোমতেই দমানো সম্ভব হচ্ছে না। এবার ভোট পরবর্তী হিংসার শিকার হলেন সিপিআইএম।জানা গেছে, হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লকের সুলতান নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের যোগীলাল গ্রামে সিপিআইএম -এর নেতা কর্মীদের বাড়িতে চড়াও হয়ে ভাঙচুর ও বেধরক ভাবে মারধর করার অভিযোগ উঠেছে তৃনমূলের বিরুদ্ধে। যদিও তৃনমূল সরাসরি অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

সিপিআইএম--এর অভিযোগ,ভোটের পরের দিন তৃনমূল প্রার্থী মার্জিয়া বিবি ও তার স্বামী সেকেন্দার আলী ভোটে হার নিশ্চিত বুঝতে পেরে সিপিআইএম এর নেতা কর্মীদের বাড়িতে দলবল নিয়ে চড়াও হয়।ব্যাপক হারে অত্যাচার চালানো হয়। দুই সিপিআইএম কর্মীর বাড়ি মারাত্মকভাবে ভাঙচুর চালানো হয়। ধারালো অস্ত্র,শাবল ও হাঁসুয়ার আঘাতে পাঁচ জনকে গুরুতরভাবে জখম করে দেন।আহত ব্যক্তিদের হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানেও তারা হামলা চালায় বলে অভিযোগ। তৃনমূলের দলবলের মারে আহত হয়েছে সিপিআইএম কর্মী সবেদুর রহমান (৪৫), আরজাউল হক(৩২),আজেফা বিবি (৩০), তারিকুল ইসলাম (৩৭)ও পেসকার আলি(৪৫)। সবেদুর রহমানের চোখ শাবলের আঘাতে রক্তাক্ত করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এক চোখ তার অন্ধ হয়ে গেছে। বর্তমানে নেপালে তার চিকিৎসা চলছে।আরজাউল হকের মাথা ও নাক ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিহারের পুর্নিয়াতে তার চিকিৎসা চলছে।

পেসকার আলি কাটিহার জেলা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।আজেফা বিবি ও তারিকুল ইসলামের মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে।

অপরদিকে তৃনমূলও সিপিআইএম এর বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ তুলে জানিয়েছে, সিপিআইএম এর লোকেরা তৃনমূল প্রার্থী মার্জিয়া বিবির স্বামী সেকেন্দার আলীকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে।

হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় দুই পক্ষই লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে।পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

ক্লাস রুম বন্ধ থাকার কারণে স্কুলে ঢুকতে পারছে না পড়ুয়ারা , স্কুলের সামনে শতাধিক ছাত্ররা বিক্ষোভ দেখান

মালদা ঃ গাজোল ব্লকের গাজোল বয়েজ হাই স্কুলে ডিসিআরসি করা হয়েছিল ইলেকশন কমিশনের পক্ষ থেকে। গত ১১ জুলাই পঞ্চায়েত ভোট গণনার ফল প্রকাশ হওয়ার পরেও গাজোল বয়েস স্কুলে এখনো পর্যন্ত শুরু হয় নি সঠিকভাবে পঠনপাঠন। কারণ, স্কুলের পরিকাঠামো বেহাল হয়ে রয়েছে। পড়ুয়ারা স্কুলে আসলেও ক্লাস রুম বন্ধ থাকার কারণে ঢুকতে পারছে না বলে অভিযোগ উঠেছে। এমনকি অধিকাংশ স্কুলের আসবাব সামগ্রী বেহাল অবস্থায় রয়েছে। সিলিং ফ্যান ভেঙে দেওয়া হয়েছে এবং এই ভাবে বহু সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করার অভিযোগ করেছে ছাত্ররা। এই পরিস্থিতিতে সোমবার সকাল থেকেই ওই স্কুলের সামনে শতাধিক ছাত্ররা বিক্ষোভ দেখান। দ্রুত স্কুলের পরিকাঠামো ঠিক করা এবং পঠনপাঠন ব্যবস্থা চালু করার দাবিও জানানো হয়েছে পড়ুয়াদের পক্ষ থেকে।

সততার নিদর্শন পৌরসভার সাফাই কর্মীদের

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ বাইশে জুলাই শনিবার সকালে সততার নিদর্শন রাখলেন সিউড়ি পৌরসভার সাফাইকর্মীরা । সকাল নয়টা নাগাদ বাজার করতে যাওয়ার সময় সিউড়ি সংশোধনাগারের কর্মী বিশ্বজিৎ দাসের মানিব্যাগ রাস্তায় পড়ে যায় । টাকা পয়সার সঙ্গে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ছিল মানিব্যাগে । তই হারিয়ে ফেলে বিশ্বজিৎ । সিউড়ি পৌরসভার সাফাই কর্মীরা মানিব্যাগটি কুড়িয়ে পেয়ে পৌরসভার অফিসে জমা দেয় । পরে সেটি বিশ্বজিতের হাতে তুলে দেওয়া হয় । সিউড়ি সংশোধনাগারের কর্মী বিশ্বজিৎ দাস বলেন, সকাল নয়টার সময় বাজার করতে গিয়ে মানিব্যাগ পড়ে যায় । পরে পৌরসভার কর্মীরা মানিব্যাগটি ফিরিয়ে দেয় । আমার খুব ভালো লাগছে । পৌরসভার কর্মী প্রদীপ বাগদী বলেন, আমরা চারজন পৌরসভার কর্মী কাজ করে যখন ফিরছিলাম তখন জেলখানার গেটের সামনে মানিব্যাগটি কুড়িয়ে পায় । সেটি পৌরসভার অফিসে জমা দিই ।

রাস্তার পাশে উদ্ধার বোমা আতঙ্ক সিউড়িতে

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ বাইশে জুলাই শনিবার সকালে সিউড়ি একনং ব্লকের তিলপাড়া গ্রামপঞ্চায়েতের দক্ষিণ তিলপাড়ার মহাবীরপল্লীর একটি ছোটো গাছের নীচ থেকে দুটো সকেট বোমা উদ্ধার করে সিউড়ি থানার পুলিশ । ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে । স্থানীয় বাসিন্দা মলয় ভট্টাচার্য বলেন, প্রথম এইরকম বোমা উদ্ধার হলো । রাস্তাটি সুকান্তপল্লী নুড়াইপাড়া হয়ে বাঁশজোড় গিয়েছে । ছোটো ছোটো বাচ্চা ছেলেমেয়েরা খেলাধূলা করে আতঙ্ক লাগছে । রাস্তায় কোনো পথবাতি নেই । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সিউড়ি থানার পুলিশ ।

তৃনমূল কার্যালয় ঘেরাও এলাকাবাসীদের

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃবাইশে জুলাই শনিবার বিকালে বোলপুর পৌরসভার আঠারোনং ওয়ার্ড কাশিমবাজারে তৃণমূলের কার্যালয় ঘেরাও করলো এলাকার বাসিন্দারা । স্থানীয়সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০০৭ সাল থেকে কাশিমবাজারে একটা খাসজমি আছে সেখানে বিকালে এলাকার কচিকাঁচারা খেলাধুলা করে । আঠারোনং ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর তাপস ওরফে চাঁদ সরকার সেই খাসজমি দখল করতে যায় স্থানীয় বাসিন্দারা বাধা দিলে স্থানীয় বাসিন্দাদের মারধর করে কাউন্সিলরের লোকজন বলে অভিযোগ । প্রতিবাদীদের পুলিশে দেওয়ার হুমকি দেয় কাউন্সিলর বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের । ফলস্বরূপ তৃণমূল কার্যালয় ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় বাসিন্দারা । এলাকা রনক্ষেত্র হয়ে উঠে । যদিও কাউন্সিলর তাপস সরকার বলেন, বিজেপির কিছু ছেলে উস্কানি দিয়ে ঝামেলা করছিল । কাউকে মারধর করা হয় নি । ওই খাসজমিতে জলপ্রকল্প হবে যাতে বোলপুর শহরের জলকষ্ট কমে যায় ।

ভোট উৎসব শেষ হতেই দুর্গো উৎসবের সূচনা হলো ফালাকাটায়

আলিপুরদুয়ারঃ ভোট উৎসব শেষ হতেই দুর্গো উৎসবের সূচনা হলো ফালাকাটায়। খুঁটি পূজার মধ্য দিয়ে এবছরের ৫২ তম দুর্গ পুজোর সূচনা হলো ফালাকাটার মসলাপট্টি সর্বজনীন দুর্গোৎসব পুজোর ড অমাবস্যার পূর্ণ তিথিতে বৈদিক মঞ্চ উচ্চারণের মধ্য দিয়ে এই খুঁটি পূজার মধ্য দিয়েই এবারের ৫২ তম দুর্গাপুজোর সূচনা হল ফালাকাটার মসলাপট্টি সর্বজনীন দূর্গা পূজা কমিটির দুর্গোৎ উৎসবের । পুজো কমিটির সম্পাদক শুভব্রত দে বলেন, প্রতিবছর আমরা দর্শনার্থীদের কিছু আলাদা দেবার চেষ্টা করে থাকে, আমরা প্রতিবছর নতুন ভাবনা নিয়ে আমাদের এই পুজো মণ্ডপ গড়ে তুলি ড দর্শনার্থীরা এবং আপামর ফালাকাটা বাসী চেয়ে থাকে আমাদের এই পুজোর প্যান্ডেলের দিকে তাকিয়ে, আমরা এর মধ্যেই আমাদের এবারের দুর্গ পুজোর থিম ও থিম সং উন্মোচন হবে তার আগে আমরা কিছু প্রকাশ করতে চাইছি না থিম ও থিম সং উন্মোচনের দিন সমস্ত বিষয়টি প্রকাশ্যে আনা হবে, তবে দর্শনার্থীরা নতুন ভাবনার শিল্পকর্ম খুঁজে পাবে।

শিলিগুড়ির গুরুংবস্তি এলাকায় মহানন্দা নদী থেকে উদ্ধার হল এক কিশোরের মৃতদেহ,তদন্তে পুলিশ

শিলিগুড়িঃ পুরনিগমেরর ৩ নং ওয়ার্ডের গুরুংবস্তি এলাকায় মহানন্দা নদী থেকে উদ্ধার হল এক কিশোরের মৃতদেহ। ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য এলাকায় ।ঘটনাস্থলে প্রধাননগর থানার পুলিশ। সোমবার সন্ধ্যায় স্থানীয় এলাকাবাসীরা নদীতে ওই কিশোরের মৃতদেহকে ভাসতে দেখে। এরপরই স্থানীয় দুই যুবক মৃতদেহটিকে নদীর চরে নিয়ে আসে। স্থানীয় এলাকাবাসীরা প্রধাননগর থানার পুলিশকে খবর দিলে ঘটনাস্থলে প্রধাননগর থানার পুলিশ পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। তবে মৃত ওই কিশোরের নাম পরিচয় জানা যায়নি। সমস্ত ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে প্রধান নগর থানার পুলিশ

পাচারের আগেই আটক ২৬টি মহিষ

ময়নাগুড়ি ঃ ফের বড় সাফল্য ময়নাগুড়ি থানার পুলিশের। ফের গোপন সূত্রে খবর পেয়ে লরি সহ ২৬ টি মহিষ উদ্ধার করলো ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। জানা যায়, সোমবার সকাল নাগাদ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ইন্দিরা মোড় সংলগ্ন এলাকায় একটি লরিকে আটক করে পুলিশ। সেই গাড়িতে ২৬ টি মহিষ উদ্ধার করে এবং গাড়ির চালক এবং খালাশিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশের অনুমান গাড়ি করে মহিষগুলিকে বিহার থেকে আসামের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তার আগেই গোপন খবরের ভিত্তিতে ইন্দিরা মোড়ে গাড়িটিকে আটক করে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, মহিষ গুলিকে খোঁয়াড়ে রাখা হয়েছে। ধৃত চালক এবং খালাশিকে সোমবার আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ। ময়নাগুড়ি থানার আইসি তমাল দাস বলেন, অভিযুক্ত দুইজনকে আদালতে পাঠানো হয়েছে। তদন্ত শুরু হয়েছে।

গৃহবধুর অস্বাভাবিক মৃত্যু, স্বামী ও শ্বশুর আটক

ময়নাগুড়ি ঃ ময়নাগুড়িতে ফের এক নব গৃহবধুর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো। পুলিশ জানিয়েছে মৃত গৃহবধুর নাম পম্পি রায় (২৩)। সোমবার এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ময়নাগুড়ি ব্লকের ব্যাংকান্দি এলাকায়। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করেছে। আজ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি মর্গে পাঠানো হয়েছে। যদিও ঘটনায় মৃত গৃহবধুর পরিবারের তরফে খুনের অভিযোগ তুলেছেন। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। জানা যায়, ময়নাগুড়ি ব্লকের রামশাই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার পম্পি রায়ের সাথে গত দুই বছর আগে বিয়ে হয় ব্যাংকান্দি এলাকার ভাস্কর রায় লস্কর। বিয়ের পরেই পারিবারিক অশান্তি লেগেই ছিল বলে অভিযোগ মেয়ের পরিবারের। এর মাঝে সোমবার ভোর নাগাদ এই ঘটনা ঘটে ব্যাংকান্দি এলাকায়। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসেন। জানা যায়, বিয়ের দুই বছর অতিক্রান্ত হলেও কোনো রকম সন্তান না হওয়ায় তার উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা হতো বলে অভিযোগ মেয়ের বাড়ির সদস্যদের। এই ঘটনায় ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্ত হবে বলে পুলিশ জানিয়েছেন। এদিকে এই ঘটনায় মেয়ের বাড়ির পরিবারের সদস্যরা শ্বশুর বাড়ির লোকের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জমা করেন। ঘটনায় ইতিমধ্যেই স্বামী ও শ্বশুরকে আটক করেছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি মর্গে পাঠানো হবে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

হাতির তাণ্ডবে লন্ডভন্ড ডুয়ার্সের লাটাগুড়ির একটি বেসরকারী রিসোর্ট

জলপাইগুড়ি ঃহাতির তাণ্ডবে লন্ডভন্ড ডুয়ার্সের লাটাগুড়ির একটি বেসরকারী রিসোর্ট। রিসর্টের বেশ কিছু গাছ নষ্ট করেছে হাতিটি। পাশাপাশি রিসর্টে থাকা একটি গাড়িকে পুরোপুরি উল্টে দিয়েছে হাতিটি। রবিবার রাতের এই ঘটনায় সকলেই স্তম্ভিত। হাতির রিসোর্টে আসা নতুন ঘটনা নয়। সেখানে এসে খাবার খেয়ে যায়, গাছ খাওয়া, অন্যান্য গাছ গাছালি নষ্ট করা এই ঘটনা গুলি স্বাভাবিক। কিন্তু এই প্রথমবার দাড়িয়ে থাকা গাড়িকে আক্রমণ করল হাতি। যা দেখে সবাই হতবাক, বছরের এই সময়টাতে কাঁঠাল খেতে জঙ্গল ছেড়ে লোকালয়ে চলে আসে হাতির দল।পাকা কাঁঠালের গন্ধে লোকালয়ে এসে কাঁঠাল খেয়ে ফের আবার জঙ্গলে চলে যায়। এটাই স্বাভাবিক দৃশ্য ছিল। কিন্তু রবিবারের ঘটনা একটু অন্যরকম লাগল সবার চোখে। এদিন রাতে ওই রিসর্টে ঢোকে হাতিটি। প্রথমে বেশ কিছু গাছ নষ্ট করে। পরে কাঁঠাল গাছ থেকে কাঁঠাল পেড়ে সেগুলিকে সাবার করে। তারপরই হঠাৎ রিসর্টে থাকা গাড়িটির দিকে তেড়ে যায় এবং গাড়িটিকে শুড় দিয়ে ধাক্কা মেরে উল্টে দেয়। ওই রিসোর্ট থেকে তান্ডব করে বেড়িয়ে আশেপাশের বিভিন্ন বাড়িতে হানা দেয় হাতিটি। ওই বাড়ি গুলি থেকে কাঁঠাল খেয়ে ফের জঙ্গলে চলে যায় হাতিটি।

শহীদ স্মরণে ধর্মতলা চলো কর্মসূচিকে সফল করার ডাক দিয়ে শিলিগুড়িতে মিছিল করলো দার্জিলিং জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস

শিলিগুড়ি। ২১ শে জুলাই শহীদ স্মরণে ধর্মতলা চলো কর্মসূচিকে সফল করার ডাক দিয়ে শিলিগুড়িতে মিছিল করলো দার্জিলিং জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস। শিলিগুড়ি এয়ার ভিউ মোড় থেকে হাশমিচক পর্যন্ত হয় এই মিছিল। প্রতিবারের মতো এই বছরও ২১ জুলাই শহীদ দিবস পালন করবে তৃণমূল কংগ্রেস। ধর্মতলায় সমাবেশে যোগ দেবে তৃণমূল কংগ্রেসের লক্ষ লক্ষ কর্মী সমর্থকরা। ওই সমাবেশের প্রস্তুতি হিসেবে মিছিল করল দার্জিলিং জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস। এদিন মিছিলটি শিলিগুড়ির এয়ারভিউ মোড় থেকে শুরু করে হিলকার্ড রোড পরিক্রমা করে। মিছিলে পা মেলান দার্জিলিং জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের জেলা সভানেত্রী মিলি শীল সিনহা সহ মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বরা।

বৃদ্ধাকে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখার অভিযোগ ঘিরে ফের অশান্তির আবহ

কালিয়াগঞ্জ ঃ এক বৃদ্ধাকে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখার অভিযোগ ঘিরে ফের অশান্তির আবহ তৈরি হয়েছে কালিয়াগঞ্জের সাহেবঘাটার রঘুনাথপুর এলাকায়। সরকারি রাস্তার জমি নিয়ে বিবাদের জেরেই রবিবার দুপুরে এই অমানবিক ঘটনাটি ঘটেছে। আক্রান্ত বৃদ্ধার নাম দুলো বর্মণ(৬৩)। এই ঘটনার পর বেশকিছু বাসিন্দার নামে কালিয়াগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন দুলো বর্মণ। পুলিশ এই ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করেছে বলেই খবর। মালগাঁ পঞ্চায়েতের বিদায়ী প্রধান নীলিমা রায়ের স্বামী তথা প্রাক্তন অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি জ্যানেন্দ্রনাথ রায় বলেন, রবিবারের ঘটনা সম্পর্কে কিছুই জানিনা।

স্হানীয় সুত্রে জানা গেছে, মালগাঁ পঞ্চায়েতের দক্ষিণ রঘুনাথপুর থেকে মাঠপাড়া গ্রাম পর্যন্ত পথশ্রী প্রকল্পের আওতায় কংক্রিটের রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে। এই বৃদ্ধা নিজের বাড়ির সামনে রাস্তার জমি ব্যাক্তিগত বলে দাবি তুললে সমস্যার সুত্রপাত হয়। মাস কয়েক আগে বিএলআরও অফিসের তরফে রাস্তার বির্তকিত অংশের জমি মাপজোখ করে দেওয়া হয়েছিল। পঞ্চায়েত নির্বাচন মিটতেই ফের এই রাস্তার বাকি কাজ শুরু করার উদ্দ্যোগ নিতেই রবিবার ফের বাধার সৃষ্টি করে দুলো বর্মণ। সেই সময় আশপাশের কিছু বাসিন্দা দুলো বর্মণকে শায়েস্তা করতে হাতে দরির বাঁধন দিয়ে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখে।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করতে উদ্যোগী ভারতশ্রীলঙ্কা

নয়া দিল্লি ঃ ভারত সফরে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে একাধিক যৌথ অবকাঠামো প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করেছেন শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট রনিল বিক্রমাসিংহে। এর মধ্যে একটি হলো পক প্রণালীজুড়ে একটি স্থলসেতু নির্মাণ করা।

শুক্রবার দুই দেশের মধ্যে সেতু তৈরির বিষয়টি বিবেচনা করতে সম্মত হয়েছে ভারত ও শ্রীলঙ্কা। শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট রনিল বিক্রমাসিংহে দুই দিনের সরকারি সফরে ভারতে এসেছেন। গত বছর প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব নেয়ার পরএটাই তার প্রথম ভারত সফর। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠক করেছেন তিনি। প্রযুক্তি, নবায়নযোগ্য জ্বালানি নিয়ে নতুন দ্বিপাক্ষিক চুক্তির কথা জানান তারা।

একটি কৌশলগত নথি অনুসারে, পক প্রণালীজুড়ে স্থলভাগে সংযোগ স্থাপন হলে ত্রিংকেমালি এবং কলম্বোর মূল বন্দরগুলিতে প্রবেশাধিকার পাবে ভারত।

মোদী জানিয়েছেন, উভয়পক্ষ দ্রুত একটি পেট্রোলিয়াম পাইপলাইন নির্মাণের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে চলেছে।

মোদীর কথায়, দুই নেতা অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোরদার করতে একটি পদক্ষেপ নিয়েছেন। সমুদ্রপথে সংযোগ বাড়ানো, বায়ুশক্তি এবং অন্যান্য শক্তিসংক্রান্ত সংযোগ জোরদার করা, পর্যটন, বাণিজ্য এবং উচ্চশিক্ষায় পারস্পরিক সহযোগিতা নিয়েও কথা বলেছেন তারা।

মোদীর কথায়, ''শ্রীলঙ্কার নাগরিকদের কাছে গত বছরটা খুব চ্যালেঞ্জিং ছিলো। ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসাবে আমরা তাদের পাশে ছিলাম।

বিপুল পরিমাণে বৈদেশিক ঋণখেলাপিও রয়েছে শ্রীলঙ্কার। গত বছর আর্থিক সংকটের পর ভারত প্রায় চার কোটি ডলার দিয়ে সাহায্য করেছে দ্বীপরাষ্ট্রটিকে, যার মধ্যে খাদ্য, ওষুধ এবং জ্বালানিও রয়েছে।

সম্প্রতি, দ্বীপরাষ্ট্রটি আইএমএফের থেকে সাহায্য পেয়েছে। সংকট মোকাবেলায় বিক্রমাসিংহে সরকারের নেওয়া সংস্কার ব্যবস্থা নিয়ে মোদীকে জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট।

বার্তাসংস্থা এএফপি জানিয়েছে, ভারতের পররাষ্ট্রসচিব বিনয় কোয়াত্রা শ্রীলঙ্কায় চীনা উপস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

শ্রীলঙ্কার সবচেয়ে বড় দ্বিপাক্ষিক ঋণদাতা চীন। বেশ কয়েক বছর আগে, কলম্বো বেইজিংয়ের থেকে নেয়া নির্মাণ ঋণ শোধ করতে পারেনি।তখন একটি চীনা কোম্পানি শ্রীলঙ্কার গুরুত্বপূর্ণ একটি বন্দরের ৯৯ বছরের লিজ পেয়েছিলো।

কোয়াত্রা একটি সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, আমাদের সামুদ্রিক এলাকা বা মেরিটাইম ডোমেনে যা ঘটছে তা জানিয়েছিলো শ্রীলঙ্কা। আমাদের নিরাপত্তা এবং কৌশলগত উদ্বেগের কথা তারা জানে। তারা এই বিষয়টিকে সম্মান করে।

৬০ লাখ সাবস্ক্রাইবার বাড়লো নেটফ্লিক্সের

কলকাতা ঃ পাসওয়ার্ড ভাগাভাগি বন্ধের নিয়ম চালু করায় এ বছর ৬০ লাখ নতুন সাবস্ক্রাইবার পেলো নেটফ্লিক্স। ২০২৩ সালে নেটফ্লিক্স কর্তৃপক্ষ জানায় যে, তাদের সাবস্ক্রাইবার বেড়েছে প্রায় ৬০ লাখ! পাসওয়ার্ড অন্য কারো সাথে ভাগ করে নেবার ক্ষেত্রেকড়াকড়ি বাড়িয়েই এমন ফলাফল, জানালো তারা। বুধবার নেটফ্লিক্স জানায়, এখন তাদের সদস্য সংখ্যা প্রায় ২৪ কোটি। এর আগে ১০ কোটি বাসায় পাসওয়ার্ড ভাগ করে নেটফ্লিক্স ব্যবহার করতেন অনেকে। বিনিয়োগকর্তা লুইস নাভালিয়ের বলেন, ''আমি এই ফলাফল দেখে উচ্ছ্বসিত ছিলাম। আমার মতে, ধারণার চেয়েও বেশি নতুন সদস্য আনতে পেরেছে নেটফ্লিক্স।'' প্রথম ধাপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানিতে পরীক্ষা করে নেটফ্লিক্স। এই একই পরিকল্পনা এখন গোটা বিশ্বে ব্যবহার করার ইচ্ছে তাদের। ২০২০ সালে অতিমারির পর থেকে বাড়ে বাসা থেকে কাজ করার ঝোঁক। বাড়তে থাকে মানুষের নেটফ্লিক্সে কিছু দেখার আগ্রহও। ফলে লোকসান হতে থাকে তাদের। এই সমস্যা ঠেকাতে পাসওয়ার্ডহীন, বিজ্ঞাপনসহ সাবস্ক্রিপশন চালু করে তারা, যা আরো সস্তাও। প্রথমে মানুষ এই পদক্ষেপকে সন্দেহের চোখে দেখলেও পরে তারা নেটফ্লিক্সের পূর্ণ সাবস্ক্রিপশন নিতে শুরু করে। বছরের দ্বিতীয়ার্ধে আয় বাড়ে প্রায় তিন শতাংশ।

নেটফ্লিক্সের এই আপাত সাফল্য শেয়ারবাজারে সুফল আনতে পারেনি। শেয়ারের দাম পড়ে যায় আট শতাংশ। তার সাথে রয়েছে চলমান শিল্পী, চলচ্চিত্র কলাকুশলীদের ধর্মঘটের বিষয়টিও।

নেটফ্লিক্সের প্রধান (যুগ্ম) টেড সারানডস বলেন, ''আমরা এই ব্যবসার সাথে জড়িত সবার সাথে নিয়মিত আলোচনা চালাচ্ছি। এই ধর্মঘটেরও ইতি দরকার, যাতে আমরা সবাই এগোতে পারি।''

২০২৫ সালে বাংলাদেশ কি শিশুশ্রম মুক্ত হবে?

ঢাকা ঃ বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ কোনো কাজে শিশুদের নিয়োগ বেআইনি। কিন্তু এই কাজেই বাংলাদেশের ১০ লাখের বেশি শিশু নিয়োজিত। গত ১০ বছরে দেশে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা বেড়েছে প্রায় এক লাখ। এই শিশুশ্রম কমাতে সরকারের আছে হাজার কোটি টাকার প্রকল্প। সরকার ২০২৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশতে শিশুশ্রম মুক্ত করার কথা বলছে। কিন্তু গত সপ্তাহে প্রকাশিত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর(বিবিএন) প্রকাশিত জরিপে দেখা যায় দেশে এখন শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ১৭ লাখ ৭৬ হাজার। তাদের বয়স পাঁচ থেকে ১৪ বছরের মধ্যে। শ্রমজীবী শিশুদের ১০ লাখ ৬৮ হাজারই ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে যুক্ত। ঝুঁকি নেই এমন কাজে যুক্ত আছে সাত লাখ সাত হাজার শিশু। ১০ বছর আগে ২০১৩ সালে বিবিএস যে জরিপ করে তাতে দেশে তখন মোট শিশু শ্রমিক ছিলো ১৬ লাখ ৯৮ হাজার। এই সময়ে শিশু শ্রমিক না কমে উল্টো ৭৭ হাজার বেড়েছে। তবে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুদের সংখ্যা সামান্য কমেছে। ২০১৩ সালে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুদের সংখ্যা ছিলো ১২ লাখ ৮০ হাজার। গত ১০ বছরে তা দুই লাখ ১২ হাজার কমেছে। বিবিএসের জরিপে পাঁচ থেকে ১৪ বছর বয়সের শিশুদের গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। পাঁচ থেকে ১৭ বছরের শিশুদের ধরলে দেশে এখন শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ৩৫ লাখ ৩৬ হাজার। দেশে এখন পাঁচ থেকে ১৭ বছর বয়সি শিশুর সংখ্যা তিন কোটি ৯৯ লাখ। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার(আইএলও) সংজ্ঞায় পাঁচ থেকে ১৭ বছর পর্যন্ত শিশু ধরা হয়। এরমধ্যে পাঁচ থেকে ১১ বছরের শিশুরা সপ্তাহে এক ঘণ্টা, ১১ থেকে ১৩ বছর বয়সি শিশু সপ্তাহে ২৫ ঘণ্টা এবং ১৪ থেকে ১৭ বছরের শিশুদের সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা কাজ করালে তাকে শিশু শ্রম হিসেবে গণ্য করা হয়। সরকার ২০২৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে শিশুশ্রম পুরোপুরি দূর করতে দুই হজার ৫০০ কোটি টাকার প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। কিন্তু তাতে শিশুশ্রমিক না কমে উল্টো বাড়ছে। আর বাংলাদেশের শ্রম আইনে ১৪ বছর বয়সের নিচে কোনো শিশুকে শ্রমে নিযুক্ত করা যাবেনা। কিন্তু দেশে মোট শিশুশ্রমিকের অর্ধেকেরও বেশি ওই বয়সের। ২০২২ সালে বাংলাদেশ আইএলও সনদ অনুমোদন করে। আর তখন মন্ত্রিসভার বৈঠকে বলা হয় ১৪ বছর পর্যন্ত কোনো শিশুকে শ্রমে নিযুক্ত করা যাবেনা। আর কোনো শিশুকেই ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়েগি করা যাবেনা। কিন্তু বাংলাদেশে শ্রমে নিযুক্ত শিশুদের বেশির ভাগই ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত। সেভ দ্য চিলড্রেন এর পরিচালক ও শিশু অধিকার বিশেষজ্ঞ আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, করোনার সময় যাদের অনলাইনে পড়াশুনার সুযোগ ছিলোনা সেই শিশুদের একটি অংশ স্কুল ছেড়ে কাজে যুক্ত হয়েছে। আবার বর্তমান বিশ্বের পরিস্থিতির কারণে অনেক পরিবার দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে গেছে। ফলে শিশুদের কাজে পাঠিয়েছেন তারা। আর এখন মন্দার কারণে অনেক শিল্প কারখানার মালিকই উৎপাদন খরচ কমাতে শিশুদের শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ করছে। ফলে শিশুশ্রম বেড়ে গেছে। তার কথায়, বাংলাদেশে শিশুশ্রম কমাতে যে প্রকল্পগুলো চলছে তা পুনর্বাসনমূলক। যারা শিশু শ্রমে আছে তাদের ফিরিয়ে আনা। কিন্তু এটা কঠিন। যেমন টেম্পুর হেলপার হিসেবে কাজ করা একটি শিশু দিনে ৫০০ টাকা আয় করে। মাসে ১৫ হাজার টাকা। সে তার পরিবারে বড় একটি সাপোর্ট দেয়। তার পরিবারকে এই পর্যায়ে বুঝানো কঠিন যে সে এখন আয় করলেও ভবিষ্যতে বড় জোর ড্রাইভার হবে। কিন্তু তার মধ্যে যে অমিত সম্ভাবনা আছে তা আর তার পরিবারকে বোঝানো যাবেনা। শিশুদের মানসিক অবস্থারও পরিবর্তন হয়ে যায়। তাই দরকার প্রতিরোধ বা প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা। শিশু যেন পাঁচ বছর বয়স হলেই স্কুলে যায়। সে যেন শিশু শ্রমে যুক্ত হতে না পারে তার ব্যবস্থা নিতে হবে। সেটা করা গেলে দ্রুত শিশুশ্রম কমে আসবে। আর সিরডাপের পরিচালক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. হেলাল উদ্দিন বলেন, বাংলাদেশের শিশুশ্রমের প্রধান কারণ আর্থসামাজিক। গরিব পরিবারের শিশুরা কাজ করে অর্থনৈতিক সহায়তা করে। তাদের বাবামা মনে করেন স্কুলে পাঠানোর চেয়ে কাজে পাঠানো লাভজনক। আবার বাংলাদেশে শিশু ও নারী শ্রমিকদের মজুরি কম। যারা নিয়োগ করেন তারা যদি দেখেন একই কাজ প্রাপ্ত বয়স্কদের দিয়ে করালে মজুরি বেশি দিতে হয় কিন্তু উৎপাদন একই তখন তারা শিশু শ্রমিক নিয়োগ করে বেশি লাভের আশায়। তার কথায়, এগুলো দেখার দায়িত্ব শ্রম অধিদপ্তর এবং নারী শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের। কিন্তু যদি আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন না হয় তাহলে তারা দেখেও কিছু করতে পারবেনা। এখন যদি শিশুদের স্কুলে পাঠানো বাধ্যতামূলক করা হয় তাহলে হয়তো শিশুশ্রম থাকবেনা। কিন্তু এটা করতে হলে সবার তো সেই আর্থিক সক্ষমতা থাকতে হবে। সরকার যদি সাপোর্ট দেয় তাহলে আলাদা কথা।

কোরআন অবমাননার প্রতিবাদে সৌদি আরবে সুইডিশ কূটনীতিককে তলব

স্টকহোম ঃ ঈদের দিনে স্টকহোমের সেন্ট্রাল মসজিদের সামনে ইরাকের এক ব্যক্তি পবিত্র কোরআন পুড়িয়ে দেন। মুসলিম অধ্যুষিত অনেক দেশই ঘটনার নিন্দা জানিয়ে জড়িত ব্যক্তির শাস্তি দাবি করেছে। কূটনীতিকে ডেকে নিয়ে একই দাবি জানালো সৌদি সরকার। সৌদি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বৃহস্পতিবার জানায়, রিয়াদ একটি প্রতিবাদী বিবৃতি জারি করেছে। সেখানে সুইডিশ কর্তৃপক্ষকে এই অবমাননাকর কাজ বন্ধ করার জন্য দ্রুত এবং প্রযোজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য বলা হয়েছে। সৌদি আরবের আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বী ইরানও তেহরানে নিযুক্ত সুইডেনের রাষ্ট্রদূতকে ইতিমধ্যে তলব করেছে। ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, তারা বিশ্বজুড়ে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের অনুভূতিতে আঘাত করার জন্য সুইডিশ সরকারকে সম্পূর্ণরূপে দায়ী মনে করছে। অন্যান্য মুসলিমসংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ এবং সংস্থাও বিক্ষোভ কোরআন অবমাননার জন্য সুইডেনের তীব্র সমালোচনা করেছে। গত মাসে এক ইরাকি শরণার্থীকে কোরআনের একটি কপি পোড়াতে দেখা যায়। তিনি নিজেকে নাস্তিক বলে দাবি করেছিলেন। বৃহস্পতিবার ইরাক সুইডিশ রাষ্ট্রদূতকে বহিষ্কার করেছে।সেদিন বাগদাদে সুইডিশ দূতাবাসে বিক্ষোভকারীরা হামলা চালায়। শুক্রবার সুইডেন ঘোষণা করে, তারা সাময়িকভাবে ইরাক দূতাবাস স্টকহোমে সরিয়ে নিচ্ছে। অর্গানাইজেশন অফ ইসলামিক কোঅপারেশন বলেছে, স্টকহোমে উসকানিমূলক হামলা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা বলে গণ্য হতে পারে না। এর আগে চলতি বছরের শুরুতে অতিডানপন্থি ডেনিশসুইডিশ রাজনীতিবিদ রাসমুস পালুদানও স্টকহোমে প্রকাশ্যে কোরআনের একটি কপিতে আগুন লাগিয়ে দেন। শুক্রবার সুইডিশ সম্প্রচারকারী এসভিটি জানিয়েছে, প্রকাশ্যে ধর্মীয় অনুভূতি অবমাননার জন্য পালুদানের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে তুরস্ক। সুইডেনের রাজধানীরতুর্কি দূতাবাসের বাইরে কোরআন পোড়ানোর ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে আরো নয়জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে।

সম্পাদকীয়

ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে যেভাবে সফল হয়েছে কলকাতা

২০১০ সাল থেকে এডিশ মশা নিধন ও বিস্তার রোধে আটঘাট বেঁধে নামে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন। উৎপত্তিস্থলে মশা নিধনে তারা বেশি জোর দেয়। জনগণকে সম্পৃক্ত করে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে মশা নিয়ন্ত্রণ কমিটি করে। রঙ্গব্যঙ্গের জন্য পরিচিত কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের একটি ছড়া আছে, 'রাতে মশা দিনে মাছি, এই নিয়ে কলকাতায় আছি।' ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর কবি। অথচ সেই মশা এখন শুধু কলকাতায়ই নয়, সারা বিশ্বের বড় বড় শহরে বড় এক আতঙ্কের নাম। এই ভীতির কারণ এডিস মশাবাহিত ডেঙ্গু (আরএনএ) ভাইরাস। কলকাতায় ডেঙ্গুর ইতিহাস প্রায় সাত দশকের পুরোনো। তবে এই ভীতি কলকাতা এখন অনেকটাই কাটিয়ে উঠেছে। কীভাবে তারা ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ করেছে, সেটাই এখন জনস্বাস্থ্যবিদদের আগ্রহের বিষয়। ঢাকা ও কলকাতা সড়কপথে দুই শহরের দূরত্ব কমবেশি ৩২৫ কিলোমিটার। জনসংখ্যার আধিক্য, নগরায়ণ, ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যদুই শহরেই প্রায় অভিন্ন। দুই শহরে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাবের ইতিহাসও কাছাকাছি সময়ে। কলকাতায় ডেঙ্গু মহামারি আকারে দেখা দিয়েছিল ১৯৬৩ সালে। ওই সময় ডেঙ্গুতে প্রায় ২০০ মানুষ প্রাণ হারান। আর ঢাকায় প্রাদুর্ভাব ১৯৬৫ সালে। তখন ঢাকায় ডেঙ্গু জ্বরকে 'ঢাকা ফিভার' বলা হতো। কলকাতার মতো ঢাকায়ও গত শতকের নব্বইয়ের দশকের শেষ দিকে ডেঙ্গু বাড়তে শুরু করে। চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে ঢাকা ও দেশের অন্যান্য এলাকায় যত ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন বা মারা গেছেন, দেশের ইতিহাসে তা সর্বোচ্চ। গত বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সারা দেশে ২৭ হাজার ৫৪৭ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। মোট মারা গেছেন ১৪৬ জন। চলতি বছর ডেঙ্গু পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হতে পারে বলে আশঙ্কা জনস্বাস্থ্যবিদদের। অন্যদিকে কলকাতায় চলতি বছরে এ পর্যন্ত ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন ২৬০ জন, মৃত্যু হয়েছে ১ জনের। ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে কলকাতার সাফল্যের কারণ কী, কী ব্যবস্থা নিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলো এসব নিয়ে প্রথম আলো কলকাতা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ ও চিফ ভেক্টর কন্ট্রোল কর্মকর্তা দেবাশীষ বিশ্বাসের সঙ্গে কথা বলেছে। কলকাতায় ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণের প্রসঙ্গ এলে এই দুজনের নাম সবার আগে আসে। ফগার মেশিন দিয়ে মশা না তাড়িয়ে উৎপত্তিস্থলেই মশাকে ধ্বংস ও বংশবিস্তার রোধ শুরু থেকেই এই লক্ষ্য নিয়ে এগিয়েছে কলকাতা। ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ ১৯৮৫ সাল থেকে মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের ওয়ার্ড কাউন্সিলর। তিনি বলছিলেন, 'ফগার দিয়ে মশা তাড়ালে এক পাড়ার মশা আরেক পাড়ায় যায়। কাজের কাজ কিছুই হয় না। আমরা তাই উৎপত্তিস্থলে মশা নির্মূলের লক্ষ্য ঠিক করি। ডেঙ্গুর ক্ষেত্রে এ ছাড়া উপায় নেই।' কলকাতায় ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে তিন স্তরের পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। ২০১০ সালের দিকে এসব কাজের শুরু হয়। এ ছাড়া ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে গবেষণাগার গড়ে তোলা হয়। এর নেতৃত্বে ছিলেন দেবাশীষ বিশ্বাস। দেবাশীষ বলছিলেন, 'ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে আমি একটি গবেষণাগারের প্রস্তাব করি। ডেঙ্গুর চরিত্র বোঝা না গেলে একে নির্মূল করা যাবে না। ২০১১ সালে মাত্র চার লাখ টাকায় সেই গবেষণাগার তৈরি করা হয়েছিল। আমাদের বেশি কিছু করার দরকার ছিল না। গবেষণাগারে কেবল দেখা হতো, লার্ভা থেকে কীভাবে মশা বেড়ে উঠছে। মশককর্মীদেরও এটা দেখানো হতো। তিন হাজার মাঠকর্মীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। চোখের সামনে তাঁদের মশার চরিত্র দেখানো হয়েছিল।' কলকাতা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন মোট ১৬টি বরো (প্রশাসনিক অঞ্চল) এবং ১৪৪টি ওয়ার্ড রয়েছে। প্রতিটি বরোতে ৭ থেকে ১২টি করে ওয়ার্ড আছে। প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি করে মশা নিয়ন্ত্রণ কমিটি আছে। এতে ওয়ার্ড কাউন্সিলর, চিকিৎসক ও স্থানীয় ব্যক্তিরা আছেন। আছেন ৬ থেকে ১৫ জন মশককর্মী। প্রত্যেক কর্মীর মশা নিয়ন্ত্রণের প্রশিক্ষণ আছে। এসব ওয়ার্ড কমিটির কাছে এলাকার সম্ভাব্য ডেঙ্গুর উৎসস্থলের তালিকা আছে। কলকাতায় প্রতিবছর ১০০ দিনের কর্মসূচি আছে। এসব কর্মসূচিতে যুক্ত ব্যক্তিরা ওয়ার্ড পর্যায়ে মশককর্মী হিসেবে কাজ করেন। জানুয়ারি থেকে জুন এই ছয় মাসে তাঁরা সার্বক্ষণিক নজরদারি করেন। জুলাইয়ে মশার প্রাদুর্ভাবের মৌসুমে নজরদারি আরও বেড়ে যায়। মশা নিয়ন্ত্রণ কমিটির পাশাপাশি প্রতি ওয়ার্ডে আছে স্বাস্থ্যকেন্দ্র। এসব কেন্দ্রে শুধু ডেঙ্গু রোগের চিকিৎসায় মোট ২৫০ চিকিৎসক আছেন। পরীক্ষায় কারও ডেঙ্গু ধরা পড়লে সেই তথ্য নির্দিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর, ডেপুটি মেয়র, সিটির প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ও প্রধান ভেক্টর কন্ট্রোল কর্মকর্তার মুঠোফোনে চলে যায়।

'সেনা ছিলাম, তবুও স্ত্রীকে নগ্ন করে রাস্তায় ঘোরানো ঠেকাতে পারলাম না'

অমিতাভ ভট্টশালী
প্রাবন্ধিক

ভারতের মনিপুর রাজ্যের যে দুই নারীকে নগ্ন করে রাস্তায় ঘোরানোর ভিডিও নিয়ে সারা দেশ উত্তাল হয়ে উঠেছে, তাদেরই একজনের স্বামী শুক্রবার আক্ষেপ করে বলেছেন তিনি ভারতের সেনাবাহিনীতে ছিলেন, কার্গিল যুদ্ধ করেছেন, অথচ স্ত্রীর সম্ভ্রম রক্ষা করতে পারলেন না। ওই ঘটনায় জড়িত অভিযোগে চার জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে মনিপুর পুলিশ জানিয়েছে, আর মূল অভিযুক্তের বাড়ি বৃহস্পতিবার রাতে ভাঙচুর করে জ্বালিয়ে দিয়েছেন স্থানীয় নারীরা।

যে প্রাচীন নারী সংগঠনটির সদস্যরা মূল অভিযুক্তের বাড়ি ভাঙচুর করে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছেন, সেই 'মেইরা পেইবেই' ওই দুই নারীকে নগ্ন করে রাস্তায় হাঁটানো এবং তার ভিডিও করার গোটা ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে।

'মেইরা পেইবেই' শব্দের অর্থ যে নারীরা মশাল হাতে সামাজিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। ঘটনাচক্রে যাদের নিগ্রহ করা হয়েছে, তারা কুকি সম্প্রদায়ের মানুষ, আর অভিযুক্তরা মেইতেই সম্প্রদায়ভুক্ত।

আবার যে নারীরা ওই অভিযুক্তের ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছেন, তারাও মেইতেই।

অভিযুক্তদের ফাঁসির দাবীও তুলেছে অতি শক্তিশালী ও সামাজিক আন্দোলনগুলির সামনের সারিতে থাকা মনিপুরের নারী সমাজ। তারা বলছেন মনিপুরী সমাজে যে নারীদের এত শ্রদ্ধা করা হয়, মায়ের সম্মান দেওয়া হয়, সেই নারীজাতি, হলেনই বা তারা কুকি সম্প্রদায়ের মানুষ, তাদের সঙ্গে কীভাবে এই ঘটনা ঘটাতে পারল অভিযুক্তরা?

সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওটিতে যে দুই নারীকে নগ্ন করে হাঁটতে বাধ্য করা হচ্ছে বলে দেখা গেছে, তাদের একজনের বয়স ৪০এর ওপরে, অন্যজন ২০-২৩ বছর বয়সী।

যার বয়স ৪০এর ওপরে, তারই স্বামী শুক্রবার কথা বলেছেন সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে। তিনি সেনাবাহিনীর আসাম রেজিমেন্টের সুবেদার ছিলেন।

তিনি বলেন, আমি কার্গিল যুদ্ধ দেখেছি, ভারতীয় শান্তিবাহিনীর হয়ে শ্রীলঙ্কাতেও ছিলাম। আমি দেশ রক্ষার কাজ করেছি, অথচ অবসর নেওয়ার পরে নিজের স্ত্রী এবং গ্রামের আরেক নারীকে রক্ষা করতে পারলাম না।

ওই অবসরপ্রাপ্ত সেনা অফিসারের কথায়, চৌঠা মে সকালে জনতা এসে এলাকার বেশ কিছু ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়, দুজন নারীকে বিবস্ত্র করে দেওয়া হয় আর গ্রামের রাস্তায় হাঁটতে বাধ্য করা হয়। সেখানে পুলিশ হাজির ছিল, কিন্তু তারা কিচ্ছু করে নি। পুলিশের বিরুদ্ধে ঘটনা চলাকালীন কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ার অভিযোগ যেমন আছে, তেমনই থানায় একাধিকবার অভিযোগ দায়ের করা সত্ত্বেও অভিযুক্তদের গত তিনমাস গ্রেপ্তার করা হয় নি কেন, সেই প্রশ্নও তুলছেন মানবাধিকার কর্মীরা।

ইম্ফলের মানবাধিকার কর্মী কে. অনিল বলছিলেন, এফআইআর বেশ কিছুদিন পরে দায়ের করেছে নিগৃহীতা ঠিকই, অনেক সময়েই এধরনের ঘটনায় অভিযোগ দায়ের করতে পরিবার একটু সময় নেয়।কিন্তু পুলিশ অভিযোগ পাওয়ার পরেও তিনমাস কিছু করল না এটাই আশ্চর্যের।

আবার দেখুন ঠিক যেদিন সংসদের অধিবেশন শুরু হবে, তার আগের দিনই ভাইরাল হয়ে গেল, আবার তিনমাস প্রধানমন্ত্রী চুপ করে থাকলেন, একটা শব্দও উচ্চারণ করলেন না, আর এই ঘটনাটা নিয়েই তিনি সংসদ ভবনের বাইরে দাঁড়িয়ে মন্তব্য করলেন! এটা কি নিতান্তই সংযোগ? এই প্রশ্ন কিন্তু আমাদের রাজ্যের মানুষের মনে ঘুরছে, বলছিলেন মানবাধিকার কর্মী কে অনিল। মনিপুরে সবসময়েই নারীরাই প্রতিবাদের মুখ হয়ে থেকেছেন। সামরিক বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন বা আফস্পার বিরুদ্ধে যেমন ইরম শর্মিলা ছানু ১৬ বছর ধরে অনশন করেছেন, তেমনই ২০০৪ সালে থাঙজাম মনোরমা নামে এক নারীকে আসাম রাইফেলস তুলে নিয়ে গিয়ে হত্যা করার ঘটনার বিরুদ্ধে ওই বাহিনীর সদর দপ্তর কাংলা ফোর্টের সামনে নগ্ন হয়ে প্রতিবাদ করেছিলেন ১২ জন নারী।

তাদের সামনে ব্যানার ধরা ছিল, 'ভারতীয় সেনা, এসো আমাদের ধর্ষণ কর।'

ওই প্রতিবাদের ছবি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল।

সেদিন সেনা বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নেমেছিলেন যে নারীরা, তাদের বেশিরভাগই প্রয়াত।

ওই প্রতিবাদীদের একজন ছিলেন লাইশ্রাম জ্ঞানেশ্বরী দেবী।

মিসেস জ্ঞানেশ্বরী দেবী বলছিলেন, আমরা তো সেদিন নগ্ন হয়ে প্রতিবাদ করেছিলাম নারীদের ওপরে অত্যাচারের বিরুদ্ধে, তাদের সম্ভ্রম রক্ষা করতে। আজ এই ৭৩বছর বয়সে এসে আমাকে দেখতে হচ্ছে যে দুজন নারীকে এই মনিপুরেই প্রকাশ্যে নগ্ন করে হাঁটানো হচ্ছে, তাদের ওপরে অত্যাচার করা হচ্ছে!

হতে পারে তারা কুকি, কিন্তু তারা তো নারী। কেন এ ঘটনা হল? অভিযুক্তদের চরম শাস্তি দেওয়া হোক, ওদের ফাঁসি দেওয়া হোক, বলছিলেন জ্ঞানেশ্বরী দেবী।

তার কাছে জানতে চেয়েছিলাম মনিপুরের অতি শক্তিশালী নারী সমাজ কেন ঘটনার পরে দীর্ঘ তিন মাস চুপ করে থাকল, কেন তারা প্রতিবাদ জানাল না?

মিসেস জ্ঞানেশ্বরী দেবী বলছিলেন, আমরা তো কেউ জানতামই না এত বীভৎস ঘটনা হয়েছে। আমার মনে হয় না যদি আগে জানা যেত ঘটনাটা তাহলে মনিপুরের নারীর চুপ করে থাকত।যখনই জানা গেছে কে মূল অভিযুক্ত, তার ঘরবাড়ি তো ভেঙ্গে জ্বালিয়ে দিয়েছে মনিপুরী নারীরাই।

তারা না হয় জানতে পারেন নি ঘটনার কথা, কিন্তু জাতীয় মহিলা কমিশনের কাছে এই ঘটনাটি সহ নারী নিগ্রহ এবং যৌন হেনস্থার ছয়টি ঘটনার উল্লেখ করে অভিযোগ জানানো হয়েছিল বলে সংবাদ পোর্টাল নিউজলন্ড্রি জানিয়েছে।

অনলাইন পত্রিকাটি লিখেছে, নর্থ আমেরিকান মনিপুর ট্রাইবাল অ্যাসোসিয়েশন জাতীয় মহিলা কমিশনের কাছে ইমেইল মারফত অভিযোগ করেছিল ১২ই জুন। নিগৃহীতাদের সঙ্গে কথা বলে বিস্তারিত জেনে তারা মহিলা কমিশনে অভিযোগ করেছিল।

কিন্তু কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি।

যদিও জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন রেখা শর্মা বলছেন তারা অভিযোগটি পেয়েছিলেন এবং মনিপুর পুলিশের কাছে চারবার চিঠি পাঠিয়েছিলেন। কোনও চিঠিরই উত্তর আসে নি বলে জানিয়েছেন মিজ শর্মা।

সাময়িকী

ন্যাটো-ইউক্রেন ঐক্যে ভাঙন, কিন্তু পুতিনের আশা পূরণ হচ্ছে না

ফয়সল আল ইয়াফি
কলামিস্ট

বহুপ্রত্যাশিত ভাঙনের শুরুটা দৃশ্যমান হতে শুরু করেছে। ন্যাটোর ভিলনিয়াস সম্মেলনে সদস্যদেশগুলোর সঙ্গে ইউক্রেনের ঠোকাঠুকি বেশ পরিষ্কারভাবেই দৃশ্যমান হয়েছে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ন্যাটোতে ইউক্রেনের যুক্ত হওয়ার ব্যাপারে সময়সীমা নির্ধারণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন জোটটির নেতারা। এ পরিস্থিতিকে তিনি 'উদ্ভট' বলেছেন। ইউক্রেনকে সবচেয়ে বেশি সমর্থন দিচ্ছে এমন দুটি দেশের দিক থেকেই প্রকাশ্য প্রতিক্রিয়া এসেছে। এটা বিরল ঘটনা। প্রথমে ব্রিটেনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী বেন ওয়ালেস বলেন, 'মানুষ সামান্য কৃতজ্ঞতার প্রকাশটা দেখতে চায়।' তিনি আরও বলেন, একটা অস্ত্র দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা অস্ত্র চাওয়া ইউক্রেনীয় নেতাদের স্বভাবে পরিণত হয়েছে। এরপর যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার কথাতেও বেন ওয়ালেসের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি শোনা গেছে। তিনি বলেন, 'আমেরিকার মানুষেরা কৃতজ্ঞতা প্রত্যাশা করে।'

এ প্রতিক্রিয়ায় ভলোদিমির জেলেনস্কি স্পষ্টতই ধাক্কা খান এবং বিস্মিত হন। সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ইউক্রেন কৃতজ্ঞ। এক বছরের বেশি সময়ের রক্তক্ষয়ী ও ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের পর এটা মোটেও কম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নয়। ইউক্রেনে রাশিয়ানদের আগ্রাসনের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অপরিমেয়। প্রথম ও সর্বাগ্রে ক্ষতিটা হয়েছে ইউক্রেনের। কিন্তু সারা বিশ্বে কোটি কোটি মানুষ যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ন্যাটোর সদস্যদেশগুলো ইউক্রেনকে অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা করেছে। এ যুদ্ধের কারণে তাদের মূল্যস্ফীতি ও জীবনযাত্রার ব্যয় অনেকটাই বেড়েছে। ন্যাটোর সদস্যদেশগুলোর সামনে প্রশ্ন হলো, ইউক্রেনকে যে পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ দিচ্ছে, তাতে নিজেদের প্রতিরক্ষার জন্য তাদের যথেষ্ট অস্ত্র থাকবে কি না অথবা ইউক্রেন যখন যা চাইবে, তখন তাদের সেটা দিতে হবে কি না। এ প্রশ্নে এবারের সম্মেলনে উদ্বেগ ও চাপ ছড়িয়ে পড়েছিল। পশ্চিমা সামরিক জোট ও ইউক্রেনের সম্পর্কের এই ফাটলের ব্যাপার অনেক আগে থেকেই ধারণা করা গিয়েছিল। রাশিয়াও দীর্ঘদিন ধরে এর জন্য ক্ষণগণনা করে এসেছে। কিন্তু মস্কো যেমন আশা করেছিল, তত বড় ভাঙন এটা নয়। প্রকৃতপক্ষে জোটের সম্প্রসারণ ও নতুনভাবে সজ্জিতকরণের প্রশ্নে ন্যাটোর মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে। আগ্রাসন শুরুর দিকে এ ধারণা ছড়িয়ে পড়েছিল যে যুদ্ধ যত দীর্ঘায়িত হবে, ততই সেটা রাশিয়ার পক্ষে যাবে। পশ্চিমা দেশগুলো শুরুতে যে সমর্থন নিয়েই এগিয়ে আসুক না কেন, সময় যত গড়িয়েছে, ততই তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এ কারণে দিন যত গড়াচ্ছে, যুদ্ধের ব্যয় মেটাতে গিয়ে যে অর্থ ব্যয় হচ্ছে, জনগণের সামনে তার ন্যায্যতা ব্যাখ্যা করা তাদের জন্য কঠিন হচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে বড় পরিসর থেকে দেখতে গেলে বলা যায়, যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হওয়ায় সেটা রাশিয়ার পক্ষে যাচ্ছে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ পশ্চিমের অনেক অংশে মূল্যস্ফীতি এবং একই ধরনের অর্থনৈতিক সংকট ডেকে এনেছে। দক্ষিণ বিশ্বে এ প্রভাব আরও বেশি করে উচ্চারিত হচ্ছে। জরিপ বলছে, ইউরোপের মানুষেরা যুদ্ধ এবং এর অর্থনৈতিক প্রভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন। কিন্তু যতটা প্রত্যাশা করা হয়েছিল, ততটা ক্লান্ত তাঁরা নন। প্রত্যাশামাফিক পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হচ্ছিল ন্যাটো। কিন্তু ভিলনিয়াস সম্মেলনে সে অবস্থার পরিবর্তন শুরু হলো। এই প্রথম ন্যাটোর সদস্যদেশগুলো ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য নতুন একটি সমন্বিত পরিকল্পনার ব্যাপারে সম্মত হয়েছে। হাজার হাজার পৃষ্ঠার এই শ্রেণিকৃত নথি স্বাভাবিকভাবেই গোপনীয়, কিন্তু প্রতিবেদন থেকে এই ইঙ্গিত মিলছে যে সেনা নিয়োগ, নতুন অস্ত্র ও বিনিয়োগের মতো বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এ পরিকল্পনায়। অন্যভাবে বলা যায়, অবশেষে ন্যাটো তার সদস্যদেশগুলোকে এটা বলতে পারছে যে নিরাপত্তা ও সামরিক খাতে তাদের কতটা ও কী কী খাতে ব্যয় করতে হবে। ন্যাটোকে নতুনভাবে সজ্জিতকরণ যেমন বাস্তব, তেমন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। ন্যাটো এখন নতুন সামরিক মতবাদে নিজেকে সজ্জিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সামগ্রিকভাবে ইউরোপ মহাদেশের জন্য দীর্ঘস্থায়ী ও দাঁতভাঙা জবাব দিতে সক্ষম স্থল ও আকাশযুদ্ধের প্রস্তুতির ওপর জোর দিচ্ছে ন্যাটো। ইরাক কিংবা আফগানিস্তানের মতো একটি এলাকায় সীমাবদ্ধ যুদ্ধের পুরোপুরি বিপরীত এ অবস্থান। এর মানে, পুরো ইউরোপ মহাদেশের জন্য ন্যাটোর নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দেখা গেল। ন্যাটোর সদস্যদেশগুলোর ক্ষেত্রে এ দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক দিক হলো, তারা পরিষ্কার করে বুঝতে পারছে যে তাদের কাজটি এগিয়ে নিতে হবে।

'বিউটি পার্লারগুলো ছিল আফগান নারীদের দুঃখ ভোলার জায়গা'

তোরপেকাই ঘারানি

তালেবানের আদেশে সোমবার ২৪শে জুলাই আফগানিস্তানের সব বিউটি পার্লার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তালেবান-শাসিত আফগানিস্তানের নারীদের জন্য এসব বিউটি পার্লার শুধুই রূপচর্চার জায়গা ছিল না - ছিল তার চাইতে অনেক বেশি কিছু। তাই আগামী দিনগুলোতে এগুলোর অভাব তীব্রভাবে বোধ করবেন তারা। এ রিপোর্টে বিবিসির সংবাদদাতার সাথে কথা বলেছেন তিনজন আফগান নারী, বর্ণনা করেছেন এই বিউটি পার্লারগুলোর বন্ধ হয়ে যাওয়া তাদের জীবনে কী প্রভাব ফেলবে এবং কীসের অভাব তারা সবচেয়ে বেশি অনুভব করবেন।

আমার একা বাড়ির বাইরে যাবার অনুমতি ছিল না, কিন্তু আমি আমার স্বামীকে বোঝাতে পেরেছিলাম। ফলে বছরে দু-তিনবার আমাকে বিউটি সালোঁ বা পার্লারে যেতে দেয়া হতো।

আফগানিস্তানের মত নিপীড়িত এবং গভীরভাবে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে ২৩বছরের জারমিনার জন্য বিউটি পার্লারে যাওয়া, এবং রূপচর্চাবিদদের সাথে খোশগল্প করাটা তাকে মানসিকভাবে চাঙ্গা রাখতো, তাদের একটা স্বাধীনতার স্বাদ এনে দিতো।

তার বিয়ে হয়েছিল ১৬ বছর বয়সে। এর মধ্যে জারমিনা হাইস্কুলের পড়া শেষ করতে পেরেছিলেন, কিন্তু তার স্বামীর পরিবার তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার অনুমতি দেয়নি। তার দিন কাটতো কবে বিউটি পার্লারে যেতে পারবেন - তারই অপেক্ষায়।

আর এখন তালেবান দেশটির সব বিউটি পার্লার বন্ধ করে দেবার আদেশ দিয়েছে আগামী ২৪শে জুলাই থেকে।

এক মাস আগে জারমিনা শেষবার বিউটি পার্লারে গিয়েছিলেন - তার চুলে গাঢ় বাদামী রঙ করাতে। সেসময়ই তালেবানের ওই মর্মান্তিক আদেশটি আসে।

পার্লারের মালিক স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। কারণ তার রোজগারেই তার পরিবার চলছিল - বলেন দুই সন্তানের মা জারমিনা।

সারা আফগানিস্তান জুড়ে বিউটি পার্লারগুলোতে কাজ করেন আনুমানিক ৬০,০০০ নারী।

যখন আমার ভ্রূ প্লাক করা হচ্ছিল তখন আমি আয়নার দিকে তাকাতে পারছিলাম না। সবাই কাঁদছিল। কেউ কোন কথা বলছিল না।

জারমিনা ওই পার্লারে যেতেন তারই পাড়ার আরেক মহিলার সাথে। পার্লারের কর্মীদের একজনের সাথে তার গভীর বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল।

আগে সেখানে মহিলারা নিজেদের মধ্যে কথা বলতেন - কীভাবে তাদের স্বামীদের ওপর প্রভাব খাটানো যায়। কেউ কেউ খোলাখুলিভাবেই বলতেন তাদের নিরাপত্তাহীনতা বোধ করার কথা।

কিন্তু ২০২১ সালের আগস্ট মাসে তালেবান ক্ষমতা দখল করার পর তাদের আলাপে জায়গা পেতে থাকে অর্থনৈতিক সংকটের কথা। তখন মহিলারা কথা বলতেন কেবল বেকারত্ব, বৈষম্য আর দারিদ্র্য নিয়ে।

জারমিনা থাকেন দক্ষিণ আফগানিস্তানের কান্দাহার শহরে। তালেবানের রক্ষণশীলতার দুর্গ হচ্ছে এই শহর এবং এখানেই তাদের সর্বোচ্চ নেতা বাস করেন।

তিনি বলছেন, মেয়েদেরকে মেক-আপ নেয়া বা রূপচর্চাবিদদের কাছে যেতে নিষেধ করা এখানকার পুরুষদের জন্য খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। এখানে বেশির ভাগ নারীই বাইরে গেলে বোরকা বা হিজাব পরে। আমরা একে আমাদের সংস্কৃতির অংশ হিসেবে মেনে নিয়েছি। জারমিনার স্বামী ভালো বেতনের চাকরি করতেন কিন্তু দু'বছর আগে সে চাকরি হারানোর পর তিনি অন্য শহরে কাজ খুঁজছেন। জারমিনা ঘরে কিছু শিশুকে পড়ান এবং এতে তার নিজের কিছু উপার্জন হয়।

জুন মাসের সেই দিনটিতে - যখন বিউটি পার্লার থেকে জারমিনা বাড়ি ফিরছেন, তখন তিনি বার বার পেছন ফিরে তাকাচ্ছিলেন।

তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তিনি কী হারাচ্ছেন। ওই পার্লারটিকে কেন্দ্র করেই ছিল তার নিজের ছোট এক টুকরো স্বাধীনতা।

পার্লারে রূপচর্চার খরচ আমি নিজেই দিতাম। এটা আমাকে শক্তি ও ক্ষমতা দিতো। আমার টাকা আছে কিন্তু তা আমি বিউটি সালোঁতে নিজের জন্য খরচ করতে পারি না - এতে আমার নিজেকে দরিদ্র মনে হয়।

মদিনা থাকেন কাবুলে, তার বয়স ২২। তিনি বাড়িতে বসেই রূপচর্চা ক্ষেত্রে সবশেষ ট্রেন্ডগুলোর ওপর খবর রাখেন।

আমার পরিচিত সব নারীই চায় তাদের স্টাইলকে আরো উন্নত করতে। আমি সবশেষ ফ্যাশন পছন্দ করি, মেকআপ করতে ভালোবাসি। তিনি বলেন, তার এই বিউটি পার্লারে যাওয়া তার বিবাহিত জীবনকে সতেজ রাখে। আমার স্বামী খুবই পছন্দ করেন আমার চুলকে বিভিন্ন স্টাইলে কাটা বা নানা রঙে রং করা দেখতে। মদিনা গর্ব করে বলেন, তার স্বামীই সবসময় তাকে বিউটি পার্লারে নিয়ে যান এবং ধৈর্য ধরে দরজার বাইরে অপেক্ষা করেন।

যখন আমি নতুন চেহারা নিয়ে বেরোই, তিনি তার প্রশংসা করেন এবং তখন আমার খুব ভালো লাগে।

মদিনার উচ্চাশা ছিল যে তিনি একদিন আইনজীবী হবেন। কিন্তু তালেবান মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে।

অনেক পদেই মেয়েদের কাজ করা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে তাই মদিনা এখন চাকরিও পাচ্ছেন না। বাড়ির বাইরে বেরুলে মদিনা একটি ওড়না দিয়ে তার মাথা ঢেকে রাখেন। তার চুলে যে রঙ করা হয়েছে তা শুধু তার স্বামী এবং পরিবারের নারী সদস্যরাই দেখতে পান। তার মনে আছে - তালেবান ক্ষমতায় আসার আগের সময়ের কথা, যখন আফগান মেয়েদের অনেক বেশি স্বাধীনতা ছিল।

ছোটবেলায় তার মা যখন বিউটি পার্লারে যেতেন তখন শিশু মদিনাও সঙ্গে যেতেন। তার স্পষ্ট মনে আছে মহিলারা সেখানে কত খোলাখুলিভাবে তাদের জীবনের নানা গল্প বিনিময় করতেন।

পার্লারের নারী কর্মচারীরা এখন আর জিন্স বা স্কার্ট পরে না, সবাই এখন হিজাব পরে। আর সবখানেই একটা অজানা আতংক।

কেউ জানে না কে তালেবান সমর্থক। কেউই রাজনীতি নিয়ে কোন কথা বলতে চায় না।

অতীতে বিয়ের কনে যখন তৈরি হচ্ছে, তখন বরকে তা দেখতে দেয়া হতো।মদিনার মনে আছে কিছু পুরুষ আবার পার্লারের ভেতরে ছবিও তুলতেন। এই সবকিছুই এখন নিষিদ্ধ। তবে মদিনা এখনো তার নিজের বিয়ের দিনের কথা মনে করে আনন্দ পান।

গত বছর আমার বিয়ের আগে আমি বিউটি পার্লারে গিয়েছিলাম, পুরো নববধূর সাজে সেজেছিলাম - বলছেন তিনি আমি যখন আয়নায় নিজেকে দেখলাম খুবই সুন্দর লাগছিল। আমি যেন অন্য কেউ হয়ে গেছিলাম। আমার সেই আনন্দের অনুভূতি আমি বর্ণনা করতে পারবো না।

উত্তর-পশ্চিমের শহর মাজার-ই-শরিফের বাসিন্দা সোমাইয়ার বয়স ২৭ বছর। তিনি মনে করেন, বিউটি পার্লারের প্রয়োজন আছে।

জানা অজানা

আরও ৪০টি দেশ ব্রিকস'এ যোগ দিতে চায়, জানিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা

ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন এবং দক্ষিণ আফ্রিকা দ্রুত উন্নয়নশীল অর্থনীতির এই দেশগুলোর গ্রুপ ব্রিকস। গ্রুপটি নিজেকে পশ্চিমা আধিপত্যশীল বৈশ্বিক ব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে অবস্থান তৈরি করেছে। ব্রিকস কর্মকর্তারা বলছেন, তাদের উদ্দীপনা প্রায় ৪০টি দেশের মধ্যে গ্রুপটিতে যোগদানের আগ্রহের জন্ম দিয়েছে। ব্লকটি আগস্টে একটি শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। বর্তমান ব্রিকস'এর সভাপতি রাষ্ট্র দক্ষিণ আফ্রিকা আগামী মাসে জোহানেসবার্গে তিন দিনের বৈঠকের আয়োজন করেছে এবং বলেছে, আলোচ্যসূচিতে ব্রিকস সম্প্রসারণের বিষয়টি থাকবে। ব্রিকস'এ যোগ দিতে চাইছে এমন দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে আর্জেন্টিনা, ইরান, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত। দক্ষিণ আফ্রিকার ব্রিকস রাষ্ট্রদূত অনিল সুকলাল সাংবাদিকদেরকে বলেন, এটিতে সংগঠনের প্রতি বিশ্বব্যাপী দক্ষিণের দেশগুলোর আস্থার প্রমাণ পাওয়া যায়। সুকলাল বলেন, ব্রিকসকে একটি শক্তিশালী গ্রুপ হিসেবে দেখা হয়। তিনি আরও বলেন, ক্রয় ক্ষমতার সমতা দ্বারা পরিমাপ করে দেখা গেছে এটি বিশ্ব জিডিপির ৩১ দশমিক ৭ শতাংশ উৎপন্ন করে যা কিনা জি সেভেন কে ছাড়িয়ে গেছে। জি সেভেন একটি উন্নত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর ফোরাম। যুক্তরাষ্ট্রও এর সদস্য। কিন্তু বিশ্লেষকরা ২০০৯ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে ব্রিকস কী কী সুনির্দিষ্ট সাফল্য অর্জন করেছে তা নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মূল্যায়ন করে থাকেন। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ব্যতীত সমস্ত ব্রিক্স রাষ্ট্রপ্রধানরা আগামী মাসে সম্মেলনে শারীরিকভাবে উপস্থিত থাকবেন। ইউক্রেনে যুদ্ধাপরাধের জন্য আন্তর্জাতিক আদালতের দ্বারা ওয়ান্টেড হওয়ায় পুতিন দক্ষিণ আফ্রিকা ভ্রমণ করতে পারবেন না।

পাঠকের চিঠি

বউমা ষষ্ঠী নয় কেন!

কথায় আছে বাঙালির বারোমাসে তেরো পার্বন। বাঙালির বিভিন্ন উৎসব ও অনুষ্ঠানে জড়িয়ে আছে বাঙালির আবেগ । বিভিন্ন উৎসবে অনুষ্ঠানে বাঙালি যেমন মেতে ওঠেন তেমনই চলে বিভিন্ন কেনাকাটার পর্ব। বাঙালির উৎসবের মধ্যে জামাই ষষ্ঠী একটি অন্যতম উৎসব যে দিনটির জন্যে প্রতিটি বাড়ির জামাইরা অপেক্ষায় থাকেন। এই বিশেষ দিনে জামাইদের আদর আপ্যায়নে ভরিয়ে দেন শ্বশুরবাড়ির লোকেরা। জামাইয়ের মঙ্গলের জন্যে ঈশ্বরের কাছে চলে প্রার্থনা। চলে উপঢৌকন দেবার পালাও। সবই ঠিক আছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে জামাইদের মঙ্গলে যদি জামাই ষষ্ঠী হতে পারে তবে বউমাদের মঙ্গলের জন্যে বউমা ষষ্ঠী হয়না কেন? প্রশ্নটি থেকেই যাচ্ছে? একটি সংসারের সুখ-সমৃদ্ধিতে বউমাদের অবদান অনেক থাকে। তাহারা পরিবারের মঙ্গলের কথা ভেবে অনেক অবদান রাখেন। এক হাতে সংসার সামলানো থেকে শুরু করে সবেতেই তাদেরও অবদান কম না সেখানে তাহাদের জন্যে একটি বিশেষ দিনের আয়োজন হওয়াটি অস্বাভাবিক কিছুই না! জামাই ষষ্ঠীর দিনে বিভিন্ন গণমাধ্যম ও সোস্যাল সাইটে নজরে আসে বউমা ষষ্ঠীর দাবি জানাচ্ছেন অনেকেই। কোনো কোনো জায়গায় দেখাও যায় বউমাদের মঙ্গলের জন্যে কেউ কেউ পালন করে থাকেন বউমা ষষ্ঠী আর সে খবরটি সোস্যাল সাইটে বেশ সাড়াও ফেলে। আজ সময় বদলেছে। মানুষের মন-মানসিকতা ও রুচিশীলতারও পরিবর্তন হয়েছে। তাই হয়তো বউমা ষষ্ঠী দিনটি বছরের কোনো একটি বিশেষ দিনে পালিত হলে মন্দ হয়না!

শংকর সাহা, দঃদিনাজপুর

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের জন্য অবসরপ্রাপ্ত সরকারি অফিসার নিয়োগ করা হবে বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

মাসে ১০০ ইউনিটের কম বিদ্যুৎ ব্যবহার করা ৫০ লক্ষ গ্রাহককে চারটি করে এলইডি লাইট দেওয়ার সিদ্ধান্ত, অক্টোবর থেকে রাজ্যে এক লিটারের কমের জলের বোতল নিষিদ্ধ

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ দিন প্রতিদিন দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারি কর্মচারীদের নানা তথ্য জনসম্মুখে প্রকাশ হচ্ছে। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকার কঠোর স্থিতি নিলেও একাংশ সরকারি কর্মচারী অবাদ ভাবে দুর্নীতিতে লিপ্ত হতে দেখা যাচ্ছে। এদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত করার ক্ষেত্রেও বিভাগের দৈনন্দিন কাজের চাপের ফলে অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। অবশেষে এক্ষেত্রে উপায় বের করেছে অসম সরকার। এবার দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারি কর্মচারীদের বিভাগীয় তদন্ত চালানোর জন্য অবসরপ্রাপ্ত অফিসারদের নিযুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

তিনি বলেন দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারি কর্মচারীদের হাতেনাতে ধরার বহু উদাহরণ ইতিমধ্যে জনসমক্ষে প্রকাশ পেয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত চলছে। কিন্তু বিভাগের নানা দৈনন্দিন কাজের চাপের ফলে সঠিক সময়ে এই দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অব্যাহত থাকা তদন্ত সময় মত শেষ হচ্ছে না। এক্ষেত্রে বিভাগীয় তদন্ত প্রায় থমকে রয়েছে। ফলে দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারি কর্মচারীদের বিভাগীয় তদন্ত করার জন্য অবসরপ্রাপ্ত সরকারি অফিসারদের নিযোগে করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন যাদের চাকরি কালে কোনো ধরনের দুর্নীতির অভিযোগ নেই সেই অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কিংবা অফিসারদের স্টেট এনকোয়ারি অফিসার হিসেবে পুনরায় নিযুক্তি দেওয়া হবে। প্রতিটি বিভাগের তদন্তের জন্য স্টেট এনকোয়ারি অফিসাররা পাবেন এক লক্ষ টাকা। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে অসময়ের দূর্নীতিগ্রস্ত সরকারি কর্মচারীদের বিভাগীয় তদন্ত শীঘ্রই শেষ করার ক্ষেত্রে কার্যকর হবে বলে মনে করছেন তিনি।

মহানগরের দিশপুর স্থিত অসম সচিবালয় জনতা ভবনে শুক্রবারে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রিসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বৈঠকের পর সেখানে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন কেবিনেট বৈঠকে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের চারটি করে এলইডি লাইট প্রদান করার সিদ্ধান্ত। তিনি জানান মাসে ১০০ ইউনিটের কম বিদ্যুৎ ব্যবহার করা ৫০ লক্ষ গ্রাহককে চারটি করে এলইডি লাইট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে বিদ্যুৎ বিভাগ লাইট গুলো ক্রয় করে গ্রাহকদের বিতরণ করবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন বিদ্যুৎ ক্রয় করা স্থানে বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এপিডিসিএল ব্যাপক লোকসানের সম্মুখীন হচ্ছে। এক্ষেত্রে এই লোকসানের চাপ যাতে গ্রাহকদের উপরে না পড়ে সেটার প্রতি লক্ষ্য রেখে রাজ্য সরকারের বাজেট থেকে এপিডিসিএলকে ২৬৫ কোটি টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সরকার এপিডিসিএলকে আর্থিকভাবে সাহায্য না করলে প্রত্যেক গ্রাহকের উপর প্রতি ইউনিট বাবদ ৫০ পয়সা করে বিদ্যুৎ মাসুল বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন গুয়াহাটি মহানগর সহ রাজ্যের প্রতিটি শহরে নানা নর্দমা সাফ করা কিংবা প্রদর্শন রক্ষার ক্ষেত্রে সরকার অহরহ প্রচেষ্টা করে যাচ্ছে। কিন্তু এক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করছে ছোট ছোট প্লাস্টিকের বোতল। অধিকাংশ লালা নর্দমা এই প্লাস্টিকের বোতলের মাধ্যমে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কিংবা নালার জল সরবরাহে বাধার সৃষ্টি করছে। এই অসুবিধা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য মন্ত্রিসভা এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী অক্টোবরে দুই তারিখ থেকে ১ লিটারের কম জলের বোতলে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। ফলে বর্তমান বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে থাকা এক লিটারের কমের জলের বোতল বিক্রি করে দিতে কিংবা অন্য রাজ্যে পাঠিয়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন আগামী বছর অক্টোবর থেকে ২ লিটারের কমের জলের বোতলের ক্ষেত্রে ও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে। আপাতত শুধুমাত্র জলের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও পরবর্তীকালে বিভিন্ন ফলের রস কিংবা অন্যান্য বোতলের ক্ষেত্রেও চিন্তা ভাবনা করবে সরকার।

তিনি বলেন জলসম্পদ বিভাগের ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভায় নেওয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনসুকিয়া, কামরূপ, গোয়ালপাড়া, ডিব্রুগড় জেলায় ৭৫ কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণ করা হবে। এর জন্য এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক থেকে ২০৯৭ কোটি টাকার ঋণ তথা অনুদান নেওয়ার ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনি বলেন গুয়াহাটি মহানগরে পানীয় জল সরবরাহার ক্ষেত্রে বিশেষ করে সাউথ গুয়াহাটি ওয়াটার সাপ্লাই প্রকল্পের অধীনে মালিগাঁও, পান্ডু, বর্ষাপাড়া, ফাটাশিল আমবাড়ি ইত্যাদি এলাকায় পানীয় জল সরবরাহের জন্য এল এন্ড টি কোম্পানিকে টেন্ডারের মাধ্যমে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য গেমন ইন্ডিয়া ইতিমধ্যে এই প্রকল্পের কাজ অর্ধ সমাপ্ত করে দায়িত্ব থেকে সরে গেছে। তিনি বলেন এই পানীয় জলের প্রকল্পটি জিএমডিএ থেকে নিয়ে জল বোর্ডকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। জিএমডিএ এর অধীনে সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ার তথা অন্যান্য কর্মচারী না থাকার ফলে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। অন্যদিকে বোড়োল্যান্ড এর ক্ষেত্রে বিটিআরকে জন্য ৪০০ কোটি টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেছেন তিনসুকিয়াতে একটি বড়োসা কলাক্ষেত্র নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মরাণ জনগোষ্ঠী দীর্ঘদিন ধরে এক্ষেত্রে দাবি উত্থাপন করছে। বড়োসা সমন্বয় ক্ষেত্রর জন্য তিনসুকিয়ায় ৪৫ বিঘা জমি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এক্ষেত্রে তাদের প্রদান করা বার্ষিক ২৫ কোটি টাকা থেকে প্রকল্পকে কাজ শুরু করতে বলা হয়েছে। পরবর্তীকালে সরকার এই সংক্রান্তে অতিরিক্ত আর্থিক সাহায্য প্রদান করবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন বসুন্ধরা প্রকল্পের অধীনে জমির নানা নাম রাখা হয়েছে। এই ঐতিহাসিক তথা গতানুগতিক জমির নাম গুলোর মাধ্যমে একাংশ মন্ডল কিংবা বিভাগীয় কর্তারা সাধারণ জনতাকে বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টা করেন। ফলে পরবর্তী মন্ত্রিসভার বৈঠকে এক্ষেত্রে এক নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

রাসেলস ভাইপারসহ বহু বিষাক্ত সাপের অ্যান্টিভেনম বাংলাদেশে নেই

ঢাকা ঃ বাংলাদেশে বর্ষাকাল এলেই গ্রামাঞ্চলের মানুষের কাছে আতঙ্কের বিষয় হয়ে ওঠে সাপের দংশন। বিষধর সাপের দংশনে হরহামেশাই মানুষের মৃত্যু হয়। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ২০২২ সালের সমীক্ষায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় চার লাখ মানুষ সাপের কামড়ের শিকার হয়, যার ফলে সাড়ে সাত হাজারেরও বেশি মানুষ মারা যায়। যে কোনো বিষধর সাপ কাটার পর অ্যান্টিভেনম প্রয়োগ জরুরি হয়ে যায়। অন্যথায় রোগীর মৃত্যু ঝুঁকি বেশি। রোগীর শরীরে অ্যান্টিভেনম প্রয়োগ সবচেয়ে জরুরি হলেও বাংলাদেশের হাসপাতালগুলোতে এখনও অত্যাবশ্যকীয় এই ওষুধ পর্যাপ্ত পরিমাণে নেই। অ্যান্টিভেনম বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তালিকায় এসেনশিয়াল ড্রাগ বা অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের তালিকাভুক্ত হলেও বাংলাদেশে সাপের কামড়ের বিষয়টি এখনও অবহেলিত জনস্বাস্থ্য সমস্যা।বিষের বিরুদ্ধে কার্যকর বা বিষ নিষ্ক্রিয় করতে পারে এমন উপাদানকে অ্যান্টিভেনম বলা হয় । প্রতিবছর বর্ষা মৌসুমে অর্থাৎ মে, জুন এবং জুলাই -এই তিন মাস সাপের কামড় এবং তার কারণে মৃত্যুর ঘটনা বেশি দেখা যায়। কেননা অতি বৃষ্টিপাতের কারণে সাপের আবাসস্থল বা গর্তগুলো ডুবে যায়। তখন সেগুলো উঁচু জায়গায়, অনেক সময় মানুষের বসতবাড়ির আশেপাশে বিচরণ করে। তাই একটু অসাবধানে থাকলেই সাপে কাটার ঝুঁকি অনেক বেড়ে যায়। সাপ কামড়ালে একই সাথে নানাধরনের বিষক্রিয়া ঘটতে থাকে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক ও বাংলাদেশ টক্সিকোলজি সোসাইটির সভাপতি এম এ ফয়েজ সাপের দংশন ও এর চিকিৎসা নিয়ে বই লিখেছেন। সেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন, গোখরো সাপের দংশনের গড় ৮ ঘন্টা পর, কেউটে সাপের দংশনের গড় ১৮ ঘণ্টা পর ও চন্দ্রবোড়া সাপের দংশনের গড় ৭২ ঘন্টা বা তিন দিন পর রোগীর মৃত্যু হতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই সময়সীমার মধ্যে অ্যান্টিভেনম প্রযোগে করা জরুরি। সাপের কামড় বা দংশনের পরে, দ্রুত অ্যান্টিভেনম ইনজেকশন দিলে, অ্যান্টিভেনমের অ্যান্টিবডিগুলি বিষকে নিষ্ক্রিয় করে । যার ফলে আক্রান্ত ব্যক্তির জীবন বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বেঁচে যায় । সাপ কামড়ানোর পর একজন রোগীকে ১০টি করে অ্যান্টিভেনম ইনজেকশন দিতে হয়। ১০টি ভায়াল মিলে একটি ডোজ হয়ে থাকে। বিষের পরিমাণ এবং বিষাক্ততার মাত্রা বেশী হলে সাপে কামড়ানো ব্যক্তির উপর এক বা একাধিক ডোজ অ্যান্টিভেনম প্রয়োগ করার প্রযোজেন হতে পারে। বাংলাদেশ টক্সিকোলজি সোসাইটির তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে যে অ্যান্টিভেনম আনা হয়, সেটি মূলত চারটি সাপের বিষের একটি ‘ককটেল’ বা মিশ্রণ, যা কিছু সাপের দংশন নিরাময়ে কাজ করে। বাকি ক্ষেত্রে সেগুলো আংশিক কাজ করে। অনেক সময় সাপের কামড়ের ধরণ দেখে, আবার রক্ত পরীক্ষা করে চিকিৎসকরা বুঝতে পারেন যে এটি বিষাক্ত সাপে কামড়েছে নাকি বিষহীন সাপে কামড়। সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে বাংলাদেশে প্রতিবছর অনেকে বিষধর সাপের কামড় খেয়ে মারা যান শুধুমাত্র সঠিক সময়ে চিকিৎসা না পাওয়া বিশেষ করে হাসপাতালে পর্যাপ্ত অ্যান্টিভেনম না থাকার কারণে। এ বিষয়ে মি. ফয়েজ জানিয়েছেন, এর বড় কারণ বাংলাদেশে স্থানীয়ভাবে কোনও অ্যান্টিভেনম তৈরি হয় না। দেশে সাপের কামড়ের চিকিৎসায় এখন যেসব অ্যান্টিভেনম প্রয়োগ করা হয় তা ভারত থেকে আসে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা অনুসারে, সাপের কামড়ের রোগীর চিকিৎসার জন্য স্থানীয় সাপ থেকে অ্যান্টিভেনম তৈরি হলে তা সবচেয়ে কার্যকর হয়। অন্য দেশের অ্যান্টিভেনম এই দেশে শতভাগ কার্যকর নাও হতে পারে। কারণ, একেক দেশের সাপের প্রকৃতি একেক রকম। ভারতে যেসব সাপ থেকে বিষ সংগ্রহ করা হয়, সেগুলোর পুরোপুরি বাংলাদেশের সাপের সঙ্গে মেলে না। অথচ বছরের পর বছর ধরে ভারতের অ্যান্টিভেনম দিয়েই বাংলাদেশের সাপের কামড়ের রোগীদের সেবা দেওয়া হচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অ্যান্টিভেনমকে অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ বললেও বাংলাদেশে এখনও নিজেদের সাপের বিষের অ্যান্টিভেনম বানাতে পারাকে ব্যর্থতা বলছেন মি. ফয়েজ। এ ব্যাপারে ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানিগুলোর মুনাফা কেন্দ্রিক চিন্তাভাবনাকে দায়ী করছেন স্বাস্থ্য অধিদফতরের মুখপাত্র রোবেদ আমিন বলেন, বাংলাদেশের ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানিগুলো এতো ওষুধ তৈরি করে, কিন্তু তারা অ্যান্টিভেনম বানায় না। কারণ এখানে লাভ কম। সাপে কাটে গরিব মানুষদের। এখনও অনেকে সাপে কাটার পর রোগীকে আগে ওঝা বা কবিরাজের কাছে যান। সরকারি নিয়মে বাংলাদেশের প্রতিটি জেলার সিভিল সার্জনদের তাদের চাহিদার বিষয়টি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে জানানোর কথা। সেই চাহিদার ভিত্তিতে জেলা সদর হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং সেখান থেকে উপজেলার সরকারি হাসপাতালগুলোয় প্রয়োজন এবং চাহিদা অনুযায়ী অ্যান্টিভেনম সরবরাহ করার কথা। এসব হাসপাতালে সাপে কাটা রোগীদের বিনামূল্যে অ্যান্টিভেনম ইনজেকশন দেয়ার কথা। কিন্তু অভিযোগ রয়েছে, বাংলাদেশে চাহিদার তুলনায় সরকারিভাবে অ্যান্টিভেনমের যথেষ্ট সরবরাহ নেই। যেগুলো আছে সেগুলো মেয়াদোত্তীর্ণ। আবার মেয়াদ সম্পন্ন অ্যান্টিভেনম থাকা সত্ত্বেও অনেক চিকিৎসক দিতে সাহস পান না। বিশেষ করে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের চিকিৎসকরা নিরাপত্তাজনিত কারণে অ্যান্টিভেনম প্রদানে অনেক সময় বিরত থাকেন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অ্যান্টিভেনম প্রযোগের ১০ থেকে ৬০ মিনিট পরে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে, কাশি, চুলকানি, লাল লাল চাক খাওয়া, জ্বর আসা, বুক ধরফর করা, বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া, মাথাব্যথা। এছাড়া মারাত্মক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে রক্তচাপ কমে যাওয়া শ্বাসকষ্ট হওয়া শ্বাসনালী ফুলে যাওয়া। আবার সরকারি হাসপাতালে বিনা মূল্যে অ্যান্টিভেনম না পেয়ে অনেক রোগীকে হাসপাতালের বাইরে থেকে চড়া দামে কিনতে হয়। সরকারিভাবেই সরকার ভারত থেকে ১০ ভায়ালের এক ডোজ অ্যান্টিভেনম ১৪ হাজার টাকায় কেনে। সেটি রোগীরা বাইরে থেকে কিনতে গেলে আরও বেশি দাম পড়ে। যা সাপে কাটা অনেক রোগীর পক্ষেই বহন করা সম্ভব না। অধ্যাপক ফয়েজ বলেন, অ্যান্টিভেনম তৈরির জন্য একটি ফিজিবিলিটি অ্যাসেসমেন্ট করা প্রয়োজন। অর্থাৎ দেশের কোথায় কোথায় কী পরিমাণ অ্যান্টিভেনম লাগবে। কী পরিমাণ তৈরি করতে হবে। এগুলো কিভাবে সরবরাহ করা হবে। তিনি বলেন, বছরে যদি ১০ হাজার রোগী বিষাক্ত সাপে কাটা নিয়ে হাসপাতালে আসে। তাহলে তাদের চিকিৎসায় এক লাখ ভায়ালের প্রয়োজন। এর বেশিও প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু এর অর্ধেকেরও কম পরিমাণ কিনেও সেগুলো ব্যবহার করতে পারেনি হাসপাতালগুলো। স্বাস্থ্য অধিদফতরের পক্ষ থেকে হাসপাতালগুলোর কাছে তথ্য চাওয়া হলেও তারা কোন তথ্য না দেয়ায় সরবরাহ প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হচ্ছে বলে জানান অধিদফতরের মুখপাত্র রোবেদ আমিন। মি. আমিন জানান, তারা জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলোর কাছে গত বছর লিখিতভাবে তাদের অ্যান্টিভেনমের চাহিদার বিষয়টি জানাতে বলেছেন যে কাদের কতোটুকু লাগবে। কিন্তু তাদের কোন সাড়া মেলেনি। সব চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ দেয়া সত্ত্বেও অনেকে এসব রোগী কিভাবে সামলাবেন সেই ভয়ে স্বাস্থ্য অধিদফতরকে চাহিদার কথা জানান না বলে তিনি অভিযোগ করেন। আমরা তাগাদা দিচ্ছি, তদন্ত করছি, তাও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। বলেন তিনি। মি. আমিন বলেনআবার অনেক হাসপাতালে অ্যান্টিভেনম দেয়া হয়েছে। কিন্তু তারা ব্যবহার না করায় মেয়াদ চলে গিয়েছে। সাপে কাটা রোগী গেলে অ্যান্টিভেনম থাকা সত্ত্বেও তারা রোগীদের অন্য হাসপাতালে যেতে বলছে। বাংলাদেশে একটি প্রচলিত ভুল ধারণা আছে যে সাপে কাটলেই মৃত্যু হবে। কিন্তু বাস্তবে বাংলাদেশে প্রায় ৮০টি প্রজাতির সাপ রয়েছে। এর মধ্যে ২৭ প্রজাতির সামুদ্রিক সাপ, বাকিগুলো স্থল সাপ। এসব সাপের অধিকাংশই নির্বিষ। শুধুমাত্র বিষধর সাপের কামড়েই মানুষের মৃত্যু ঝুঁকি থাকে। নির্বিষ সাপের কামড়ে তেমন কোন ঝুঁকি নেই। বাংলাদেশে ছয় থেকে আট প্রজাতির সাপ অত্যন্ত বিষধর বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ টক্সিকোলজি সোসাইটির সভাপতি এম এ ফয়েজ। এই বিষধর সাপগুলো চারটি ধরণের হয়ে থাকে, কোবরা বা গোখরোশঙ্খচূড়, ক্রেইট বা কেউটেবাংগারাস, রাসেলস ভাইপার বা চন্দ্রবোড়াউলুবোড়া এবং গ্রিন ভাইপার বা সবুজ বোড়াগাল টাউয়াপিট ভাইপার। গবেষকরা বলছেন, বর্ষা মৌসুমে সকাল ও সন্ধ্যায় সাপে বেশি ছোবল দেয়। শীতকালে গোখরো সাপের দংশনের ঘটনা ঘটে। মূলত তিনভাবে এসব সাপের বিষ মানবদেহে প্রভাব ফেলে। হেমোটক্সিন রক্তকে সংক্রমণ করে। এতে কাটা জায়গায় রক্ত জমাট বাধে না, ফলে প্রবল রক্তক্ষরণ হয়। মায়োটক্সিন বা মাংসপেশিকে অকার্যকর করে দেয়। এতে মাংসপেশির দ্রুত সংকোচনে গায়ে ব্যথা হতে থাকে এবং অসাড় হয়ে যায়। শ্বাসতন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করে যেসব মাংসপেশি, সেগুলো ঠিকমত কাজ না করায় মানুষের দমবন্ধ হওয়ার অবস্থা হয়। এছাড়া নিউরোটক্সিন মস্তিষ্কের কার্যকারিতা নষ্ট করে দেয়। আবার কোন কোন সাপের বিষে শিরার ভেতর রক্ত জমাট বেধে গিয়ে আক্রান্ত ব্যক্তি প্রাণ হারায়। কখনও বিষক্রিয়া আবার শরীরের অন্যান্য অঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে সেসব অঙ্গ বিকল করে দেয়। আর কিছু কিছু বিষ যেখানে সাপে কেটেছে সেই স্থান ও আশপাশের কোষগুলোকে পুরো মেরে ফেলে। তখন মৃত কোষের কারণে পচে যাওয়া সেই সব প্রত্যঙ্গ কেটে বাদ দিতে হয়। কোন একটা সাপের শরীরে ভিন্ন মাত্রায় কয়েকশ ধরনের বিষের সংমিশ্রণ থাকে। ফলে সেইসব সাপ কামড়ালে একই সাথে নানাধরনের বিষক্রিয়া ঘটতে থাকে। যে কারণে সাপের দংশনের চিকিৎসা খুব সহজ নয় বলে বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন। এক্ষেত্রে সাপের কামড়ের পর প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে রোগীকে সাপে কাটার সাথে সাথে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া এবং সেই হাসপাতালে যদি সংশ্লিষ্ট সাপের বিষের অ্যান্টিভেনম থাকে - তাহলে যত দ্রুত সম্ভব সাপে কামড়ানোর ওষুধ বা অ্যান্টিভেনম প্রযোগে করার পরামর্শ দিয়েছেন মি. ফয়েজ। তাহলেই আক্রান্ত ব্যক্তিকে দ্রুত আশঙ্কামুক্ত এমনকি মৃত্যু ঠেকানো সম্ভব।

আগামী সেপ্টেম্বরে ১৫ দিনের জন্য অসম সরকার গ্রামে থাকবে বলে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের জনস্বার্থ প্রকল্পগুলো সমাজের শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছানোর তথ্য নিশ্চিত করা লক্ষ্য

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ সম্পূর্ণ এক নতুন ধরনের পদক্ষেপ। এক অভিনব প্রচেষ্টা। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের জনস্বার্থ প্রকল্পগুলো সমাজের শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছানোর তথ্য নিশ্চিত করার স্বার্থে এক ভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে অসম সরকার। এই লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে আগামী সেপ্টেম্বরে ১৫ দিনের জন্য অসম সরকার গ্রামে থাকবে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন সরকার সাধারণ মানুষের স্বার্থে বহু প্রকল্প হাতে নিয়েছে। তবে সেটা হিতাদিকারীদের কাছে পৌঁছাচ্ছে কিনা সেটা খতিয়ে দেখার জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন তিনি স্বয়ং রাজ্যের প্রতিজন মন্ত্রী ১৫ দিনের জন্য গ্রামে থাকার পাশাপাশি বিধায়ক এবং সংসদরা ৭ দিনের জন্য এবং ৫০০০ থেকে ৬০০০ সরকারি অফিসার কর্মচারী তিন দিনের জন্য গ্রামে থাকবেন।

গুয়াহাটি মহানগরের দিশপুর স্থিত অসম সচিবালয় জনতা ভবনে শুক্রবারে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রিসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বৈঠকের পর সেখানে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার সাধারণ মানুষের স্বার্থে বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প হাতে নিচ্ছে। সেই অনুযায়ী বিদ্যালয়ে ক্লাসরুমের জন্য কক্ষ, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে লাইটের ব্যবস্থা, ৫০০ এর অধিক জনসংখ্যা থাকা গ্রামে সড়কের ব্যবস্থা, উজালা প্রকল্পের মাধ্যমে গ্যাসের সংযোগ ইত্যাদি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু আদৌ সেটা বাস্তবে কার্যকরী হচ্ছে কিনা জানার উপায় নেই। রাজ্যের গরিব শ্রেণীর একজন ব্যক্তিও যাতে অরুণোদয়, রেশন কার্ড, কৃষক কল্যাণ নিধি, পেনশন ইত্যাদি ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত না হন সেক্ষেত্রে নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন এই বিষয়গুলো খতিয়ে দেখতে সেপ্টেম্বরের ১৫ দিন সম্পূর্ণ অসম সরকার গ্রামে থাকবে। বৃক্ষরোপন কার্যসূচির জন্য এক্ষেত্রে তারিখ নির্ণয় করা যায়নি। তবে এটা এক সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর কিংবা ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে হবে। তবে অনবরতভাবে ১৫ দিন নয় বরং মাঝখানে ব্যবধান থাকবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন তিনি স্বয়ং এবং রাজ্যের মন্ত্রীরা ১৫ দিন গ্রামে থাকবেন। একইভাবে সাংসদ এবং বিধায়করা ৭ দিন গ্রামে থাকবেন। এক্ষেত্রে বিরোধীপক্ষের বিধায়করা চাইলে যোগদান করতে পারবেন। রাজ্যের ৫০০০ থেকে ৬০০০ সরকারি অফিসার এবং কর্মচারীরা তিনদিন করে গ্রামে কাটাবেন। তবে প্রত্যেককে গ্রামের বাসিন্দারা ঠিক করে দেওয়া স্থানে রাত কাটাতে হবে। সরকারি বাংলো কিবা গেস্ট হাউসে থাকা চলবে না। সরকারি গতানুগতিক কাজকর্ম যাতে কোনো ব্যাঘাত না জন্মে সেজন্য সরকারি অফিসারদের শুধুমাত্র তিন দিন থাকতে দেওয়া হবে। সরকারি কর্মচারী বলতে তিনি ইঞ্জিনিয়ার হতে পারেন ডাক্তারও হতে পারেন এসিএস অফিসার হতে পারেন কিংবা শিক্ষকও হতে পারেন। বিশেষ করে যুবক যুবতীদের এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন গ্রামে ১৫ দিন কাটানোর সময় তিনি কিংবা মন্ত্রীরা সরকারি বিদ্যালয় ঘুরে দেখবেন, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে যাবেন, গ্রামের কোন ব্যক্তি অরুণোদয়, রেশন কার্ড ইত্যাদি প্রকল্প থেকে বঞ্চিত রয়েছেন কিনা সেটা খতিয়ে দেখে বাদ পড়ে যাওয়া ব্যক্তির তালিকা সংগ্রহ করবেন। তিনি বলেন ২০১৪ সালের পর থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প হাতে নিয়েছেন যেটার মাধ্যমে ১০০ শতাংশ ব্যক্তি উপকৃত হতে পারেন। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারও নানা পদক্ষেপ নিয়েছে। ফলে রাজ্যের প্রতি জন বিধবা এবং বিশেষভাবে সক্ষম কোন ব্যক্তি যাতে অরুণোদয় প্রকল্প থেকে বাদ পড়ে না যান সেটা নিশ্চিত করতে হবে। একইভাবে দরিদ্র ব্যক্তিদের রেশন কার্ড বিতরণ কিংবা কৃষকদের জন্য প্রধানমন্ত্রী কৃষি সম্মান নিধি ১০০ শতাংশ ব্যক্তিকে যাতে অন্তর্ভুক্ত করে করতে পারে সে ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এই ধরনের মোট ১৫ টি প্রকল্প রয়েছে যেটা প্রত্যেক মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন রাজ্যের মোট ২৮ হাজার সেন্সাস ভিত্তিক গ্রামকে এই পদক্ষেপের আওতায় আনা হবে। রাজ্য সরকারের বাকি থাকা আড়াই বছরের কার্যকালের জন্য এই পদক্ষেপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন রাজ্য সরকার বিভিন্ন গ্রামে সড়ক বানিয়ে দিয়েছে, বিদ্যুৎ দিয়েছে অথবা অন্যান্য সুযোগসুবিধা দিয়ে চলছে। কিন্তু সেটা আদৌ সেই গ্রামে পৌঁছেছে কিনা কিংবা এই পদক্ষেপগুলো সেই গ্রামে কার্যকর হচ্ছে কিনা সেটা খতিয়ে দেখার অন্য কোনো উপায় নেই। ফলে এবার সম্পূর্ণ অসম সরকার গ্রামে উপস্থিত হয়ে সেটা খতিয়ে দেখবে। তিনি স্বয়ং ছাড়াও মন্ত্রী, বিধায়ক, সাংসদ এবং সরকারি অফিসার কর্মচারীরা বিষয়গুলো খতিয়ে দেখে এক্ষেত্রে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের ডিলিমিটেশন খসড়া ঘিরে তৃতীয় দিনের শুনানিতে উজান অসমের শতাধিক দল সংগঠনের অংশগ্রহণ

কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির প্রতিবাদে উত্তাল শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্র, প্রতিবাদকারীদের আটক পুলিশের

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ গত তিনদিন ধরে অব্যাহত থাকা গুয়াহাটি মহানগরের পাঞ্জাবাড়ি স্থিত শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রের তিনটি প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের শুনানি অবশেষে সমাপ্ত হয়েছে। তৃতীয় তথা শেষ দিনের শুনানিতে উজান অসমের শতাধিক দল সংগঠনের অংশগ্রহণ করেছে। অধিকাংশ দল সংগঠন ডিলিমিটেশনের প্রক্রিয়া প্রকাশিত খসড়ার প্রতি সমর্থন জানিয়েছে। তবে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে ওঠে শুনানি স্থল শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্র। অবশেষে পুলিশ এসে প্রতিবাদকারীদের আটক করে নিয়ে গেছে। ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়া ঘিরে ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের শুনানি মহানগরের শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রের তিনটি প্রেক্ষাগৃহে তৃতীয় তথা শেষ দিনেও অব্যাহত ছিল। নির্বাচন কমিশনের ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়ার শুনানির তৃতীয় দিন উজান অসমের শতাধিক দল সংগঠনের অংশগ্রহণ করেছে। বিশেষ করে মরাণ ছাত্র সংস্থা, আক্রাসু, টাই অসম যুব পরিষদ, ধেমাজি সচেতন সমাজ সহ বিভিন্ন দল সংগঠনের প্রতিনিধিরা এদিনের এই শুনানি প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়ে নিজেদের দাবি আপত্তি পরামর্শ এবং মতামত নির্বাচন কমিশনের সামনে তুলে ধরেছেন। এদিন শুনানিতে অংশগ্রহণকারী অধিকাংশ দল সংগঠন ডিলিমিটেশনের খসড়ার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে। তবে এর সঙ্গে তারা নিজেদের কিছু সংশোধনীর প্রস্তাবও নির্বাচন কমিশনকে স্মারকপত্র আকারে প্রদান করেছে। নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এসে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে টাই অসম যুব পরিষদের সভাপতি ধর্মক্রান্ত গগৈ বলেন এই ডিলিমিটেশনের খসড়া ৮০ শতাংশ ভূমিপুত্র এবং উপজাতিদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করেছে। তবে এখনো ২০ শতাংশের ক্ষেত্রে নানা ধরনের অসুবিধা রয়েছে। এই অসুবিধা গুলো দূর করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে অনুরোধ জানানো হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। মরাণ ছাত্র সংস্থার এক নেতা স্পষ্ট ভাষা জানিয়ে দিয়েছেন যে তারা এই ডিলিমিটেশন চাইছেন। একমাত্র ভূমিপুত্রদের সুরক্ষিত করার স্বার্থে এই ডিলিমিটেশনের প্রক্রিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মন্তব্য করেন তিনি। একইভাবে আক্রাসুর নেত্ররা বলেন ভূমিপুত্রদের অধিকার যাতে শুধুমাত্র ২০-৩০ বছর নয় বরং অনন্তকাল পর্যন্ত সুরক্ষিত করে রাখার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নিতে হবে। এই সংক্রান্তে ডিলিমিটেশনের প্রক্রিয়া অত্যন্ত কার্যকরী হবে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি। এদিকে নির্বাচন কমিশনের শুনানিতে অংশগ্রহণ করার পর কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি স্থিত শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রে এক হুলস্থুল পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। রাইজর দল এবং এই সংগঠনটির একাংশ সদস্য নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার প্রচেষ্টা করলেও তাদের অনুমতি দেওয়া হয়নি। তাছাড়া কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির শতাধিক সদস্য সেখানে বসে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছে। রাইজর দলের সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈ বলেন সম্পূর্ণ অসংবিধানিক এবং অবৈধ ভাবে ভারতীয় নির্বাচন কমিশন এই ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়া অভ্যান্ত রেখেছে। বিভিন্ন দল সংগঠনের দাবি আপত্তি মতামতের বিষয়ে কোন ধরনের কর্ণপাত করছে না নির্বাচন কমিশন। একমাত্র সরকারের কথা মতে নির্বাচন কমিশন যাবতীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। এমনকি শুনানির সময় নির্বাচন কমিশনাররা দল সংগঠনের কথা না শুনে মোবাইল ঘাটাঘাটি করছিলেন। তিনি স্বয়ং এটা দেখেছেন বলে অভিযোগ উত্থাপন করেন রাইজর দলের সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈ। অবশেষে পুলিশ এসে কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির নেতা ধৈর্য কোওর সহ অন্যান্য প্রতিবাদকারীদের আটক করে নিয়ে যায়।

আম্পায়ারিং নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করতে গিয়ে সীমা ছাড়িয়ে গেলেন ভারত অধিনায়ক

কলকাতা (ওয়েবডেস্ক) ঃ আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত পছন্দ না হলে ক্ষুব্ধ হতেই পারেন। কিন্তু ক্রিকেট মাঠে সেটা প্রকাশের ক্ষেত্রে সংযত হতে হয়। হারমানপ্রীত কৌর অবশ্য সেই সংযমের ধারেকাছেও ছিলেন না। মিরপুরে আজ বাংলাদেশ নারী দলের বিপক্ষে সিরিজ নির্ধারণী ওয়ানডেতে আম্পায়ার আউট দেওয়ার পর ভারতীয় নারী দলের অধিনায়ক রাগেক্ষোভে ব্যাট দিয়ে স্টাম্প ভেঙেছেন। নিজের এমন আচরণের জন্য দুঃখ প্রকাশ তো দুরের কথা, উল্টো পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন আম্পায়ারিং নিয়ে। তা এমন ভাষায়, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে যেটিকে বিরলই বলা যায়। আম্পায়ারিং নিয়ে শুধু ক্ষোভের কথাই বলেননি, পরের বার বাংলাদেশ সফরে এলে এমন 'প্যাথেটিক আম্পায়ারিং'য়ের মুখোমুখি হওয়ার প্রস্তুতি নিয়েই আসবেন, বলেছেন এমনও।

হারমানপ্রীত আউট হয়েছেন ভারতীয় ইনিংসের ৩৪তম ওভারে। নাহিদা আক্তারের একটি বল সুইপ করার চেষ্টা করতে গিয়ে ব্যর্থ হন হারমানপ্রীত। বল তাঁর প্যাডে লাগে, সেখান থেকে যায় স্লিপের ফিল্ডার ফাহিমা খাতুনের হাতে। বাংলাদেশের ফিল্ডারদের আবেদনে সাড়া দিয়ে আঙুল তুলে দেন আম্পায়ার তানভীর আহমেদ। টেলিভিশন রিপ্লে দেখে অবশ্য বোঝা যায়নি বল হারমানপ্রীতের ব্যাটে বা গ্লাভসে লেগেছিল কি না। আর এই সিরিজে আল্ট্রা এজ প্রযুক্তি নেই। নেই ডিআরএসও। তবে খালি চোখে দেখে মনে হয়েছে ক্যাচ আউট না হলেও হারমানপ্রীত এলবিডব্লু হতেই পারতেন।

তবে আম্পায়ার আউটের সিদ্ধান্ত দেওয়ার পরই খেপে যান হারমানপ্রীত। প্রথমে এক হাত দিয়ে অন্য হাতে থাকা ব্যাটে আঘাত করে জোরে আম্পায়ারের দিকে অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন বেশ কিছুক্ষণ। তারপর তো ব্যাট দিয়ে জোরে আঘাত করে স্টাম্পই উড়িয়ে দেন। মাঠ ছেড়ে যাওয়ার সময় দর্শকদের দিকেও হাত দিয়ে কিছু একটা ইশারা করে দেখাচ্ছিলেন।

ম্যাচটা শেষ পর্যন্ত টাই হয়েছে, সিরিজ হয়েছে ১-১ ড্র। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এসে হারমানপ্রীত আম্পায়ারিং নিয়ে নিজের সব ক্ষোভ আবার উগড়ে দেন মাইক্রোফোনের সামনে, 'এই ম্যাচ থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারলাম। ক্রিকেট ছাড়াও যেরকম আম্পায়ারিং হলো, তাতে আমরা বিস্মিত। পরেরবার যখন আমরা বাংলাদেশে আসব, তখন নিশ্চিত করব যে আমাদের এরকম জঘন্য আম্পায়ারিংয়ের মধ্যে খেলতে হবে। সেভাবে প্রস্তুতিও নেব আমরা।'

বাংলাদেশের ব্যাটিংয়ের প্রশংসাও করেছেন ভারত অধিনায়ক, তবে সেটা করতে গিয়েও টেনে এনেছেন বাজে আম্পায়ারিংয়ের প্রসঙ্গ, 'ওরা (বাংলাদেশ) ভালো ব্যাটিং করেছিল। পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যাটিং করেছিল। ওরা সিঙ্গল নিচ্ছিল। যেগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমরা কিছু বাড়তি রান দিয়েছি। তারপরেও ম্যাচটা ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ করছিলাম। কিন্তু একটু আগেই যেটা বললাম, জঘন্য আম্পায়ারিং হয়েছে। আম্পায়ারদের কয়েকটি সিদ্ধান্তে আমরা চূড়ান্ত হতাশ।' এখানেই থামেননি হারমানপ্রীত। খেলা দেখতে মাঠে আসা ভারতীয় হাইকমিশনারকে কেন পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ডাকা হলো না, সে নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, 'ভালো ম্যাচ হয়েছে। অনেক কিছু শিখেছি আমরা। শেষে বলতে চাই, বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনারও এখানে আছেন। এখানেও (পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে) তাঁকে ডাকতে পারতেন। যাই হোক, ঠিক আছে। এখানে আসার জন্য ধন্যবাদ, স্যার।'

ম্যাচে বা পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানেই শেষ হয়নি হারমানপ্রীতের অখেলোয়াড়োচিত আচরণ, ট্রফি নিয়ে দুই দল ছবি তোলার সময়ও নাকি আপত্তিকর অনেক কথাই বলেছেন তিনি। সব মিলিয়ে হারমানপ্রীত কৌর যা করেছেন বা বলেছেন, তাতে তাঁর কোনো শাস্তি না হলে খুবই বিস্ময়কর হবে সেটি।

অভিজ্ঞ ক্রিকেটারদের অপরিপক্ক ক্রিকেট

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক) ঃ সৌম্য সরকার যখন ব্যাটিংয়ে নামেন, বাংলাদেশের রান তখন ৪ উইকেটে ১২৩। তখনো ১৫২ বল বাকি, জয়ের জন্য লাগে ৮৯ রান। 'ফিনিশার' হয়ে ওঠার আদর্শ মঞ্চ সৌম্যর সামনে। তবে ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি মিলিয়ে পাঁচটি বিশ্বকাপ খেলা অভিজ্ঞ এই ব্যাটসম্যান সুযোগটি কাজে লাগাতে পারলেন না। অফ স্পিনার যুবরাজসিং দোদিয়ার বল লেগ সাইডে খেলতে গিয়ে ক্যাচ দেন স্লিপে। এটি আদৌ ক্যাচ ছিল কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। যা এবং আরও দুটি সিদ্ধান্ত নিয়ে পরে বাংলাদেশ দলের নির্বাচক হাবিবুল বাশার 'সবাই দেখেছে কী হয়েছে' বলে উষ্মাও প্রকাশ করেছেন। তবে আম্পায়ারের বিতর্কিত সিদ্ধান্ত এক পাশে সরিয়ে রাখলে এই প্রশ্নও তো তোলা যায়, লেগ স্টাম্পে পড়া বল সৌম্য কি 'স্বচ্ছন্দে' খেলেছেন? ওই মুহূর্তে ওভাবেই খেলা সঠিক ছিল? ৩ বলে ৫ রান করে সৌম্য আউট হয়ে যাওয়ার পর মাঠে নামেন আকবর আলী। তিন বছর আগে দক্ষিণ আফ্রিকার পচেফস্রুমে এমনই এক প্রেক্ষাপটে ব্যাটিং করতে নেমেছিলেন তিনি। সেটি ছিল অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ফাইনাল, প্রতিপক্ষও ছিল ভারত। সেদিন ১৭০ রানের লক্ষ্যে নামা বাংলাদেশ যুব দল ৬৫ রানে হারিয়ে ফেলেছিল ৪ উইকেট। এরপরও যে বাংলাদেশ ৩ উইকেট হাতে রেখে ট্রফি জিতেছিল, তাঁর মূলে ছিল আকবরের ৭৭ বলে ৪৩ রানের অপরাজিত ইনিংস। ২০২০ থেকে ২০২৩-এ যাত্রায় আর পারলেন না আকবর। ৫ বলে ২ রান করে ক্যাচ দিলেন নিশান্ত সিন্ধুর বলে। ছয়ে নামা আর সাতে নামা আকবর অবশ্য ধসে পড়া ভবনের প্রথম অংশ নন, মাঝের অংশ। ১ উইকেটে ৯৪ রান তুলে ফেলার পরও মাত্র ৬৬ রানের মধ্যে ৯ উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশ 'এ' দল অলআউট হয়েছে ১৬০ রান। নাগালে থাকা জয় ওই ধসেই পরিণতি পেল ৫১ রানের যন্ত্রণাদায়ক হারে। যে হারের যোদ্ধাদের মধ্যে ৭ জনই কখনো না কখনো আন্তর্জাতিক ম্যাচে খেলেছেন। বিপরীতে প্রতিপক্ষ দলের সবাই যেখানে বয়সে তরুণ, অভিজ্ঞতায় অনেক পিছিয়ে। পাঁচটি বিশ্বকাপ খেলা সৌম্য, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলা শেখ মেহেদী ও মোহাম্মদ নাঈম, অভিষেক টেস্টে সেঞ্চুরি করা জাকির হাসান, দক্ষিণ আফ্রিকার কঠিন কন্ডিশনে টেস্ট সেঞ্চুরি পাওয়া মাহমুদুল হাসান-এত সব অভিজ্ঞ ক্রিকেটারের বিপক্ষে খেলা ভারত 'এ' দলের কোনো খেলোয়াড়ই কখনো আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলেননি। কিন্তু বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা যেভাবে নিশান্ত সিন্ধু, মানব সুথার আর দোদিয়াদের মতো তুলনামূলক অনভিজ্ঞ স্পিনারদের সামনে খেই হারিয়েছেন, তা যে কারোরই চোখে লাগার কথা। ইমার্জিং টিমস এশিয়া কাপের ফাইনালে ওঠা না-ওঠা হয়তো অনেক বড় সাফল্য বা ব্যর্থতা নয়। কিন্তু ২১১ রান তাড়া করতে নেমে ৩৪.২ ওভারে অলআউট হয়ে যাওয়াটা বাংলাদেশ 'এ' দলের ক্রিকেটারদের সামর্থ্যেই বড় প্রশ্নবোধক চিহ্ন জুড়ে দিচ্ছে। যা ম্যাচ শেষে প্রতিধ্বনিত হয়েছে দলের সঙ্গে যাওয়া নির্বাচক হাবিবুল বাশারের কণ্ঠেও, 'কখনোই চাপ ছিল না। সেখান থেকে আসলে অলআউট হয়ে যাওয়াটা ভালো কিছু নয়। আমরা হয়তো একটু প্যানিক করেছি। আইডিয়াল উইকেট ছিল না। তবে এমন নয় যে খেলা যাবে না।' সদ্য সমাপ্ত আফগানিস্তান সিরিজের বাংলাদেশ দলে ছিলেন না সৌম্য, শেখ মেহেদীরা। তবু জাতীয় দলের সিরিজ-পূর্ব প্রস্তুতি ক্যাম্পে তাঁদের ডেকে নিয়েছিলেন বাংলাদেশ কোচ চন্ডিকা হাথুরুসিংহে। অক্টোবর-নভেম্বরে ভারতে হতে যাওয়া বিশ্বকাপের ভাবনায় যে তাঁরা ভালোমতোই আছেন, সেটি বোঝা গিয়েছিল দুজনের ইমার্জিং টিমস এশিয়া কাপের দলে অন্তর্ভুক্তিতেও। শুধু সৌম্য আর মেহেদীই নন, আফগানিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে দলে থাকা নাঈমকেও সিরিজ শেষের পরপরই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল ইমার্জিং টিমে। কিন্তু যে ভাবনা থেকে তাঁদের উদীয়মানদের সঙ্গী করে পাঠানো, তার কতটা আসলে কাজে লেগেছে, সেই প্রশ্নও থাকছে। ক্যাম্পে ডাক পাওয়ার মাধ্যমে হাথুরুসিংহের বিশেষ মনোযোগ পাওয়া সৌম্যর দিকেই নজর দেওয়া যাক। ব্যাট করেছেন চার ম্যাচের তিনটিতে। এর মধ্যে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৩৪৯ রান তাড়ায় ৬ নম্বরে নেমে ৪৬ বলে তোলেন ৪২ রান। মোটামুটি রান পেলেও লক্ষ্য ও ব্যাটিং অর্ডার বিবেচনায় স্ট্রাইক রেট কমই। সৌম্য দ্বিতীবার ব্যাটিং করেন গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে আফগানিস্তানের বিপক্ষে। এই ম্যাচে বাংলাদেশ 'এ' প্রথমে ব্যাট করে। ছয়ে নেমে ৪২ বলে ৪৮ রান তোলেন সৌম্য। ৩ চার আর ৩ ছয়ে গড়া ইনিংসটিতে স্ট্রাইক রেট ছিল ১১৪.২৮। ব্যাট হাতে সৌম্যর জন্য সবচেয়ে ভালো মঞ্চ ছিল সেমিফাইনালে ভারতের বিপক্ষে। কিন্তু 'ফিনিশার' হয়ে ওঠার সুযোগটি তিনি কাজে লাগাতে পারেননি। বোলিংয়ে অবশ্য ভালোই করেছেন সৌম্য। চার ম্যাচে মোট ১৮ ওভার বোলিং করেছেন, ৬.৮৩ ইকোনমিতে ২০.৫০ গড়ে নিয়েছেন ৬ উইকেট যার মধ্যে তৃতীয় বোলার হিসেবে খেলে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৩ উইকেট সেরা। সৌম্যর মতো ৪ ম্যাচেই খেলেছেন নাঈম। আফগানিস্তানের বিপক্ষে দুই ম্যাচে ৯ রান করা এই বাঁহাতি ৪১.৪৬ গড়ে তুলেছেন ১২৫ রান। সব ম্যাচেই দুই অঙ্কের ঘরে পৌঁছেছেন, কিন্তু ৪৭ রানই সর্বোচ্চ। হতাশ করেছেন জাকির হাসানও। ৪ ম্যাচের একটিতে ফিফটির পরও মোট রান ১০৪। আর একটি সেঞ্চুরিসহ তিন ইনিংসে মাহমুদুল হাসান জয়ের রান ১৩১। অভিজ্ঞদের এমন অধারাবাহিকতার ভিড়ে নিয়মিত রান পেয়েছেন শুধু তানজিদ হাসান। ৪ ইনিংসে তামিমের রান ৪৪.৭৫ গড়ে ১৭৯, এর মধ্যে ফিফটি আছে তিনটি। ফাইনালের আগপর্যন্ত টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকদের মধ্যে তৃতীয় স্থানে তামিমের নাম। টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারিদের তালিকার ৩ নম্বর নামটিও বাংলাদেশের তানজিম হাসান। সাকিব ডাকনামের ডানহাতি এ পেসার ৩ ম্যাচে নিয়েছেন ৯ উইকেট। ওমানের বিপক্ষে ১৮ রানে ৪ উইকেট সেরা, আফগানিস্তানের বিপক্ষে ৩টি আর ভারতের বিপক্ষে ২টি উইকেট।

এবার অভিষেক রাঙালেন মেসি, কেমন ছিল তাঁর আগের অভিষেক ম্যাচগুলো

প্যারিস ঃ লিওনেল মেসির অভিষেককে ঘিরে কয়েক দিন ধরেই উত্তাপ বাড়ছিল যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলে। মেসির পায়ে বল দেখতে মুখিয়ে ছিলেন ভক্ত-সমর্থকেরা। সেই সঙ্গে কিছুটা শঙ্কাও কি ছিল না! আগের অভিষেকগুলোতে সেভাবে নিজেকে রাঙাতে পারেননি আর্জেন্টাইন এই মহাতারকা। এবারও তেমন কিছু হয় কি না, তাই নিয়ে ছিল যত শঙ্কা।

লিগস কাপে মেক্সিকান ক্লাব ক্রুজ আজুলের বিপক্ষে মেসি মাঠে নামেন ম্যাচের ৫৪ মিনিটে। এরপর ৯৪ মিনিট পর্যন্ত একরকম সাদামাটা মেসিকেই দেখা গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল, আরও একবার হতাশা নিয়েই অভিষেক ম্যাচ শেষ করবেন মেসি।

কিন্তু কে জানত এবারের গল্পটা ভিন্নভাবে শেষ হবে! অন্তিম মুহূর্তে ২০ গজ দূর থেকে মেসি আবির্ভূত হলেন দুর্দান্ত এক ফ্রিকিক নিয়ে। টপ কর্নার দিয়ে বল জালে জড়িয়ে নিজের অভিষেক রাঙানোর সঙ্গে দুই মাসের বেশি সময় পর জয়ও এনে দিলেন ইন্টার মায়ামিকে। দুর্দান্ত এ গোলে মেসি প্রলেপ দিয়েছেন আগের অভিষেক ম্যাচগুলোর ক্ষতেও। এখন মেসির দুর্দান্ত অভিষেকের দিনে দেখে নেওয়া যাক তাঁর আগের অভিষেকগুলো কেমন ছিল।

বার্সেলোনা লিওনেল মেসির আঁতুড়ঘর। এখান থেকেই শ্রেষ্ঠত্বের পথে যাত্রা শুরু করেছিলেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। কাতালান এই ক্লাবের ব্যক্তিগত ও দলীয় পর্যায়ের সবকিছুই জিতেছেন মেসি। ২০০৪ সালের ১৬ অক্টোবর প্রথমবার বার্সার সিনিয়র দলের জার্সি গায়ে জড়িয়েছিলেন মেসি। মহাকাব্যিক এক যাত্রা শুরুর পথে মেসি নিজের প্রথম ম্যাচটি খেলেছিলেন বার্সার নগরপ্রতিদ্বন্দ্বী এসপানিওলের বিপক্ষে। ১৭ বছর বয়সী মেসি সেদিন পরেছিলেন ৩০ নম্বর জার্সি।

তবে মেসিকে সেদিন অভিষেকের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল ম্যাচের ৮২ মিনিট পর্যন্ত। বার্সার সে সময়ের তারকা খেলোয়াড় ডেকোর বদলি হিসেবে নেমেছিলেন 'এলএম টেন'। মাঠে নেমে নিজের ছাপ রাখার তেমন কোনো সুযোগই পাননি মেসি। যাঁর বদলি হিসেবে নেমেছিলেন সেই ডেকোর করা গোলই সেদিন বার্সাকে জিতিয়েছিল।

বার্সেলোনার হয়ে অভিষেকের প্রায় এক বছর পর আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার শুরু করেন মেসি। বিশ্বকাপ জয়ের প্রায় ১৭ বছর আগে শুরু হয় মেসির এ যাত্রা। তবে বুদাপেস্টে হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে সেই ম্যাচ মেসির জন্য ছিল ভুলে যাওয়ার মতো। সেদিনও বদলি হিসেবে নামেন ৬৩ মিনিটে। কিন্তু জাতীয় দলের জার্সিতে মেসির অভিষেক স্থায়িত্ব পেয়েছিল মাত্র ৪৩ সেকেন্ড। বল নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সময় পেছন থেকে মেসির জার্সি টেনে ধরেন হাঙ্গেরির ভিলমোস ফনজাক। জবাবে ক্ষুব্ধ মেসি হাত দিয়ে গুঁতো দেন ফনজাককে। শাস্তিস্বরূপ লাল কার্ড দেখিয়ে মেসিকে বেরিয়ে যাওয়ার রাস্তা দেখিয়ে দেন রেফারি। রেফারির এমন সিদ্ধান্তে হতাশা ও অবিশ্বাস নিয়ে মাঠ ছেড়ে যান মেসি। তবে মেসির ক্যারিয়ার শেষ পর্যন্ত তাঁর

অভিষেকের প্রতিচ্ছবি হয়ে থাকেনি। জাতীয় দলের হয়ে উত্থান পতনের সময় পার করে কোপা আমেরিকা, ফিনালিসিমা, সর্বোপরি বিশ্বকাপ শিরোপাও জিতেছেন মেসি।

২০২১ সালের দলবদলে অনেক বেদনা নিয়ে বার্সেলোনা ছেড়ে পিএসজিতে গিয়েছিলেন মেসি। বার্সা ছাড়ার বেদনা মনে ক্ষত তৈরি করলেও পিএসজিতে দারুণ কিছু করতে চেয়েছিলেন মেসি। প্যারিসের ক্লাবটির হয়ে মেসির অভিষেক হয় ২০২১ সালের ২৯ আগস্ট রেঁসের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে। এ ম্যাচেও যথারীতি বদলি হিসেবে মাঠে নামানো হয়েছিল মেসিকে। মজার ব্যাপার হচ্ছে বার্সার মতো পিএসজিতেও অভিষেকে মেসির পরনে ছিল ৩০ নম্বর জার্সি, পিএসজিতে ১০ নম্বর জার্সি পরেন নেইমার।

সেদিন পিএসজির এই ব্রাজিলিয়ান তারকার বদলি হিসেবেই ম্যাচের ৬৬ মিনিটে মাঠে নেমেছিলেন মেসি। বল পায়ে দারুণ কিছু ঝলক দেখালেও গোলের দেখা পাননি এই মহাতারকা। উল্টো মেসি মাঠে নামার আগেই জোড়া গোল করে সব আলো নিজের দিকে টেনে নেওয়ার আয়োজন সেরে রাখেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। পিএসজিতে মেসির যাত্রাটা তাঁর অভিষেকের মতোই সাদামাটা ছিল। পরে অবশ্য মেসি নিজেও বলেছেন ক্লাবটিতে তিনি ভালো ছিলেন না।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বলে দিলেন লাহিরু থিরিমান্নে

কলকাতা ঃ ওয়ানডে খেলা হয়নি প্রায় বছর চারেক হয়ে গেল। সর্বশেষ টেস্ট খেলেছেন, সেটাও প্রায় বছর দেড়েক আগে। আর কখনো দলে ফিরবেন এই আশা বোধ হয় ছেড়েই দিয়েছিলেন লাহিরু থিরিমান্নে। নইলে কি আর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকেই বিদায় বলে দেন! আজ ফেসবুকে এক স্ট্যাটাস দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে বিদায়ের এই ঘোষণা দিয়েছেন ৩৩ বছর বয়সী এই শ্রীলঙ্কান ব্যাটসম্যান। যে ঘোষণায় শেষ হলো শ্রীলঙ্কান এই ওপেনারের ১২ বছরের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের।

আজ এক ফেসবুক স্ট্যাটসে থিরিমান্নে লিখেছেন, 'গত কয়েক বছর ধরে দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে পারা আমার জন্য এক পরম সম্মানের ব্যাপার। এই খেলাটি আমাকে বছরের পর বছর ধরে অনেক কিছু দিয়েছে। অনেক মিশ্র অনুভূতি নিয়ে, আমি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করছি। খেলোয়াড় হিসেবে আমি আমার সেরাটা দিয়েছি, খেলাকে সম্মান করেছি এবং আমি আমার মাতৃভূমির প্রতি সততা ও নৈতিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছি।'

বেশ কিছুদিন ধরে দলের বাইরে থাকলেও অবসরের সিদ্ধান্ত নেওয়াটা যে সহজ ছিল না, সেটাও বলেছেন থিরিমান্নে। কিছুটা অভিমান যে আছে, সেটাও বোঝা গেছে তাঁর কথায়, 'এটি একটি কঠিন সিদ্ধান্ত ছিল। অনেক অপ্রত্যাশিত কারণ, যা আমাকে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এই সিদ্ধান্ত নিতে প্রভাবিত করেছে, আমি সেসব এখানে উল্লেখ করতে পারছি না।'

২০১০ সালে ঢাকার মিরপুরে এক ত্রিদেশীয় টুর্নামেন্টে ভারতের বিপক্ষে ওয়ানডে দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয় থিরিমান্নের। পরের বছর সাউদাম্পটনে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট অভিষেক। দেশের হয়ে ৪৪ টেস্টের ৮৫ ইনিংসে ২৬.৪৩ গড়ে ২০৮৮ রান করেছেন থিরিমান্নে, ১২৭ ওয়ানডেতে ৩৪.৭১ গড়ে তাঁর রান ৩১৯৪। ২০১২ সালে অভিষেকের পর এ পর্যন্ত টি-টোয়েন্টি খেলেছেন মাত্র ২৬ টি, ১৬.১৬ গড়ে ২৯১ রান, স্ট্রাইক রেট ১০৮.৯৮। শ্রীলঙ্কাকে ৫টি ওয়ানডেতে নেতৃত্বও দিয়েছেন।

এক যুগের ক্যারিয়ারে যারা তাঁর পাশে ছিলেন, বিদায় বেলায় থিরিমান্নে ধন্যবাদ জানিয়েছেন সবাইকে, 'এই সুযোগে আমি শ্রীলঙ্কান বোর্ড সদস্য, আমার কোচ, সতীর্থ, ফিজিও, প্রশিক্ষক এবং বিশ্লেষকদের তাদের সমর্থন এবং উৎসাহের জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমার ভক্ত, সমর্থক, সাংবাদিকরা এত বছর ধরে আমাকে যে ভালবাসা, সমর্থন এবং অনুপ্রেরণা দিয়েছেন তার জন্যও ধন্যবাদ। আমি সবার কাছে চির কৃতজ্ঞ।'

বৃষ্টির পূর্বাভাস সত্যি হওয়ার প্রার্থনায় হ্যাজলউড, মিথ্যা হওয়ার প্রত্যাশায় বেয়ারস্টো

পর্থ ঃ অ্যাশেজ বাঁচাতে বৃষ্টির দ্বারস্থ অস্ট্রেলিয়া! কথাটা শুনতে অদ্ভুত মনে হতে পারে। বৃষ্টি তো কোনো ব্যক্তি নয় যে তাকে বুঝিয়েসুজিয়ে আনা যাবে। আবার এমন যন্ত্রও নয় যে কারিগরিভাবে বশে আনা যাবে। বৃষ্টি স্রেফ প্রাকৃতিক ব্যাপার। মেঘ হয়ে ঝরে পড়বে কি পড়বে না, তা মানুষ তো বটেই, আধুনিকতম প্রযুক্তিরও নিয়ন্ত্রণে নেই। বৃষ্টি হওয়া না হওয়া নিয়ে তাই প্রার্থনাই করা যায়, আশা রাখা যায়। ওল্ড ট্রাফোর্ড টেস্টে হার এড়াতে অস্ট্রেলিয়া দল এখন ওই প্রার্থনাই করছে, আছে বৃষ্টি পড়ার আশায়। এজবাস্টন ও লর্ডসে জিতে অ্যাশেজে এগিয়ে গেলেও অস্ট্রেলিয়া এখন বেগতিক অবস্থায়। হেডিংলিতে হারের পর ওল্ড ট্রাফোর্ডও চোখ রাঙাচ্ছে। প্যাট কামিন্সের দল প্রথম ইনিংসে ৩১৭ রানে অলআউট হয়ে যাওয়ার পর ইংল্যান্ড তুলেছে ৫৯২ রান। ২৭৫ রানে পিছিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নেমে তৃতীয় দিন পর্যন্ত ১১৩ রান তুলতেই পড়ে গেছে ৪ উইকেট। এখনো ইংল্যান্ডের চেয়ে ১৬২ রানে পিছিয়ে অস্ট্রেলিয়া। হাতে ৬ উইকেট। হার এড়াতে হলে এই রান শোধ তো দিতে হবেই, ইংল্যান্ডকে চতুর্থ ইনিংসের জন্য বড় লক্ষ্যও দিতে হবে। কিন্তু সেটা যে বেশ কঠিন, ভালো করেই জানা অস্ট্রেলিয়ার। আপাতত ইনিংস হার এড়ানোই হয়ে উঠেছে মূল চ্যালেঞ্জ। এমন সময়ে অস্ট্রেলিয়ার জন্য ত্রাতা হয়ে আসতে পারে বৃষ্টি। আবহাওয়ার খবর বলছে, ওল্ড ট্রাফোর্ড টেস্টের চতুর্থ ও পঞ্চম দিনে প্রচুর বৃষ্টি হতে পারে। আর বৃষ্টিতে খেলা বন্ধ থাকলেই অস্ট্রেলিয়ার জন্য ভালো।

তৃতীয় দিনের খেলা শেষে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে সংবাদ সম্মেলনে আসা জস হ্যাজলউডকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তাঁর দল এখন বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করছে কি না? মনের কথা না আড়াল করে সরাসরিই জবাব দিয়েছেন হ্যাজলউড, 'হ্যাঁ, বৃষ্টি হলে আমি খুবই খুশি হব। কিছু ওভার নষ্ট হয়ে যাওয়াটা ভালোই হবে। ম্যাচ ঝুলিয়ে রাখার জন্য বৃষ্টি আমাদের কাজটা কিছুটা সহজ করে দেবে।' আকুওয়েদারের পূর্বাভাস বলছে, আজ ওল্ড ট্রাফোর্ডের স্থানীয় সময় বেলা ১১টা, দুপুর ১২টা, বিকেল ৫ ও ৬টায় বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ৯৯ শতাংশ। বজ্রসহ ঝড় হওয়ার সম্ভাবনা ৪০ শতাংশ। হ্যাজলউড অবশ্য বৃষ্টির আশায় থাকলেও পূর্বাভাসের বিপরীত চিত্রের কথাও বলেছেন, 'পূর্বাভাসে বৃষ্টি আছে, কিন্তু পূর্বাভাসও তো বদল হয়।'

একই কথা বলেছেন ইংল্যান্ডের জনি বেয়ারস্টোও। প্রথম ইনিংসে ইংল্যান্ডের লিড পৌনে তিন শয় নিয়ে যাওয়ার প্রধান নায়ক ডানহাতি এ উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান। সতীর্থের অভাবে সেঞ্চুরি না পাওয়া বেয়ারস্টো ৮১ বলে ১০ চার ও ৪ ছয়ে ৯৯ রান করে অপরাজিত ছিলেন। তৃতীয় দিন শেষে জয়ের সুবাস পাওয়া ইংল্যান্ডকে বঞ্চিত করতে পারে বৃষ্টি, এমন সম্ভাবনায় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে বেয়ারস্টো বলেন, 'আবহাওয়া তো আবহাওয়াই। আমি মাইকেল ফিস (প্রয়াত ব্রিটিশ আবহাওয়াবিদ) নই। আবহাওয়াবিদেরা সঠিক বলেন, আবার ভুলও বলেন। আমাদের মনোযোগ এখন অস্ট্রেলিয়ার ৬ উইকেট নেওয়ার দিকে।'

ভোট কারচুপি, বিরোধীদের দমন, দুর্নীতি - যেভাবে ৩৮ বছর ক্ষমতায় এশিয়ার সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদি প্রধানমন্ত্রী

ক্যাম্বোডিয়া (ওয়েবডেস্ক)ঃ কয়েক বছর আগেই ক্যাম্বোডিয়ার শাসক তার রাজনৈতিক বিরোধীদের নিশ্চিহ্ন করতে তার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে নির্দয় অভিযান চালিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী হুন সেনের বিরোধী দলের জনপ্রিয়তা সে সময় বাড়ছিল এবং তার ক্ষমতা হুমকির মুখে পড়ছিল। তিনি তখন আদালতকে ব্যবহার করে বিরোধী দলকে ভেঙ্গে দিয়েছিলেন।

বিরোধী দলের সাংসদ পদমর্যাদার নেতাদের সংসদ সদস্য পদ বাতিল করা হয়। গ্রেফতার করা হয় অন্য নেতাদের। প্রতিপক্ষকে ধ্বংস করে ছয় মাস পরে নির্বাচন দেন তিনি। ২০১৮ সালের ঐ নির্বাচনে ক্যাম্বোডিয়ার সংসদের ১২৫টি আসনের সবকটিতেই জয় পায় তার দল। পাঁচ বছর পর আবার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ক্যাম্বোডিয়ায়। রবিবারে হতে যাওয়া এই নির্বাচনও ভোটারদের কাছে ২০১৮ সালের নির্বাচনের পুনরাবৃত্তিই মনে হচ্ছে।

এই নির্বাচন অর্থহীন, কারণ কোনো শক্তিশালী বিরোধী দলই এই নির্বাচনে নেই, রাজধানী প্নম ফে'র একজন ত্রাণকর্মী ও ভোটার বিবিসির কাছে তার মতামত ব্যক্ত করছিলেন।

এই নির্বাচনে অংশ নেয়া কোনো দলই নেই যে সংসদে গিয়ে জনগণের কথা বলবে, তাই মানুষের মধ্যে এই নির্বাচন নিয়ে কোনো আলোচনাই নেই।

বর্তমানে ৭০ বছর বয়সী হুন সেন ১৯৮৫ সাল থেকে ক্যাম্বোডিয়া শাসন করছেন। এক সময় খেমার রুজ কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করলেও পরে তাদের পতনের আগে তাদের বিরুদ্ধে গিয়ে ভিয়েতনামের সাথে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। ৩৮ বছর ধরে ক্যাম্বোডিয়ার ক্ষমতা ধরে রাখা হুন সেন নিজেকে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি সময় ধরে দায়িত্ব পালন করা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দাবি করেন। এই দীর্ঘ সময় ধরে সেনাবাহিনী, পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থাকে ব্যবহার করে তিনি ক্যাম্বোডিয়ার ক্ষমতা ধরে রেখেছেন।

দীর্ঘ সময় ধরে তার রাজনৈতিক বিরোধীদের কারাগারে পাঠিয়ে, নির্বাসিত করে বা তাদের সাথে আঁতাত করে ক্ষমতার শীর্ষে নিজের অবস্থান অক্ষুন্ন রেখেছেন।

ক্যাম্বোডিয়ায় ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৯ পর্যন্ত খেমার রুজের শাসন চলাকালীন সময়ে ভয়াবহ সহিংসতার শিকার হয় সেখানকার মানুষ। সেসময় কাম্পুচিয়া নামে পরিচিত ঐ জনপদের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর প্রায় ২০ লাখ মানুষকে হত্যা করা হয়। ক্যাম্বোডিয়ার মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় ২৫ ভাগ তখন মারা গিয়েছিল।

নব্বইয়ের দশকে জাতিসংঘ ক্যাম্বোডিয়াকে গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে সহায়তা করে।

কিন্তু রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন যে বর্তমানে এটি আসলে একটি একতান্ত্রিক, একদলীয় দেশে পরিণত হয়েছে। আর প্রধানমন্ত্রী হুন সেন কোনো হিসেবেই স্বৈরশাসকের চেয়ে কম না।

এশিয়ার দরিদ্রতম দেশগুলোর একটি ক্যাম্বোডিয়া। জ্বালানির উচ্চমূল্য আর স্থির মজুরি এখানকার মানুষের মূল সমস্যা। এখানে দুর্নীতি প্রায় মহামারি আকারে ছড়িয়ে গেছে, জনগণের কাছে জবাবদিহিতা নেই বললেই চলে। তার ওপর জমি দখল আর অপরাধের মাত্রা বাড়তে থাকায় মানুষের জীবন আরো অসহনীয় পর্যায়ে চলে গেছে।

তবে জীবন নিয়ে এত অনিশ্চয়তা থাকলেও ক্যাম্বোডিয়ার সবাই জানে যে রবিবারের ভোটে ক্যাম্বোডিয়ান পলিটিকাল পার্টি (সিপিপি) আবারো জিতবে। হুন সেনের জন্ম ১৯৫২ সালে এক কৃষক পরিবারে। নমপেন'এ বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কাছে শিক্ষা লাভ করেন তিনি। ষাটের দশকের শেষ দিকে তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। সে সময় এক বন্দুকযুদ্ধে তিনি তার বাম চোখ হারান।

সত্তরের দশকের শেষদিকে পল পটের স্বৈরতান্ত্রিক শাসনামলে হুন সেন খেমার রুজের একজন কমান্ডার ছিলেন। খেমার রুজের শাসনামলে ক্যাম্বোডিয়ায় প্রায় ২০ লাখ মানুষ মারা যায়।

১৯৭৭ সালে তিনি ভিয়েতনামে পালিয়ে যান এবং খেমার রুজের বিরোধী সেনাদের সাথে যোগ দেন।

ক্যাম্বোডিয়ায় ১৯৭৯ সালে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠা করে ভিয়েতনাম। তখন তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দেশে ফেরত যান। পরে ১৯৮৫ সালে ৩৩ বছর বয়সে তিনি ক্যাম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী হন।

১৯৯৩ সালের নির্বাচনে হুন সেন হেরে গেলেও পরাজয় মানতে অস্বীকার করেন। পরে ফুচিনচেপ পার্টির প্রিন্স নরোদম রানারিধের সাথে সমঝোতা করে দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন। এরপর ১৯৯৭ সালে রক্তক্ষয়ী এক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে দেশের ক্ষমতা দখল করেন এবং প্রিন্স রানারিধকে সাময়িকভাবে দেশ ছাড়তে বাধ্য করেন।

এ বছরের নির্বাচনের আগে কয়েক মাস ধরে হুন সেন তার একমাত্র কঠিন প্রতিপক্ষ ক্যান্ডলললাইট পার্টিকে বিভিন্নভাবে দমন করেছেন। নির্বাচনের আগে শেষ পর্যন্ত তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। সাবেক বিরোধীদলের ধ্বংসাবশেষ থেকে গত বছরই ক্যান্ডললাইট পার্টির সূচনা হয়। গত বছরের স্থানীয় নির্বাচনে ক্ষমতায় থাকা দলের ব্যাপক ভয়ভীতি দেখানো ও ভোট জালিয়াতির প্রমাণ থাকা স্বত্ত্বেও ক্যান্ডললাইট পার্টি ২২ শতাংশ ভোট পায়।

এই বিষয়টি হুন সেন মেনে নিতে পারেননি। তাই তারা বড় হুমকি হয়ে ওঠার আগেই তিনি 'ক্যান্ডললাইটের শ্বাসরোধ' করেন বলে মন্তব্য করেন অস্ট্রেলিয়ার গ্রিফিথ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বৈরশাসক বিশেষজ্ঞ লি মরগেনবেসার। তিনি দীর্ঘ সময় ধরে হুন সেনের কার্যক্রম পর্যালোচনা করছেন।

ফেব্রুয়ারি মাসে ক্যান্ডললাইট পার্টির নেতাদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেন তিনি। পরে মে মাসে পার্টিকে নিষিদ্ধ করেন হুন সেন। পরে নির্বাচনি অফিস আইনি মারপ্যাচের ভিত্তিতে দলটিকে নির্বাচনে অংশ নিতে অবৈধ ঘোষণা করে।

এ বছরের নির্বাচনে আরো ১৭টি পার্টি অংশগ্রহণ করছে। কিন্তু তারা হয় অনেক ছোট অথবা ক্ষমতাসীন দলের সাথে সম্পৃক্ত। সে কারণে এই দলগুলোকে এই নির্বাচনে একেবারেই তাৎপর্যহীন মনে করা হচ্ছে। ক্যান্ডললাইট পার্টির এক প্রতিনিধি সম্প্রতি বিবিসিকে বলেন, আমরা এই নির্বাচনের জন্য পুরোদমে প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। সব আসনে প্রার্থী দেয়ার। শেষ পর্যায়ে এমন একটি প্রশাসনিক কারণ দেখিয়ে আমাদের নির্বাচনের অযোগ্য ঘোষণা করা হল, যেটি কয়েকদিন আগেও ছিল না। খেলার মাঝখানে তিনি খেলার নিয়ম বদলে দিয়ে এ কাজ করলেন।

ক্যান্ডললাইট পার্টির অনেক নেতাই এখন আটক হওয়ার ঝুঁকির মধ্যে রয়েছেন। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতেই অনেক নেতা গ্রেফতার হয়েছেন। গত সপ্তাহে থাইল্যান্ডে জাতিসংঘের শরণার্থী কার্যালয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় ব্যাংকক থেকে গ্রেফতার করা হয় দুই নেতাকে। নানা ধরণের আন্তর্জাতিক সহায়তা থাকলেও ক্যাম্বোডিয়ার নির্বাচনে সবসময়ই সহিংসতা আর অনিয়মের ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু তবুও ২০১৮ সালের নির্বাচনের আগ পর্যন্ত সেগুলোকে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হত।

কিন্তু ২০১৭ সালে বিরোধী জোট শক্তিশালী হতে শুরু করায় হুন সেন ক্ষমতা হারানোর শঙ্কায় কঠোর হতে শুরু করেন।। সে সময় দেশটির দুই অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ স্যাম রেইনসি আর কেম সোখার নেতৃত্বাধীন জোট ক্যাম্বোডিয়ান ন্যাশনাল রেসকিউ পার্টি (সিএনআরপি) স্থানীয় নির্বাচনে বিপুল সংখ্যায় ভোট পায়। এই জোটই ২০১৩ সালের নির্বাচনে ৪৪ ভোট পেয়েছিল।

ঐ নির্বাচনের সময় ভোট গণনার রাতে এক পর্যায়ে যখন সিএনআরপি ক্ষমতাসীন দলের চেয়ে এগিয়ে যাচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছিল, তখন সরকার টেলিভিশনে ভোট গণনা সম্প্রচার করা বন্ধ করে দেয়। সেবারের নির্বাচনে হুন সেনের জয়ের বিরোধিতা করে পরের কয়েক মাস বিক্ষোভ করে বিরোধী দলগুলো। বিভিন্ন শহরের পথে পথে রাজনৈতিক র‍্যালিগুলোতে অংশ নিতো হাজার হাজার মানুষ। ঐ সময় নমপেন'এ থাকা রাজনৈতিক বিশ্লেষক অ্যাস্ট্রিড নরেন নিলসন বলছিলেন, রাজনৈতিক উত্তাপের বাঁধভাঙা প্রকাশ সেসময় শহরের রাস্তায় উপস্থিত থাকা মানুষের, বিশেষ করে তরুণদের মাঝে দেখা গিয়েছিল।

সেবার বিরোধীদের সাথে সমঝোতার মাধ্যমে ঐ বিক্ষোভের অবসান ঘটান হুন সেন। সিএনআরপির নেতা মি. রেইনসি তার সাথে একটি চুক্তি করেন এবং 'আলোচনা'র উদ্যোগ নেন। তবে শেষ পর্যন্ত তা সফল হয়নি।

তবে ২০১৩ সালে সমঝোতা করলেও ২০১৭ সালে যখন সিএনআরপি শক্তিশালী হতে শুরু করে, তখন আর কোনো সুযোগ নেননি হুন সেন।

নিজ দলের নিয়ন্ত্রিত সংসদকে ব্যবহার করে তিনি আইনে পরিবর্তন আনেন যেন নিরাপত্তার খাতিরে যে কোনো দলকে নিষিদ্ধ করা যায়। তারপর এই নতুন ক্ষমতা ব্যবহার করে সুপ্রিম কোর্টকে প্রভাবিত করেন সিএনআরপিকে নিষিদ্ধ করতে।

তারপর থেকে অন্তত ১০০ জন সিএনআরপি সদস্য মামলার শিকার হয়েছেন। দলের অনেক সিনিয়র নেতা বিদেশে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন।

মার্চ মাসে সিএনআরপির আরেক শীর্ষ নেতা কেম সোখাকে ২৭ বছরের কারাদণ্ড দেয় ক্যাম্বোডিয়ার আদালত, যেই রায়কে যুক্তরাষ্ট্র 'সাজানো ষড়যন্ত্র' বলে অভিহিত করে।

রাজনৈতিক নেতাদের পাশাপাশি হুন সেন অন্যান্য গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের ওপর চড়াও হন। দ্য ক্যাম্বোডিয়া পত্রিকা বন্ধ করা, আন্তর্জাতিক অধিকার সংস্থাগুলোকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করার মত পদক্ষেপ নেন তিনি। তার এসব পদক্ষেপের ধারাবাহিকতায় যুক্তরাষ্ট্র ২০১৯ সালে ক্যাম্বোডিয়ার সিনিয়র কর্মকর্তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয়, ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা দেয়। কিন্তু চীনের সমর্থন পাওয়া হুন সেন সেসবে বিচলিত হননি।

কিছুদিন আগে দেশটির সবশেষ মুক্ত সংবাদমাধ্যম ভয়েস অব ডেমোক্র্যাসি বন্ধ করে দেন হুন সেন। এনজিওগুলোর নিবন্ধন বাতিল করারও হুমকি দেন তিনি।

আর এই পুরোটা সময় ধরেই বিরোধীদের হয়রানি ও ভয়ভীতি দেখানো চালিয়ে গেছেন তিনি।

বিশ্লেষকদের মতে, হুন সেনের কৌশল খুবই সাধারণ এবং সবার জানা। সহকারী অধ্যাপক মরগেনবেসার বলছিলেন, তিনি ঘুষ, অর্থ, ভালো সরকারি চাকরি ও জায়গাজমি দেয়ার লোভ দেখিয়ে তার বিরোধীদের হাত করেন। যখন তাদের তিনি দলে টানতে পারেন না, তখন তাদের ধ্বংস করতে পদক্ষেপ নেন।

মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এই সপ্তাহে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে যে হুন সেনের সরকার বিরোধীদের ওপর হয়রানি বাড়িয়েছে ও বিরোধী দলের সদস্যদের ঢালাওভাবে গ্রেফতার করছে। বিভিন্ন গ্রামে ক্ষমতাসীন দলের এজেন্টরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট কিনছে এবং যাদের ভোট কেনা যাচ্ছে না তাদের হুমকি দিচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এ বছরের মে মাসে ক্যান্ডললাইট পার্টিকে নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করার পর বিরোধী দলটি কি করবে, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়। দলটির কোনো কোনো নেতা সমর্থকদের বিক্ষোভ করার কথা বলেন। দেশের বাইরে থাকা স্যাম রেইনসি নির্বাচন বয়কটের ডাক দেন। তবে শেষ পর্যন্ত ক্যান্ডললাইট ঠিক করে যে টিকে থাকতে আপাতত তারা বড় ধরণের কোনো পদক্ষেপে যাবে না। বিশ্লেষকদের অনেকে মনে করেন হুন সেনের ছেলে হুন ম্যানেট, যিনি পশ্চিমা প্রতিষ্ঠানে পড়ালেখা করেছেন, ক্ষমতা নিলে পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে। হান ম্যানলেট হুন সেনের তিন ছেলের মধ্যে সবচেয়ে বড়। তিনি ক্যাম্বোডিয়ার সেনাবাহিনীর প্রধান।

হুন সেনের অন্য দুই ছেলেও পার্টি ও সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে রয়েছেন। হুন সেনের পর তারা যেন ক্ষমতায় আসতে পারে তা নিশ্চিত করতে তিনি নিজের ছেলেদের তৈরি করছেন বলে মন্তব্য করেন বিশ্লেষকরা। তবে হুন সেনের ছেলেদের মধ্যে কেউ ক্ষমতায় আসলে যে পরিস্থিতির উন্নতি হবে, তা মনে করেন না অনেক বিশেষজ্ঞ। অস্ট্রেলিয়ার গ্রিফিথ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বৈরশাসক বিশেষজ্ঞ লি মরগেনবেসার বলছিলেন, কোনো গাছের ফল সেই গাছ থেকে খুব একটা দূরে গিয়ে পড়ে না। পরিবারতন্ত্রের অন্যান্য উদাহরণ পর্যালোচনা করলে আমরা সেরকমই দেখতে পাই। আর হুন সেন যে কবে ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়াবেন, সে বিষয়েই আসলে কারো ধারণা নেই।

টুকরো খবর

আলিপুরদুয়ার পৌরসভার প্রেক্ষাগৃহে ২১শে জুলাই ধর্মতলায় শহীদ দিবস কে সামনে রেখে প্রস্তুতি সভা

আলিপুরদুয়ার ঃ আলিপুরদুয়ার পৌরসভার প্রেক্ষাগৃহে ২১শে জুলাই ধর্মতলায় শহীদ দিবস কে সামনে রেখে প্রস্তুতি সভা করলেন আলিপুরদুয়ার জেলা তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বরা।এদিনের এই প্রস্তুতি সভায় আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রায় সাতশো তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা উপস্থিত হন।এছাড়াও এদিনের এই প্রস্তুতি সভায় উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি প্রকাশ চিক বাড়াইক,আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল, জায়গা ডেভলপমেন্ট অথরিটির চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা, শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি ডেভেলপমেন্ট অথরিটির চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

খুঁটি পূজার মধ্য দিয়ে এবছরের দুর্গ পুজোর সূচনা হলো ফালাকাটার মুক্তিপাড়া সর্বজনীন দুর্গোৎসবের

আলিপুরদুয়ারঃ ভোট উৎসব শেষ হতেই দুর্গো উৎসবের সূচনা হলো ফালাকাটায়। খুঁটি পূজার মধ্য দিয়ে এবছরের দুর্গ পুজোর সূচনা হলো ফালাকাটার মুক্তিপাড়া সর্বজনীন দুর্গোৎসব পুজোর ড চতুর্দশীর পূর্ণ তিথিতে বৈদিক মঞ্চ উচ্চারণের মধ্য দিয়ে এই খুঁটি পূজার মধ্য দিয়েই এবারের ৬৫ তম দুর্গাপুজোর সূচনা হল ফালাকাটার মুক্তি পাড়া সর্বজনীন দূর্গা পূজা কমিটির দুর্গোৎ উৎসবের । পুজো কমিটির সদস্য অভিজিৎ রায় বলেন, প্রতিবছর আমরা দর্শনার্থীদের কিছু আলাদা দেবার চেষ্টা করে থাকে, আমরা প্রতিবছর নতুন ভাবনা নিয়ে আমাদের এই পুজো মণ্ডপ গড়ে তুলি । দর্শনার্থীরা এবং আপামর ফালাকাটা প্রবাসী চেয়ে থাকে আমাদের এই পুজোর প্যান্ডেলের দিকে তাকিয়ে, আমরা এর মধ্যেই আমাদের এবারের দুর্গ পুজোর থিমের উন্মোচন হবে তার আগে আমরা কিছু প্রকাশ করতে চাইছি না থিম উন্মোচনের দিন সমস্ত বিষয়টি প্রকাশ্যে আনা হবে, তবে দর্শনার্থীরা নতুন ভাবনার শিল্পকর্ম খুঁজে পাবে এইটুকু আমরা কথা দিচ্ছি ।

বাবার বন্ধুকের গুলিতে গুরুতর যখম ১১ বছরের কিশোর

কোচবিহার ঃবাবার বন্ধুকের গুলিতে গুরুতর যখম ১১ বছরের কিশোর। ঘটনাটি ঘটেছে দিনহাটার সাহেবগঞ্জ থানার অন্তর্গত নয়ারহাট এলাকার ঘটনা। পুলিশের পক্ষ থেকে দাবি করা হচ্ছে গুলিবিদ্ধ কিশোর মাহিদিত হোসেন এর বাবা মাহবুব আলম এর চালানো গুলিতে আহত হয়েছে ওই কিশোর। যদিও পরিবারের পক্ষ থেকে দাবি করা হচ্ছে বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে ওই কিশোর গুলি বিদ্ধ হয়েছে। গুরুতর আহত অবস্থায় ওই কিশোরকে দিনহাটা মহাকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে সেখান থেকে তাকে কোচবিহারে রেফার করা হয়। বর্তমানে ওই কিশোর কোচবিহার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে।

কোচবিহারের একটি নার্সিংহোমে প্রয়াত হলেন তৃণমূলের কৃষক নেতা পরিতোষ কর

কোচবিহার। দীর্ঘ অসুস্থতার পর কোচবিহারের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে প্রয়াত হলেন তৃণমূলের কৃষক নেতা পরিতোষ কর শনিবার রাতে কোচবিহারের বেসরকারি নার্সিংহোমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। আজ তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক কোচবিহার জেলা তৃণমূলের ব্রশিয়ান নেতা ও কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ তৃণমূল কংগ্রেসের বিভিন্ন সংগঠনের নেতা ও কর্মীরা

বার্ষিক স্বাস্থ্য শিবির কর্মসূচি নিল খাগড়াবাড়ি নেতাজি সুভাষ দাতব্য চিকিৎসালয়

কোচবিহারঃ প্রতিবারের মতো এবারও বার্ষিক স্বাস্থ্য শিবির কর্মসূচি নিল খাগড়াবাড়ি নেতাজি সুভাষ দাতব্য চিকিৎসালয়। রবিবার তারা এই স্বাস্থ্য শিবিরের আযোজন করে। বিভিন্ন বিভাগের ২৮ জন চিকিৎসক সমন্বয়ে এই স্বাস্থ্য শিবির করা হয় বলে জানা গেছে। অংশগ্রহণকারী চিকিৎসকেরা এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি এই দুটি বিভাগে রোগী দেখবেন। আনুষ্ঠানিকভাবে বেলা ১১ টায় এই স্বাস্থ্যশিবির উদ্বোধন হবে। সাধারণ আমজনতা বিনামূল্যে এই স্বাস্থ্য শিবিরে অংশগ্রহণ করতে পারবে। সেই সাথে বিনামূল্যে ওষুধ ও ইসিজি করবার ব্যবস্থা থাকছে এদিনের এই স্বাস্থ্য শিবিরে। দাতব্য চিকিৎসালয় থেকে দেওয়া একটি টিকিটে কোচবিহারের ৮ টি প্যাথলজিক্যাল ল্যাবে বিভিন্ন পরীক্ষা করাতে পারবেন রোগীরা।

বিবর্তন সাহিত্য গোষ্ঠীর সেরার দৌড়ে ৩পর্বের অডিসন শুরু হল দিনহাটা শহরে

কোচবিহারঃ বিবর্তন সাহিত্য গোষ্ঠীর সেরার দৌড়ে ৩পর্বের অডিসন শুরু হল দিনহাটা শহরে। দিনহাটা গোপাল নগর এম এস এস হাইস্কুলে ওই অডিসন ঘিরে উৎসাহ হার মানাবে যেকোনও পরিচিত রিয়ালিটি শো এর অডিসন কেও।উপচে পড়া লাইন,ভিড়, ছোটদের সঙ্গে আছেন বড় রাও।সংস্কৃতির শহর দিনহাটা যেন নতুন ধারায় প্রতিভা খুঁজে বের করার উদ্যোগে দিশা দেখাচ্ছে বিবর্তনের হাত ধরেই।

শিলিগুড়ি তেলেঙ্গা মুনির বালাসন নদীতে স্নান করতে গিয়ে ডুবে গেল ২ কিশোর

শিলিগুড়ি ঃ ফাঁসিদেওয়া ব্লকের তেলেঙ্গা মুনিতে বালাসন নদীতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেল দুই কিশোর। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য চালানো গোটা এলাকায়। ওই দুই কিশোরের নাম পবিত্র সিংহ ও দেবাশীষ সিংহ। জানা গিয়েছে এদিন দুপুরে পাঁচ বন্ধু মিলে বালাসন নদীতে স্নান করতে নামে। এর মধ্যেই দুজন কিশোর তলিয়ে যায়। অন্য এক কিশোর জলে ডুবতে থাকা দুই কিশোরকে বাঁচানোর চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হয় দুই কিশোর তলিয়ে যায়। এরপরই কিশোররা স্থানীয়দের বিষয়টি খুলে বলেন। এবং স্থানীয়রা খবর দেয় বিধাননগর থানার পুলিশকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় বিধাননগর থানার পুলিশ। এরপর পুলিশ ওই দুই কিশোরের খোঁজে তল্লাশি শুরু করে। এবং খবর দেন বিপর্যয় মোকাবিলা দলকে।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
রবিবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
23:07:2023

'কবর থেকে উঠে মিরপুরে ছাত্রলীগের ওপর হামলা !'

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ মিরপুর বাংলা কলেজে ছাত্রলীগ ও বিএনপির কর্মীদের মধ্যে গত মঙ্গলবার হওয়া সংঘর্ষ নিয়ে দৈনিক নয়া দিগন্তের প্রতিবেদনের শিরোনাম কবর থেকে উঠে মিরপুরে ছাত্রলীগের ওপর হামলা! প্রতিবেদনে উঠে এসেছে যে ঐ হামলায় আসামী হিসেবে এমন অন্তত দুইজন ব্যক্তির নাম আছে যারা দুই বছর আগে মারা গেছেন। মামলায় আসামী হিসেবে থাকা ঐ দুইজন তৃণমূল পর্যায়ে বিএনপির রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন বলে উঠে এসেছে খবরে। তবে মামলার বাদী, যিনি বাংলা কলেজের একজন কর্মকর্তা, বলছেন যে এই দুই ব্যক্তিকে মামলার আসামী হিসেবে রাখা সম্পর্কে তিনি কিছু জানেন না। বিশেষজ্ঞদের বরাত দিয়ে এই প্রতিবেদনে এসব মামলাকে 'গায়েবি' হিসেবে সমালোচনা করা হয়েছে। এই খবরে বলা হয়েছে যে ২০১৮ সালের মত এবারো নির্বাচনের আগে বিএনপি নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা করা হচ্ছে। গত কয়েকমাসে ঢাকা মহানগরে হওয়া মামলার পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে এই প্রতিবেদনে।

বিজেপির 'আইটি সেল' কীভাবে এতো শক্তিশালী আর বিতর্কিত হয়ে উঠল?

নয়া দিল্লি (এজেন্সী) ঃ প্রায় বছর ছয়েক আগের কথা। রাজস্থানে বিজেপির একটি কর্মী সমাবেশে দলের তখনকার সভাপতি অমিত শাহ (এখন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) খুব গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন, সত্যিই হোক বা ফেক, জেনে রাখবেন যে কোনও মেসেজকে আমরা নিমেষে ভাইরাল করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখি।

শুধু ফাঁকা বুলি নয় - সেটা কীভাবে বিজেপি করে দেখায়, কিছুদিন আগে হয়ে যাওয়া উত্তরপ্রদেশ নির্বাচনের দৃষ্টান্ত দিয়ে সেটাও সবিস্তারে বর্ণনা করেছিলেন তিনি।

রাজস্থানের বহুল প্রচলিত 'দৈনিক ভাস্কর' পত্রিকা অমিত শাহকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছিল, ওই রাজ্যে বিজেপি তখন দুটো হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ চালাত - একটায় সদস্য ছিল ১৭ লাখ, অন্যটায় ১৫ লাখ।

এই ৩২ লক্ষ লোকের কাছে রোজ সকাল আটটায় গুড মর্নিং বার্তার সঙ্গে একটা করে মেসেজ চলে যেত, যেটা তারা আবার নিজেদের পরিচিত মহলে লক্ষ লক্ষ লোকের কাছে ফরোয়ার্ড করে দিতেন, বলেছিলেন অমিত শাহ।

আর ঠিক এভাবেই নির্বাচনী মওশুমে রাজ্যে রোজকার 'টকিং পয়েন্ট' বা 'ন্যারেটিভ'টা কী হবে, সেটা দিনের শুরুতেই স্থির করে দিত বিজেপি - কারণ তাদের পাঠানো বার্তাটা ততক্ষণে কোটি কোটি ভোটারের কাছে পৌঁছে গেছে এবং তারা সেগুলো নিয়ে তর্কবিতর্কও শুরু করে দিয়েছেন।

অমিত শাহ সেদিন আরও জানিয়েছিলেন, সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদব (নিজের বাবা) মুলায়ম সিং যাদবকে থাপ্পড় মেরেছেন, এরকম একটা মেসেজও সেবার কীভাবে ভাইরাল করে তোলা হয়েছিল।

আরে অখিলেশ আর মুলায়ম তো তখন ছ'শো মাইল দূরে ... কীভাবে চড় মারবেন? মারেননি। কিন্তু আমাদের টিমের কেউ এটা পোস্ট করে দিয়েছে, আর খেয়েও গেছে! সকাল দশটার মধ্যে পুরো রাজ্য জেনে গেছে অখিলেশ নিজের বাবাকেও শ্রদ্ধাভক্তি করেন না!, বলেছিলেন তিনি।

বিজেপি বা ভারতীয় জনতা পার্টির যে শাখাটির এই চমকপ্রদ 'কৃতিত্বে'র কথা অমিত শাহ সে দিন ফলাও করে বলেছিলেন, সেটিই সারা দেশে 'আইটি সেল' নামে পরিচিত। এবং সুনাম আর দুর্নাম, তাদের দুটোর পাল্লাই বোধহয় সমান ভারি! এই বিভাগের পোশাকি নাম অবশ্য 'ইনফর্মেশন অ্যান্ড টেকনোলজি ডিপার্টমেন্ট', জাতীয় স্তরে যার প্রধান এখন অমিত শাহরই একজন নেমসেক - তিনি অমিত মালভিয়া। পেশায় এককালে ছিলেন ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কার, সে সব ছেড়েছুড়ে এলাহাবাদের ছেলে অমিত মালভিয়া এখন পুরোদস্তুর একজন রাজনীতিক। যে কেন্দ্রীয় নেতাদের বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে দলের কাজকর্ম তদারকির দায়িত্ব দিয়েছে, তিনি তাদেরও অন্যতম।

অমিত মালভিয়া ও তার নেতৃত্বাধীন বিজেপি 'আইটি সেল' যে সোশ্যাল মিডিয়াতে রাজনৈতিক প্রচারণাকে একটা অন্য মাত্রায় নিয়ে গেছে তা নিয়ে ভারতে পর্যবেক্ষকরা সবাই একমত।

অনেকেই অবশ্য একে প্রচার না বলে 'প্রোপাগান্ডা' বলে থাকেন, আইটি সেলের প্রচার প্রায়শই বিশুদ্ধ 'হেইট স্পিচ' বলেও ভূরি ভূরি অভিযোগ ওঠে - কিন্তু ভারতের রাজনীতির ল্যান্ডস্কেপে এটাই যে সবচেয়ে শক্তিশালী ডিজিটাল হাতিয়ার তা নিয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই।

কীভাবে এক সময় দিল্লির অশোকা রোডের ছোট্ট কামরা থেকে পরিচালিত একটা অপারেশন দিনে দিনে এত প্রভাবশালী হয়ে উঠল, এই প্রতিবেদনে থাকছে তারই সরেজমিন অনুসন্ধান।

দিল্লির সাংবাদিক স্বাতী চতুর্বেদী ২০১৬ সালে একটি বই লিখেছিলেন, যার নাম 'আয়্যাম আ ট্রোল ঃ ইনসাইড দ্য সিক্রেট ওয়ার্ল্ড অব বিজেপি'স ডিজিটাল আর্মি' (আমি একজন ট্রোল ঃবিজেপির ডিজিটাল বাহিনীর গোপন দুনিয়ার অন্দরমহলে)।

ভারতের শাসক দল বিজেপি কীভাবে দেশময় ছড়িয়ে থাকা তাদের কোটি কোটি সমর্থক ও স্বেচ্ছাসেবীকে অনলাইনে কাজে লাগিয়ে নিজেদের ভাবধারা প্রচার করছে এবং তাদের আদর্শিক প্রতিপক্ষদের জীবন ছারখার করে দিচ্ছে - ওই বইতে তার খুঁটিনাটি বর্ণনা করেছিলেন স্বাতী চতুর্বেদী।

অ্যামাজন ও ফ্লিপকার্টের বেস্টসেলারের তালিকায় ওই বইটি ও তার অনুবাদ এখনও নিয়মিত ওপরের দিকেই থাকে।

বইটির মুখবন্ধেই স্বাতী লিখেছিলেন, কীভাবে একটি টুইটার হ্যান্ডল থেকে বিশেষ একজন রাজনীতিবিদের সঙ্গে তার শারীরিক সম্পর্ক আছে, ক্রমাগত এই ধরনের নোংরা প্রচার চলতে থাকার পর তিনি খানিকটা বাধ্য হয়েই বই লেখার জন্য এই বিষয়টি বেছে নেন।

রাত্তিরে আজকাল আমার 'রেট' কত যাচ্ছে, কালকে আমার যৌন সম্পর্কগুলো কেমন ছিল, কিছুতেই তৃপ্ত না হয়ে আমি কীভাবে আরও বেশি বেশি করে চাইছিলাম - তখন রোজ সকালে ঘুম ভেঙেই আমার ফোনে এই সব নোটিফিকেশনগুলো দেখতে পেতাম, বইটিতে লিখেছেন তিনি। তাঁর গবেষণা আরও বলছে, বিজেপি তাদের প্রচারণার জন্য এই 'অনলাইন ট্রোল'দেরই সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করে থাকে, যারা মূলত হিন্দু দক্ষিণপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী এবং তার পাশাপাশি উগ্র জাতীয়তাবাদী।

এরা নিজেদের ডিপিতে সাধারণত হিন্দু দেবদেবীর ছবি ব্যবহার করেন। কেউ কেউ আবার বেশি ফলোয়ার টানতে বিকিনিপরা সুন্দরীদের ছবিও দেন। আর তাদের মূল নিশানা হলেন লিবারাল রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী অ্যাক্টিভিস্ট ও সাংবাদিকরা - তিনি নারী হলে তো কথাই নেই!, লিখেছেন স্বাতী চতুর্বেদী।

গত মাসে হোয়াইট হাউসে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে ভারতের মুসলিমদের অধিকার নিয়ে প্রশ্ন করার পর ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের সাংবাদিক সাবরিনা সিদ্দিকি ছিলেন সেই তালিকায় সবশেষ সংযোজন।

সাবরিনা সিদ্দিকিকে অনলাইনে প্রথম আক্রমণ শানান বিজেপির 'আইটি সেলে'র বর্তমান প্রধান অমিত মালভিয়া - তারপর তাতে যোগ দেয় শত শত হিন্দুত্ববাদী ও উগ্র দক্ষিণপন্থী হ্যান্ডল।

টুইটারে এদের অনেককে 'ফলো' করতেন বা এখনও করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজে, আর তারাও নিজেদের টুইটার বায়োতে অবধারিতভাবে লেখেন 'ব্লেসড টু বি ফলোড বাই পিএম মোদী'!

এই বিভাগে কারা কাজ করেন? এই 'অনলাইন ট্রোল'রা যে বিজেপির তথাকথিত আইটি সেলের প্রত্যক্ষ 'কর্মী' তা হয়তো নয় - কিন্তু তৃণমূল স্তরে ছড়িয়ে থাকা এই লক্ষ লক্ষ ভলান্টিয়ার বা স্বেচ্ছাসেবীদের সুবাদেই দলটি সোশ্যাল মিডিয়াতে এত বিপুল ক্ষমতা অর্জন করতে পেরেছে।

দিল্লির দীনদয়াল উপাধ্যায় মার্গে বিজেপির নতুন হেডকোয়ার্টারে আইটি সেলের যে জাতীয় অফিস আছে, তাতে যে ঠিক কতজন কর্মী কাজ করেন সে সম্পর্কেও নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না।

অমিত মালভিয়া বা বিজেপির শীর্ষ নেতারাও কখনো এ বিষয়ে মুখ খোলেন না। বিজেপির অনেক এমপি পর্যন্ত স্বীকার করেছেন, ঘন ঘন পার্টি অফিসে যাতায়াত থাকলেও আইটি সেলের কর্মকান্ড কীভাবে চলে সে সম্পর্কে তাদের কোনও ধারণাই নেই!

দিল্লির সাংবাদিক মানসী কাউর বছর দুয়েক আগে এই আইটি সেলে সরাসরি কর্মরত বা সদ্য 'চাকরি' ছেড়েছেন - এমন বেশ কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে একটি রিপোর্ট তৈরি করেছিলেন।

এখন কানাডাপ্রবাসী মিস কাউর টেলিফোনে এই প্রতিবেদককে বলছিলেন, আমি যতটুকু জেনেছিলাম দিল্লির ওই 'কোর টিমে' পঁচিশ-তিরিশজন কাজ করেন। কিন্তু দিল্লির পাশাপাশি প্রতিটি রাজ্যে, প্রতিটি জেলায় ও পার্লামেন্টোরি কেন্দ্রে, প্রতিটি মিউনিসিপ্যালিটিতে পর্যন্ত তাদের নেটওয়ার্ক বিস্তৃত।

এদের কেউ কেউ আইআইটি বা আইআইএমের কৃতী ছাত্র, অনেকে আবার ফিনান্স বা কর্পোরেটে মোটা অঙ্কের চাকরি ছেড়ে অনেক কম মাইনেতে দলের কাজে যোগ দিয়েছেন। আবার বিনা মাইনের ভলান্টিয়ারও আছেন, যারা অনেকে অন্য কাজের পাশাপাশি এটা পার্টটাইম করেন।

আইটি সেলে কাজের মাধ্যমেই একদিন সক্রিয় রাজনীতিতে ঢোকার রাস্তা প্রশস্ত হবে - কিংবা দল এমএলএ বা এমপি হওয়ার টিকিট দেবে - এটা তাদের অনেকের ক্ষেত্রেই মোটিভেশনের কাজ করে।

মিস কাউরের অভিজ্ঞতা বলে, কিছুদিন পরেই 'মোহভঙ্গ' হয়ে আইটি সেলের সঙ্গে সব সংস্রব ত্যাগ করেছেন - এমনও অবশ্য বহু দৃষ্টান্ত আছে।

'সঠিক টাইমিং, প্রবল নিষ্ঠা'

বিজেপির প্রবল সমালোচকরাও একটা কথা মানেন, ইন্টারনেট ও সোশ্যাল মিডিয়ার ক্ষমতা যে কত সাঙ্ঘাতিক - ভারতের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সেটা বিজেপিই প্রথম অনুধাবন করেছিল।

বিজেপি তাদের নিজস্ব ওয়েবসাইট খুলেছিল সেই ১৯৯৫ সালে। কংগ্রেস এখানে তাদের চেয়ে পাক্কা দশ বছর পিছিয়ে, তাদের ওয়েবসাইট চালু করতে করতে সেই ২০০৫!

এমন কী, নরেন্দ্র মোদীও তাঁর ব্যক্তিগত হোমপেজ খুলে ফেলেন ২০০৫ সালেই, টুইটারে ঢোকেন ২০০৯তে। সেই জায়গায় কংগ্রেসের 'তরুণ তুর্কী' রাহুল গান্ধীর ২০১৫ সাল পর্যন্ত টুইটারে কোনও অস্তিত্বই ছিল না।

দক্ষিণপন্থী চিন্তাবিদ শুভ্রকমল দত্ত বহু বছর ধরে বিজেপির ঘনিষ্ঠ, তিনি মনে করেন এই দলটি যে এত আগে থেকে ইন্টারনেটকে রাজনৈতিক প্রচারণার কাজে ব্যবহার করে আসতে পারছে, তার কৃতিত্ব প্রাপ্য দলের প্রয়াত নেতা ও বাজপেয়ী জমানার তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী প্রমোদ মহাজনের।

শুভ্রকমল দত্ত বলছিলেন, আমার মনে আছে অশোকা রোডে বিজেপির পুরনো দপ্তরে প্রমোদ মহাজনের উদ্যোগেই দলের আইটি উইং খোলা হয়েছিল। ক্যাবিনেট মন্ত্রী ও সরকারের প্রধান মুখপাত্র হিসেবে হাজার ব্যস্ততার মধ্যেও প্রতিদিন সন্ধের দিকে তিনি নিয়ম করে একবার সেখানে আসতেন।

বেশ কয়েকজন উচ্চশিক্ষিত তরুণ ও প্রকৌশলী সেখানে যোগ দিয়েছিলেন। বিদেশ থেকে বিজেপির বহু সমর্থকও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। টেকনিক্যাল পরামর্শ দিতেন প্রফেশনালরাও। ফেসবুক ইনস্টা বা হোয়াটসঅ্যাপ তখন ওসব কিছুই আসেনি। অর্কুট নামে একটি প্ল্যাটফর্ম ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছিল, আর ছিল ইয়াহু ও এমএসএন মেসেঞ্জার। বিজেপি সোশ্যাল মিডিয়ার দুনিয়ায় তাদের যাত্রা শুরু করেছিল এগুলোর হাত ধরেই, জানাচ্ছেন শুভ্রকমল দত্ত।

২০০৪ সালে দেশে সাধারণ নির্বাচনের সময় প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীকে আবার জেতাতে ডিজিটাল মাধ্যমে যে 'ইন্ডিয়া শাইনিং' ক্যাম্পেন শুরু হয়, তারও মূল কারিগর ছিলেন প্রমোদ মহাজন (ও তাঁর আইটি শাখা)।

কিন্তু ভোটে বাজপেয়ীর অপ্রত্যাশিত পরাজয়ের পর সেই ক্যাম্পেন মুখ থুবড়ে পড়ে, ভাঁটা পড়ে বিজেপির সোশ্যাল মিডিয়া তৎপরতাতেও। এরই মধ্যে ২০০৬ সালের মে মাসে মাত্র ৫৬ বছর বয়সে প্রমোদ মহাজন নিজের বড় ভাইয়ের হাতে খুন হন। তবে শুভ্রকমল দত্ত বিশ্বাস করেন, ইন্টারনেটই যে রাজনৈতিক প্রচারের ভবিষ্যৎ, এটা বিজেপি ঠিক সময়ে বুঝেছিল এবং সেই অনুযায়ী তাতে প্রচুর শ্রম ও সম্পদ লগ্নি করেছিল বলেই পরে তারা সেটা থেকে এত ডিভিডেন্ড পেয়েছে।

স্বাতী চতুর্বেদী তার বইতে একটা উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন, মোটামুটি ২০১২ সাল থেকে অনলাইন ও ডিজিটাল মাধ্যমে ধারাবাহিক প্রচার চালিয়ে কংগ্রেস নেতা ও নরেন্দ্র মোদীর সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জার রাহুল গান্ধীকে বিজেপি কীভাবে 'পাপ্পু' বানিয়ে তুলেছিল।

'পাপ্পু' বলতে হিন্দিতে অপদার্থ ও নিষ্কর্মা লোককে বোঝায় - আর বিজেপির প্রচারে মানুষ এটা সত্যিই বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল যে রাহুল গান্ধী মোটেও কোনও সিরিয়াস রাজনীতিবিদ নন।

আর এটা সম্ভব হয়েছিল বিজেপির পুরনো আইটি সেলের সুবাদেই - তখন সোশ্যাল মিডিয়াতে অস্তিত্বহীন কংগ্রেসের কাছে এর কোনও জবাবই ছিল না।

আইটি সেলের দ্বিতীয় ইনিংস

বিজেপির সোশ্যাল মিডিয়া অভিযান আবার নতুন করে শুরু হয় ২০১০ সাল নাগাদ - তবে এবারে তার ভরকেন্দ্র ছিল গুজরাটের রাজধানী গান্ধীনগরে, দিল্লিতে নয়।

গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তখন থেকেই ধীরে ধীরে দেশের প্রধানমন্ত্রিত্বের লক্ষ্যে এগোচ্ছেন, আর তাঁর প্রচার মেশিনারিকে ডিজিটালি ঢেলে সাজতেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল অরবিন্দ গুপ্তা নামে এক তরুণ প্রযুক্তিবিদকে।

দিল্লির ছেলে অরবিন্দ গুপ্তা আইআইটি থেকে ইলেকট্রনিকসের স্নাতক, পরে আমেরিকায় ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয়, আর্বানা-শ্যাম্পেন থেকে তিনি এমবিএ আর কম্পিউটার সায়েন্সে এমএসও করেছেন। এর আগে দুদুটো স্টার্ট-আপে কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকেই সম্ভবত অরবিন্দ গুপ্তা বিজেপির আইটি সেলকেও ঠিক স্টার্ট-আপের ধাঁচেই চালাতে শুরু করেন।

পার্টি অফিসগুলোতে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের ব্যবস্থাও শুরু করেন তিনি, যাতে নেতারা অফিসে বসেই একসঙ্গে অনেকের সঙ্গে বৈঠক সেরে ফেলতে পারেন।

বড় বড় নেতাদের জনসভাগুলো ইউটিউব বা ফেসবুকের মতো ডিজিটাল মাধ্যমে লাইভ সম্প্রচারেরও ব্যবস্থা করা হয়।

অনলাইনে মাত্র ৫ টাকা দিয়ে বিজেপির সদস্য তৈরি করার ভাবনাও ছিল তাঁরই মস্তিষ্কপ্রসূত - ২০১০ সালে এই পদ্ধতি চালু হওয়ার মাত্র দুবছরের মধ্যে বিজেপি এভাবে অতিরিক্ত পাঁচ লক্ষ সদস্য সংগ্রহ করে ফেলে।

২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপির একক গরিষ্ঠতা (২৭২-রও বেশি আসন) পাওয়ার অন্যতম নেপথ্য কারিগর ছিলেন অরবিন্দ গুপ্তা, বিজেপির ঘনিষ্ঠরা অনেকেই সে কথা মানেন। পরে অবশ্য তিনি আইটি সেল থেকে সরে দাঁড়ান।

তার বেশ কয়েক বছর পরে একটি প্রকাশ্য সভাতেই মি গুপ্তা ব্যাখ্যা করেছিলেন, ঠিক কোন তিনটি মূল স্ট্র্যাটেজির ওপর ভরসা করে সেবার বিজেপির ডিজিটাল ক্যাম্পেইনকে পরিচালনা করা হয়েছিল। এই কৌশলগুলো ছিল ঃ সবার আগে একটি সলিড টেকনিক্যাল প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা, যেটা এই ওয়ার্কলোড নিতে পারবে এবং টিকবে।

আইটি সেলেও তিনি কিন্তু ঠিক একই কাজ করছেন ... শুধু মার্জার করছেন অর্ধসত্য আর অর্ধমিথ্যার, আর অ্যাকুইজিশন চলছে ফলোয়ার আর মিডিয়া ক্লায়েন্টদের!

ভারত ও শ্রীলংকায় দ্রব্যমূল্য কমলেও বাংলাদেশে কমছে না কেন?

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বিশ্বব্যাপী অনেক দেশে গত এক বছরে মূল্যস্ফীতি কমে আসলেও বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি বেড়েই চলেছে। এমনকি অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়া শ্রীলংকাও খাদ্য মূল্যস্ফীতি কমাতে পেরেছে, যা বাংলাদেশ পারেনি। বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে এমন তথ্য উঠে এসেছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দুর্বল ভূমিকা, ত্রুটিপূর্ণ বাজার ব্যবস্থাপনা এবং বাজারে মূল্য কারসাজির প্রবণতা অর্থাৎ নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর তদারকিতে ব্যর্থতার কারণেই এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

২০২২ সালে যখন দ্রব্যমূল্য অনেক বেড়ে যায় তখন টাকার বড় ধরণের অবমূল্যায়ন বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতিতে বড় ভূমিকা রেখেছে। তখন যেসব পণ্যের দাম বেড়েছে তার অনেকগুলোর দাম আর কমেনি, বলছিলেন অর্থনীতিবিদ মুস্তাফিজুর রহমান।

সাধারণভাবে মূল্যস্ফীতি হলো একটি নির্দিষ্ট সময়ে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যাওয়া, অর্থাৎ আগের চেয়ে বেশি টাকা দিয়ে এখন একই পণ্য বা সেবা কিনতে হচ্ছে। বাজারে যখন মুদ্রার সরবরাহ বেড়ে যায় কিন্তু পণ্য বা সেবার পরিমাণ একই থাকে তখনই মূল্যস্ফীতি হয়। আর এই মুদ্রাস্ফীতির ফলেই মূল্যস্ফীতি হয়ে থাকে।

করোনা মহামারি ও রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে ২০২২ সালের শুরুর দিকে সব দেশেই উচ্চ মূল্যস্ফীতি দেখা যায়। তখন বিশ্ববাজারে খাদ্য পণ্যের দাম ৩২ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছিলো।

কোভিডে নাগরিকদের বড় ধরণের প্রণোদনা দেয়া যুক্তরাষ্ট্রের মূল্যস্ফীতি ৪০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ হওয়ার রেকর্ড গড়েছিলো এবং সেখানে মূল্যস্ফীতির হার সাড়ে সাত শতাংশে ঠেকেছিলো তখন। আর ব্রিটেনের পরিস্থিতি এমন হয়েছিলো যে জ্বালানি ও জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে যাওয়া নিয়ে বিক্ষোভও করেছিলো সেখানকার মানুষ।

ইউরোজোনে যে উনিশটি দেশে ইউরো মুদ্রা ব্যবহার করা হয় সেসব দেশে গত বছর জানুয়ারিতে মূল্যস্ফীতি ছিলো পাঁচ শতাংশের বেশি, যা ২৩ বছর আগে ইউরো চালুর পর সর্বোচ্চ।

অন্যদিকে বাংলাদেশে সরকারি হিসেবে ২০২২ সালের অগাস্টে মূল্যস্ফীতি প্রায় দশ শতাংশের ঘরে পৌঁছেছিলো, যা তার আগের এগার বছরেও হয়নি। চলতি বছরের জুনেও মূল্যস্ফীতি দশ শতাংশের কাছেই ছিলো।

যদিও স্বাধীন গবেষণা সংস্থাগুলো তখনি বলেছিলো যে দেশে প্রকৃত মূল্যস্ফীতি আরও অনেক বেশি। মূলত তখন থেকেই বিশ্বের নানা দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই মূল্যস্ফীতি কমিয়ে আনার জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা গ্রহণ করে।

মঙ্গলবার প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে বিশ্বের অনেক দেশেই এর মধ্যে মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমে এসেছে, যার মধ্যে আছে ভারত, ভুটান, মালদ্বীপ, যুক্তরাজ্য, মালয়েশিয়া ও শ্রীলংকাও।

অন্যদিকে বাংলাদেশসহ কয়েকটি দেশে খাদ্য মূল্যস্ফীতি এখনো বাড়তির দিকেই।

এমনকি চলতি বছরের জুনে বাংলাদেশের খাদ্য মূল্যস্ফীতি আবারো প্রায় দশ শতাংশের কাছে (৯দশমিক শতাংশ) উঠে যায়। এর আগে এপ্রিল পর্যন্ত মূল্যস্ফীতির হার ছিলো ৮ দশমিক ৪ শতাংশ।

অথচ বিশ্ববাজারে কৃষি ও শস্যজাতীয় খাদ্যের দাম কমেছে। এমনকি খাদ্য উৎপাদন হয় এমন দেশগুলোতে ভালো আবহাওয়া এবং বিশ্ববাজারে তেলের দাম কমে আসার কারণেও খাদ্য মূল্য কিছুটা পড়তির দিকে।

কিন্তু তার পরেও বাংলাদেশ খাদ্য মূল্যস্ফীতি কমিয়ে আনতে পারছে না কেন এমন প্রশ্নের জবাবে বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন বলছেন কেন্দ্রীয় ব্যাংক মূল্যস্ফীতি কমিয়ে আনার যুদ্ধটাই শুরু করেনি, বরং তাদের কিছু পদক্ষেপ খাদ্য মূল্যস্ফীতি বাড়িয়ে দিয়েছে।

তারা ডলার সংকট মোকাবেলায় আমদানি নিয়ন্ত্রণ করেছে। এগুলো সব ধরণের পণ্য আমদানিতেই প্রভাব ফেলেছে।

তাদের উদ্দেশ্য ছিলো আমদানি কমানো। কিন্তু এটি করতে গিয়ে খাদ্যপণ্যের যোগান কমে গেছে। সে কারণে স্থানীয় বাজারে খাদ্যপণ্যের দাম বেড়েছে, বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি।

প্রসঙ্গত যে কোন দেশের স্থানীয় বাজারের অনেক খাদ্য পণ্যের মূল্যই আন্তর্জাতিক বাজারেরে সাথে সম্পর্কিত। বিশেষ করে আমদানির ওপর নির্ভরশীল দেশগুলোতে এর প্রভাব বেশি হয়ে থাকে।

তবে ২০২১-২২ অর্থ বছরে আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যপণ্যের দাম অনেক বেড়ে গিয়েছিল। যার প্রভাবে বাংলাদেশেও খাদ্যপণ্যের দাম অনেক বেড়ে যায়।

কিন্তু এসব পণ্যের দাম যখন কমা শুরু হয় তার আর প্রভাব বাংলাদেশের বাজারে পড়েনি, বলছিলেন মি. হোসেন।

তার মতে বিশ্বব্যাপী কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মূল্যস্ফীতি কমাতে যে বড় অস্ত্র ব্যবহার করেছে সেটি হলো সুদের হার বাড়ানোর মাধ্যমে, কিন্তু বাংলাদেশে তা হয়নি।

তাছাড়া এখানে বাজারে কারসাজির প্রবণতা আছে যা নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলো ঠেকাতে পারছে না। আবার মার্কেট ব্যবস্থাপনায় বড় ধরণের সমস্যা আছে। বিশেষ করে চিনি, তেল, চাল ও পেয়াজের মতো ক্রিটিক্যাল পণ্যের দাম হুট করে হু হু করে বেড়ে যায় যার, সাথে চাহিদার কোনো সম্পর্কই নেই। এসব কারণেই দাম অনেক বাড়ার পর আর কমে না, বলছিলেন জাহিদ হোসেন।

তার সঙ্গে একমত মুস্তাফিজুর রহমানও। তিনি বলেন মূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য অভ্যন্তরীণ বাজার ব্যবস্থাপনা জরুরি। অর্থাৎ উৎপাদন, চাহিদা, ঘাটতি, আমদানি কোন পর্যন্ত করতে হবে, কখন দরকার এগুলো নিয়ে বিশ্লেষণ করে নীতি নির্ধারকরা কোথায় কখন কোন পণ্যের ঘাটতি হবে সে বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া দরকার।

আবার বাজারে যে নজরদারি দরকার সেটা না থাকায় যেসব পণ্য উৎপাদক ও আমদানিকারক কম সেখানে দাম অনেক বেড়েছে। বিশেষ করে ভোজ্য তেলের ক্ষেত্রে এটা দেখা গেছে। কিন্তু নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলো এসব ক্ষেত্রে বাজার ব্যবস্থাপনার কার্যকরভাবে ভূমিকা রাখেনি বলেই বাংলাদেশ মূল্যস্ফীতি কমাতে পারেনি, বলছিলেন মি. রহমান।

তবে চলতি বছরের বাজেট ঘোষণার সময় অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন যে এবার তার মূল্য লক্ষ্যই হলো মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ।

অর্থনীতিবিদরা আগের বছর বা মাসের সঙ্গে অথবা কোন নির্দিষ্ট সময়কালের সঙ্গে বর্তমানের তুলনা করে খাদ্য, কাপড়, পোশাক, বাড়ি, সেবা ইত্যাদি বিভিন্ন উপাদানের মূল্য বৃদ্ধির যে পার্থক্য যাচাই করেন সেটাই মূল্যস্ফীতি।

অর্থাৎ মূল্যস্ফীতি দিয়ে যেটা বোঝা যায় তা হলো, কোন একটা নির্দিষ্ট সময় থেকে পরবর্তী আরেকটি সময়ে দাম কেমন বেড়েছে?